ISSN-0971-8397

যোজনা

ধনধান্যে

মে ২০১৫ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹১০

পর্যটন : উদীয়মান শিল্প

ভারতে শিক্ষামূলক পর্যটন
অর্চনা কুমারী ও দিব্যাংশু কুমার

পর্যটন উদ্যোগ
জি অঞ্জনেয়া স্বামী

ভারতে পরিবেশ পর্যটন
মধুমিতা দাস ও বাণী চট্টোপাধ্যায়

ই-ট্যুরিস্ট ভিসা
নানু ভাসিন ও নবনীত কৌর

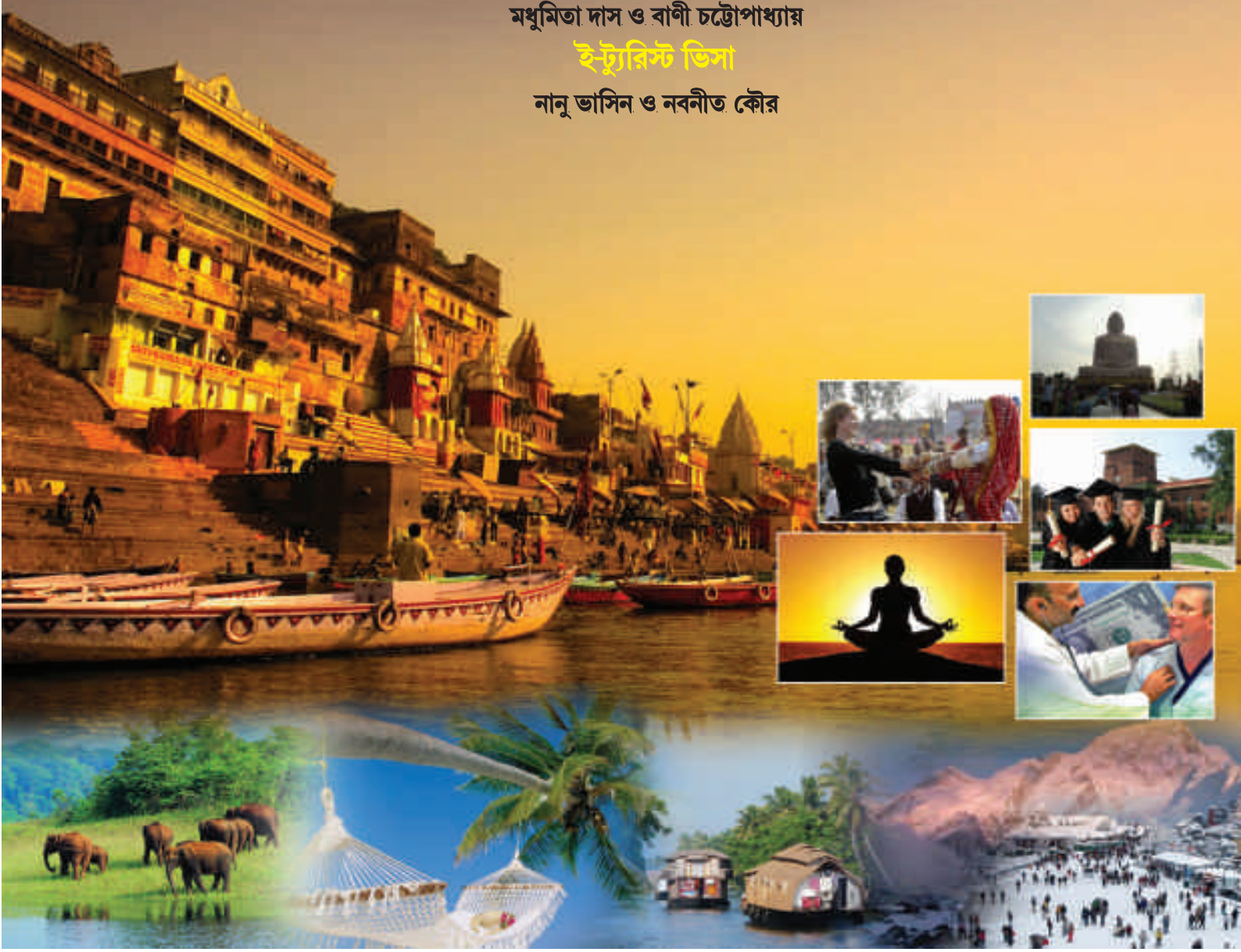

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off-beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some Eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

MAY, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

মে, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতে শিক্ষামূলক পর্যটন
  অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — অর্চনা কুমারী ও দিব্যাংশু কুমার ৫
- পর্যটন উদ্যোগ
  কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা — জি অঞ্জনেয়া স্বামী ১০
- ভারতে পরিবেশ পর্যটন
  ভিতরকণিকা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের নিদর্শন — মধুমিতা দাস ও বাণী চট্টোপাধ্যায় ১৩
- ই-ট্যুরিস্ট ভিসা — নানু ভাসিন ও নবনীত কৌর ১৮
- পর্যটনের বিকাশে পরিকাঠামোর ভূমিকা — মনোজ দীক্ষিত ২১
- পর্যটনশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা ও সংকট — কর অরুণ ৩২
- ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা — প্রেম সুব্রমানিয়াম ৩৯
- পর্যটনশিল্পের বিকাশে কিছু সরকারি পদক্ষেপ — শান্তনু পালধি ৪২
- ভারতে চিকিৎসা পর্যটন
  উদীয়মান শিল্প — ড. হরিহরণ ৪৫
- ভারতের পর্যটনশিল্প ও অর্থনীতি
  একটি পর্যালোচনা — ভব রায় ৪৮
- পর্যটনশিল্পে ভারতীয় রেলের ভূমিকা — সমীর গোস্বামী ৫২
- পর্যটন বিকাশের প্রাথমিক পাঠ — রত্নদীপ ব্যানার্জি ৫৪

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

চলো যাই

গোটা বিশ্ব যেন একটি বই এবং যাঁরা কখনও ভ্রমণ করেননি তাঁরা শুধুমাত্র এই বইয়ের একটি পাতাই পড়েছেন। সেন্ট অগাস্টিনের এই কথা সত্যিই ভ্রমণের মূলমন্ত্র। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ কোনও না কোনও কারণে, কিছু না কিছুর আকর্ষণে এ দেশে আসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নানাবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শন, ঐতিহ্য ও পরম্পরা, বর্ণময় বৈচিত্র, সংস্কৃতি, রন্ধনশৈলী, তীর্থক্ষেত্র সব মিলিয়ে এ দেশের পর্যটনক্ষেত্রের সম্ভাবনা অপরিসীম। সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যটন থেকে শুরু করে রোমাঞ্চ-মূলক ভ্রমণ, গ্রামীণ পর্যটন এবং ইকো-ট্যুরিজম ভারতীয় পর্যটনশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শুধু আন্তর্জাতিকই নয়, অভ্যন্তরীণ পর্যটনও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি লাভ করেছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত দশকে জিডিপি-তে ভারতীয় পর্যটনশিল্পের ৬.৬ শতাংশ অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিশ্বজুড়ে পর্যটনশিল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বিদেশি মুদ্রার উৎস হিসাবে অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুসমৃদ্ধ সংস্কৃতি, প্রকৃতি, ঐতিহ্য, কেনাবেচার আকর্ষণীয় কেন্দ্র, প্রথাগত আতিথেয়তার উষ্ণতা—কী নেই ভারতে পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো! প্রয়োজন শুধু রঙিন মোড়কে 'উপভোক্তা'-র সামনে তা পরিবেশন করা। যে কোনও দেশ পর্যটনশিল্প প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিকাঠামো, পছন্দসই থাকার জায়গা, উৎকৃষ্ট পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বিনোদনের মতো সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে উন্নতিলাভ করে এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে উদ্যোগপতি ও সমাজ, সব স্তরের উদ্যোক্তাদের ভূমিকাই সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি নীতিসমূহ এই ক্ষেত্রকে বিকশিত করার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। বিভিন্ন নির্দেশিকা ও কৌশলের সাহায্যে এই নীতিগুলি পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সম্পদ ব্যবহারের এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিও সুনিশ্চিত করে এই নীতিগুলিই। বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের আগে ১ শতাংশ আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমন (ITA)-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। নির্দিষ্ট ৪৪ দেশের নাগরিকদের 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' (অর্থাৎ আগমনের পর ভিসা প্রদান) দেওয়ার সাম্প্রতিক সূচনা, আরও ১০৬ দেশের জন্য এই সুবিধা প্রসারিত করার পরিকল্পনা, পর্যটন পরিকল্পনাকারী বা ট্যুর অপারেটরদের ও শ্রেণি অনুযায়ী হোটেলের তালিকা-সহ মোবাইল অ্যাপ চালু করা, ভ্রমণ ও আপ্যায়ন প্রতিষ্ঠানে ই-ব্যবস্থাপনা—এ সবই সঠিক দিশায় গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ। থিমভিত্তিক সার্কিট উন্নয়নের জন্য 'স্বদেশ দর্শন'-এর মতো প্রকল্প, সব ধর্মের তীর্থস্থলের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ণের জন্য তীর্থযাত্রা পুনরুজ্জীবন ও বৃদ্ধি সংক্রান্ত জাতীয় মিশন 'প্রসাদ' ইত্যাদির প্রধান উদ্দেশ্য ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই সমস্ত ধর্মস্থানে ১৪৫ কোটি অভ্যন্তরীণ তীর্থযাত্রীর যাতায়াত সুনিশ্চিত করা। এ ছাড়াও, 'হুনার সে রোজগার তক' ও 'হুনার জায়েকা'-র মতো কর্মসূচি কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে।

যোজনা

তবে দূরদর্শী ও কর্মদক্ষ উদ্যোগপতিরাই একমাত্র পারেন এই সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এর সঙ্গে অর্থনৈতিক মূল্য যোগ করতে এবং ব্যক্তিগত উপার্জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করতে। এ জন্য সমস্ত প্রকল্প ও সম্পদ কাজে লাগানো প্রয়োজন। পর্যটন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগের সুযোগ প্রচুর—যেমন পরিবহণ, থাকার জায়গা ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, প্যাকেজ ট্যুর, বিনোদন ইত্যাদি। অনাবিষ্কৃত ও স্বল্প পরিচিত পর্যটনস্থলগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির প্রচার এবং সেগুলিকে পর্যটনের উপযুক্ত করে তোলার মাধ্যমেও এই ক্ষেত্রের বিকাশের কথা ভাবা যেতে পারে। উদ্ভাবনী উদ্যোগই ভারতীয় পর্যটনশিল্পে সাফল্য ও স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।

'অতিথি দেব ভব' (অর্থাৎ অতিথি দেবতুল্য)—এই ভারতীয় মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পর্যটক হচ্ছেন 'অতিথি', এবং আমাদের এই দেশ 'অতিথিসেবক'। দীর্ঘমেয়াদে অবশ্য, আমাদেরকে পরিষেবা প্রদানকারী এবং সুবিধাভোগীর দ্বৈত ভূমিকাতেই দেখা যায়। সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে পর্যটনশিল্পের অবদান সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। মানুষের জীবনযাত্রা ও মানুষের প্রতি মানুষের আচার-ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেওয়ার ক্ষমতা ভ্রমণশিল্পের রয়েছে। তবে এই শিল্পের অগ্রগতির পথে যাতে পরিবেশ বা সমাজ কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে বিকাশের গতি অব্যাহত রাখতে সতর্ক থাকতে হবে বণিকমহলকে। সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং পর্যটক ও স্থানীয় গোষ্ঠী সমস্ত পক্ষেরই মিলিত প্রয়াস ও ইতিবাচক মনোভাব পারে পর্যটনশিল্পের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে।

ভারতীয় পর্যটনশিল্পের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল, কিন্তু এখনও আরও অনেক পথ চলা বাকি। দার্শনিক লাও জু-র কথায় হাজার হাজার মাইলের যাত্রাপথ একটি পদক্ষেপ দিয়েই শুরু করতে হয় এবং পর্যটনক্ষেত্রের সেই পদক্ষেপটি ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে।❑

ভারতে শিক্ষামূলক পর্যটন
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

এদেশ থেকে প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ লেখাপড়ার জন্য পাড়ি দেয় বিদেশে—মূলত আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায়। অথচ এমন একটা সময় ছিল যে সময় ভারত ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা, ওদন্তপুরী বা বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলঙ্কা এমনকী তুরস্ক থেকেও শিক্ষার্থীরা এসেছিলেন নালন্দায়। নালন্দা, তক্ষশীলার গৌরবময় আজ আবার ফিরিয়ে এনে এই দেশ কি আবার শিক্ষা পর্যটনের মানচিত্রে তুলে ধরা যায় না? বিশ্লেষণ করেছেন **অর্চনা কুমারী** ও **দিব্যাংশু কুমার।**

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কাছে শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠেছে ভারত। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সেসময় হয়ে উঠেছিল জ্ঞানের প্রতীক। শুধুমাত্র দেশীয় শিক্ষার্থী নয় বরং, বিদেশি পর্যটকদের কাছেও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় ও জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র। শিক্ষামূলক পর্যটনের পীঠস্থান হওয়ার এহেন গৌরবময় অতীত সত্ত্বেও আজ শিক্ষার অন্যতম গন্তব্য হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে ভারতকে। তবে, এদেশের পর্যটন ও শিক্ষাক্ষেত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্ব ও আলাদাভাবে প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে শিক্ষার অন্যতম গন্তব্য হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের।

এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমাদের বুঝতে হবে 'শিক্ষামূলক পর্যটন' বিষয়টি আসলে কী? 'শিক্ষামূলক' পর্যটন বা সংক্ষেপে 'শিক্ষা পর্যটন' বলতে এমন এক 'কর্মসূচিকে বোঝায় যেখানে অংশগ্রহণকারীরা দলবদ্ধভাবে কোনও একটি স্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জনের মূল লক্ষ্য নিয়ে সেই স্থানে যাত্রা করে' (বজার, ১৯৯৮, পৃ ২৮)। শিক্ষার জন্য কোনও স্থানে যাওয়ার ধারণাটা মোটেও নতুন নয় এবং কিছু বিশিষ্ট চিন্তাবিদের মতে পর্যটনের বাজারে 'শিক্ষা পর্যটন'-এর এই ধারণাটির জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়বে বলে আশা করা যায় (গিবসন, ১৯৯৮, হোল্ডন্যাক এবং ওঁল্যাদ, ১৯৯৬)। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ তথা বিশ্বের কাছে নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতি তুলে ধরেছে ভারত এবং সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে ওঠার সমস্ত চেষ্টাই করে চলেছে। এক্ষেত্রে ভারতের সপক্ষে যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি হল:

- ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি।
- অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে এই দেশের উঠে আসা।
- বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এখানে থাকার খরচ অনেক কম।
- এদেশে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা-সহ অনেক উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
- এই দেশ থেকে উন্নত দেশগুলি প্রচুর দক্ষ মানবসম্পদ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলিতে দক্ষ মানবসম্পদ জোগানে এই দেশের স্থান প্রথম সারিতে।

ভারতে শিক্ষা পর্যটনের বিকাশে এই ইতিবাচক দিকগুলিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একবার অতীতের দিকে ফিরে তাকানো যাক। ইতিহাসের পাতা উলটে দেখা যাক সেই সময় ঠিক কী কী কারণে জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র হিসাবে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ভারত।

গৌরবময় অতীত

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যবাহী তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তো সর্বজনবিদিত। এছাড়াও ওই একই সময়ে এদেশে আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বিহারের ওদন্তপুরী (৫৫০-১০৪০ নাগাদ), বাংলাদেশের সোমাপুর (গুপ্তযুগ থেকে মুসলিম বিজয় পর্ব পর্যন্ত), বাংলার জগদ্দল (পাল যুগ থেকে মুসলিম বিজয় পর্ব পর্যন্ত), অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনাকোন্ডা, বিহারের বিক্রমশীলা (৮০০-১০৪০ নাগাদ), বর্তমান যুগের কাশ্মীরের শারদাপীঠ, গুজরাটের বলভী (মৈত্রক যুগ থেকে আরব আক্রমণের সময় পর্যন্ত), উত্তরপ্রদেশের বারাণসী (অষ্টাদশ শতক থেকে একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত), তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম, কর্ণাটকের মান্যখেতা এবং ওড়িশার পুষ্পগিরি ও রত্নগিরি। এছাড়াও বুদ্ধশাস্ত্র চর্চার জন্য ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ[১] শ্রীলঙ্কায় স্থাপিত হয়েছিল সুনেত্রাদেবী পিরিবেনা কেন্দ্র।

তবে এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ছিল

তক্ষশীলা (পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পঞ্চম শতক) এবং নালন্দা (৪২৭ থেকে ১১৯৭) বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভারতের তিন মহান ব্যক্তিত্বের নাম জড়িত— চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত এবং চরক। এখানে বসেই চাণক্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়েছিল ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পঠনপাঠন। 'চরক সংহিতা' রচয়িতা স্বনামধন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চরকও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। মোটামুটি একজন শিক্ষার্থী ষোলো বছর বয়সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেন। তাঁকে বেদ এবং আঠারো রকমের কলা আয়ত্ত করতে হত। এর মধ্যে ছিল তিরন্দাজি, শিকার ও হাতিকে পোষ মানানোর মতো বিদ্যাও। এছাড়াও ছিল, আইন, চিকিৎসা ও সামরিক বিজ্ঞানের পাঠ। তক্ষশীলা শুধুমাত্র বেদচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল না, এই বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চাকেও সমানভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মহাযান মতাদর্শের জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[২]

একই শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে জ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সমাবেশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণের অভিনব বৈশিষ্ট্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসুদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে এনেছিল। সেসময় প্রতিবেশী বৌদ্ধ দেশগুলির নাগরিকদের কাছে ভারত ছিল এমন এক তীর্থক্ষেত্র যেখানে যাওয়াটা ছিল এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সেই সঙ্গে তাদের কাছে এই দেশ ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার পীঠস্থান। এই ধরনের ধর্মীয় পঠন-পাঠন ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয় নানাবিধ কলার পাঠও দেওয়া হত। এতে এই প্রতিষ্ঠানের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

এই একইরকম পরিস্থিতিতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে যুগে মগধ সাম্রাজ্য যেমন একদিকে সম্পদশালী ছিল তেমনি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রকে সবরকমের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ায় বিশ্বাসী ছিল সেই সাম্রাজ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ধারার মিলনস্থল। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী আবাসিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজারেরও বেশি শিক্ষক এবং ১০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা ছিল।[৩]

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা এবং এখানকার শিক্ষকমণ্ডলীর সুগভীর জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষালাভের জন্য এসেছিলেন। শিক্ষার্থীরা এখানকার পরিবেশ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, অনবদ্য স্থাপত্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের অনন্য জীবনযাত্রার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। বিশেষত চীনের চুয়ান জ্যাঙ্গ এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[৪]

ভারতে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই সময় বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের টেনে এনেছিল, যেসময় যোগাযোগ বা পরিবহণ ব্যবস্থা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি চমকপ্রদ বিষয় উঠে আসে:

- বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতির দেশ এই ভারত বরাবরই ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার এক অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল।
- ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা ছাড়াও বহিরাগত শিক্ষার্থীরা দেশজ কলা শিক্ষার প্রতিও উৎসাহী ছিলেন।
- এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর দক্ষতা ও গভীর পাণ্ডিত্য দেশের বিভিন্ন অংশ তথা বিদেশ থেকেও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করত।
- শুধুমাত্র পঠন-পাঠন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, অনবদ্য শিক্ষাদান রীতি, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান এসব কিছুর আকর্ষণেই দেশ তথা বিদেশের জ্ঞানপিপাসু পর্যটক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছুটে আসতেন।
- দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বিভিন্ন শাসকের অধীনে থাকার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির খ্যাতি ও বিদ্যাচর্চার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ধূসর বর্তমান

পর্যটন এদেশের এক বিরাট শিল্প হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১২-১৩ সালে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে এই ক্ষেত্রের অবদান ছিল ৬.৮৮ শতাংশ এবং ওই বছরে দেশের মোট কর্মসংস্থানের ১২.৩৬ শতাংশ হয়েছিল এই ক্ষেত্রে।[৫] ১৯৯০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে পর্যটনক্ষেত্রের জিডিপি ২২৯ শতাংশ বেড়েছে এবং এই দশকে বার্ষিক ৭.৭ শতাংশ হারে এই ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে বলে আভাস দেওয়া হয়েছে।[৬] ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বার্ষিক ৮.৮ শতাংশ হারে ভারতীয় পর্যটনক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে বলে ২০১১ সালে পূর্বাভাস দেয় ওয়ার্ল্ড ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল[৭] (অরুণমোরি ও পান্নেরসেলভাম, ২০১৩)।

এই পূর্বাভাস বিশ্বের দ্রুত বিকাশশীল পর্যটনশিল্পবিশিষ্ট দেশগুলির মধ্যে ভারতকে পঞ্চম স্থানে বসিয়ে দেয়।

তবে ভারতের এই দ্রুত বিকাশশীল পর্যটনক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যটনের অবস্থানটা ঠিক কী সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। প্রশ্নটি নিয়ে বিশদে আলোচনার আগে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)-এর 'এডুকেশন অ্যাট আ গ্ল্যান্স ২০১৪' প্রতিবেদনের কিছু তথ্যের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক—

- বিশ্বজুড়ে নথিভুক্ত বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীর ৫৩ শতাংশই এশিয়া মহাদেশের। এই মহাদেশের বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী সবচেয়ে বেশি আসে চীন, ভারত ও কোরিয়ার মতো দেশ থেকে।
- তৃতীয় বর্গের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের বাইরে এই সমস্ত শিক্ষার্থীর কাছে প্রধান গন্তব্য ইউরোপ, এখানে নথিভুক্তির হার ৪৮ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে উত্তর আমেরিকা। এখানে আন্তর্জাতিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নথিভুক্তির হার ২১ শতাংশ এবং তারপরেই ১৮ শতাংশ

আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে রয়েছে এশিয়া।

- ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা যে দেশের নাগরিক তার বাইরে অন্য দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের নথিভুক্তির হার গত তিন দশকে অভূতপূর্ব হারে বেড়েছে। ১৯৭৫ সালের ৮ লক্ষ থেকে ২০১২ সালের ৪৫ লক্ষ। ৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি!

উপরোক্ত তথ্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, অঞ্চল হিসাবে এশিয়া এবং দেশ হিসাবে ভারত শিক্ষা পর্যটনের গন্তব্য নয়, বরং ছাত্র-ছাত্রী প্রেরণের উৎস। শিক্ষা পর্যটনের গন্তব্য হিসাবে ইউরোপ কেন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে—'বিশেষ করে যখন থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধারণা জন্ম নিয়েছে তখন থেকেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক সেতুবন্ধনের আগ্রহ, তৃতীয় বর্গের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি তথা পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের ফলে শিক্ষা পর্যটনের এই অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। সেই সঙ্গে, শ্রম বাজারের চরিত্র ক্রমশ আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার ফলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষজন ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার শামিল হওয়ার সুযোগও করে দিচ্ছেন।'[৮]

শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যাওয়ার এই প্রবণতা প্রসঙ্গে আরও একটি পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—"একটি অঞ্চলের মধ্যে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের একটা বিশেষ ধরন রয়েছে। ওইসিডি-দেশগুলিতে তৃতীয় বর্গের শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের নথিভুক্তির হার বৃদ্ধি এবং একইসঙ্গে একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার জন্য আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর আনাগোনা বাড়া এই দুটো ঘটনাই প্রমাণ করে দেয় যে শিক্ষার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার তুলনায় একই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার গুরুত্বও ক্রমশই বাড়ছে।" যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, পূর্ব-এশিয়া এবং ওশিয়ানিয়ায় পাড়ি দিচ্ছেন তাদের মধ্যে দিয়ে একটা ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটছে, যেমন, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসরের বাইরে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার মতো প্রচেষ্টা ইত্যাদি (ইউনেস্কো—২০০৯)।

অনুপাতের বিচারে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ আসে ভারত থেকে। এদেশ থেকে যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে পড়তে যায় তাদের ৪৫ শতাংশের গন্তব্য আমেরিকা, ১৭ শতাংশ যায় ব্রিটেনে, ৬ শতাংশ কানাডা এবং ৫ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ায়।[৯]

এই তথ্যগুলি থেকে বিশ্বের শিক্ষা পর্যটনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এবং বিশেষ করে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা যাবে :

- শিক্ষা পর্যটনের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ৫.৮ শতাংশ ভারতীয় নিজের দেশে না থেকে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। এর ফলে দেশীয় পর্যটনের ক্ষতি হচ্ছে।
- লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাড়ি দেওয়ার চেয়ে একই অঞ্চলের মধ্যে একই স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।
- বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুদৃঢ় শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যোগাযোগ, যাতায়াতের স্বল্প ব্যয় এবং সরল ভিসা নীতি যে কোনও দেশে শিক্ষা পর্যটনের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

এই সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ করলে কিন্তু এদেশ থেকে বিদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের চলে যাওয়ার চিত্রটা খুব একটা পরিষ্কার হবে না। তবে দেশের মধ্যে শিক্ষা পর্যটনের বর্তমান অবস্থা খুব আশাব্যঞ্জক। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩ সালে দেশীয় পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ১১৪ কোটি ৫০ লক্ষ (১১৪৫ মিলিয়ন আনুমানিক) যা ২০১২ সালের তুলনায় ৯.৫৯ শতাংশ বেশি। এদেশের গ্রামাঞ্চল বা ছোট শহরের মানুষজন শিক্ষার উন্নততর সুযোগ-সুবিধার জন্য সন্তানদের বড় শহরে পাঠিয়ে থাকেন। সেটাও অবশ্য তাদের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। তবে আমরা যখন ভারতের শিক্ষা পর্যটনের বিষয়ে আলোচনা করব, তখন মূলত কীভাবে এদেশকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধান পর্যটন গন্তব্য হিসাবে গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়টিকেই বোঝাব। পর্যটনের এই ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের ২০১৫-এর বার্ষিক প্রতিবেদনেও 'বিশেষ ধরনের পর্যটনের' মধ্যে অন্যতম বলে চিহ্নিত করা হয়নি। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পর্যটনের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে বিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তার এখনও মূল্যায়ন করেনি সরকার।

সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

ভারতে শিক্ষা পর্যটনের বর্তমান অবস্থাটা ততটা আশাপ্রদ না হলেও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। শিক্ষা পর্যটনের প্রসারে সহায়ক বেশ কিছু বিষয়কে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে ভারতেও কিছু বিষয়ের উপস্থিতি এদেশে শিক্ষা পর্যটনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা দেয়। এমনকী পর্যটন মন্ত্রকের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে যে, ভাষা, রন্ধনশৈলী, ঐতিহ্য ও বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে এদেশের মানুষের যে বিপুল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র প্রতিফলিত হল তা আসলে অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগেরই পরিণাম। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিদেশি পর্যটক সংখ্যার (ফরেন ট্যুরিস্ট অ্যারাইভাল, এফটিএ) লক্ষণীয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও এদেশের পর্যটন সম্ভাবনার এখনও পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার হয়নি বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভারতে শিক্ষা পর্যটনের উপযোগী পরিবেশ

এদেশে পর্যটনের পক্ষে উপযোগী এমন সব সম্পদ রয়েছে যা শিক্ষা পর্যটনের কাজে লাগতে পারে যেমন, সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক পর্যটন, ইকো বা পরিবেশ পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, চিকিৎসাকেন্দ্রিক পর্যটন

ইত্যাদি। এছাড়াও, বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে ছাত্র-ছাত্রী বা অধ্যাপক বিনিময় কর্মসূচি রয়েছে তার দরুন বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকমণ্ডলী কিছুটা সময় ভারতে কাটাতে পারেন। শিক্ষা পর্যটনের প্রসারে কয়েকটি মূল বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া যেতে পারে। যেমন, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে: শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাষা, পুরাতাত্ত্বিক স্থান, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি। পরিবেশ পর্যটনের মধ্যে থাকবে ৩৫০ ধরনের স্তন্যপায়ী, ৪০৮ ধরনের সরীসৃপ, ১৯৭ ধরনের উভচর, ১২৪৪ ধরনের পাখি, ২৫৪৬ ধরনের মাছ-সহ ৬৫,০০০ প্রাণী প্রজাতি এবং ১৫,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতি সম্বন্ধে চর্চা।[১০] এদেশে ৮০টি জাতীয় উদ্যান এবং ৪৪১টি অভয়ারণ্য রয়েছে, এগুলির মধ্যে কয়েকটি আবার এশিয়ার বৃহত্তম অভয়ারণ্য। এছাড়া ধর্মীয় বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক পর্যটনও হতে পারে যার মধ্যে থাকবে ভারতের বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মোপাসনার ঐতিহ্য সংক্রান্ত চর্চা।

ভারতে শিক্ষা পর্যটনের বাজার

ভারতে বর্তমানে শিক্ষা পর্যটনের বাজার যদিও খুব একটা বড় কিছু নয় তবুও কিছু বিষয় থেকে এটা পরিষ্কার যে এই বাজার ধীরে ধীরে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং 'ওইসিডি এডুকেশন অ্যাট আ গ্ল্যান্স'-এ উল্লিখিত এই বিষয়গুলির ওপর এবার একটু মনোযোগ দেওয়া যাক:

- ২০১৪ সালে ভারতে বিদেশি পর্যটকের আগমনের (ফরেন ট্যুরিস্ট অ্যারাইভাল, এফটিএ) হার বৃদ্ধি ঘটেছে ১০.৬ শতাংশ, যা কিনা বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমনের ৪.৭ শতাংশ হার বৃদ্ধির তুলনায় যথেষ্ট বেশি।
- কোনও একটি দেশে যে ভাষায় কথা বলা হয় বা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় শিক্ষার গন্তব্য হিসাবে দেশ নির্বাচনের সময় সেই ভাষা কিন্তু অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীর কাছে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। যেসব দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজির মতো মোটামুটি (সর্বজনগ্রাহ্য) ও বহুল পঠিত ভাষা ব্যবহার করা হয় লেখাপড়ার জন্য সেই সব দেশেই সাধারণত বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীরা যায়। চরম সংখ্যা ও আপেক্ষিক সংখ্যা, দুয়ের বিচারেই এই হিসাব একদম ঠিক।
- বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বা মুদ্রণ মাধ্যম কিংবা ইন্টারনেট থেকে উচ্চশিক্ষা পাঠ্যক্রমগুলির ক্রম পর্যায় যাচাই করে লেখাপড়ার গন্তব্য নির্বাচনের প্রবণতা বাড়ছে আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।
- লেখাপড়ার খরচও (টিউশন কস্ট) শিক্ষার গন্তব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষার মান যদি খুব উন্নত হয় এবং শিক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি শিক্ষার খাতে ঢালা অর্থ উশুল হয়ে যাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে, তবে লেখাপড়ার খরচ বেশি হলেও সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত পিছিয়ে আসে না।
- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ওইসিডি-ভুক্ত দেশগুলি আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের অস্থায়ী বা স্থায়ী অভিবাসনে উৎসাহ দিতে তাদের অভিবাসন নীতি সরল করেছে (ওইসিডি, ২০০৮)। এই পদক্ষেপের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যেমন আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে তেমনি এই ছাত্র-ছাত্রীরা ওই দেশগুলির কর্মীবাহিনীকেও আরও মজবুত করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিদেশের কোথায় পড়তে যাওয়া হবে সেই স্থান নির্বাচনের প্রশ্নে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে অভিবাসন ও লেখাপড়ার খরচের বিষয়টিও প্রভাব ফেলতে পারে (ওইসিডি, ২০১১)।
- লেখাপড়ার গন্তব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় প্রভাব ফেলে তার মধ্যে রয়েছে: কোনও একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা পাঠ্যক্রমের শিক্ষাগত সুনাম, ডিগ্রির প্রয়োজনে বিদেশে কাটানো সময় অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের নমনীয়তা, বিদেশি ডিগ্রির স্বীকৃতি, নিজ দেশে তৃতীয় বর্গের শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও ঐতিহাসিক যোগাযোগ, ভবিষ্যতে চাকরির সুযোগ, সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং যে প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করেছে সেগুলির মধ্যে 'ক্রেডিট' বিনিময়ে সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাব যে এদেশে শিক্ষার মাধ্যমে ইংরাজি এবং দেশের সমস্ত বড় শহরের মানুষের মধ্যে এই ভাষা বহুল প্রচলিত এবং বহুল পঠিত। ভারতে শিক্ষালাভ করার পর যে সমস্ত ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার বিদেশে কর্মরত রয়েছেন তাদের সংখ্যাই একথা প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতে স্বল্প খরচে, উচ্চ মানের শিক্ষা সম্ভব। এছাড়া ভারতের অভিবাসন নীতিও খুব কঠোর নয়। তাই সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যে তা বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এমনটা নয়। তবে এখানে যে ডিগ্রি দেওয়া হয় তাকে আন্তর্জাতিক মানের বলে মনে করা হয় না। আর সেইসঙ্গে দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অর্জনের প্রতিষ্ঠানের (হোস্ট ইনস্টিটিউশন) মধ্যে 'ক্রেডিট' বিনিময়ের কোনও যুক্তিসংগত অভিন্ন ব্যবস্থাপনাও নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার এই গলদগুলো দূর করে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যদি সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এদেশে যারা আসে এবং এদেশ থেকে যারা বাইরে যায় তাদের সবার কাছে শিক্ষা পর্যটনের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠবে ভারত।❑

[লেখকরা যথাক্রমে জম্মুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও IIMC-র সহকারী অধ্যাপক।
email : kumardivyanshu@gmail.com]

তথ্যসূত্র :

১. http://www.aicte-india.org/downloads/ancient.pdf retrieved on April 9, 2015.

২. ibid.

৩. http://www.nalandauniv.edu.in/abt-history.html retrieved on April 9, 2015.

৪. ibid.

৫. Arunmozhi, T. and Panneerselvam, A. (2013). Types of Tourism in India. International Journal of Current Research and Academic Review, Vol. I, No. 1.

৬. ibid.

৭. ibid.

৮. http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf retrieved on April 11, 2015.

৯. ibid.

১০. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/6703/6/06_chapter%201.pdf retrieved on April 12, 2015.

Annual Report, 2014-2015, Ministry of Tourism, Government of India.

Bodger, D. (1998). Leisure, learning, and travel. Journal of Physical Education. Recreation & Dance, 69(4), 28-31.

Gibson, H. (1998). The educational tourist. Journal of Physical Education. Recreation and Dance, 69(4), 32-34.

Holdnak, A., & Holland, s. (1996) Edutourism : vacationing to learn : Parks and Recreation, 72-75.

UNESCO, 2009, Global Education Digest 2009 : Comparing Education Statistics across the World, UNESCO Institute for Statistics, Montreal.

WBCS ই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়

প্রিলিতে সফল হওয়ার জন্য

- Exam Hall এ কনফিউশন, অপশন গুলিয়ে গেলে চলবে না।
- পরীক্ষার সময় কঠিন প্রশ্ন ছেড়ে সহজ প্রশ্নগুলো সঠিক করলেই কম্পিটিশনে থাকবে।
- পরীক্ষা এমন হবে যেন পরীক্ষার পর থেকে রেজাল্ট বেরোন পর্যন্ত কাট-অফ-মার্কস নিয়ে ভাবতে না হয়।

মেইন এর জন্য

- Hist, Geo -র কনসেপ্টচুয়াল প্রশ্ন তৈরী করো।
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জোর দিলেই ছাঁকা নম্বর পাবে তার রুট ম্যাপ তৈরী করো। এতে একটা গ্রুপে চাকরি পাওয়াটা নিশ্চিত হবে।

WBCS, 2012 - EXC
ROLL NO. 0102855

WBCS, 2011 - REVENUE OFFICER
ROLL NO. 0201935

C/o ডেভিড স্যার

প্রিলি-মেইন-অপশনাল, মেইন -এর ইনডিভিজুয়াল পেপারের জন্য ফোন করে দেখতে পারো।

5 টিচার্স গ্রুপ 9593411432 দমদম-নবদ্বীপ-বর্ধমান (সন্ধ্যায়ও ক্লাস হয়)

পর্যটন উদ্যোগ

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা

যে কোনও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই উদ্ভাবন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা সর্বজনস্বীকৃত। পর্যটনশিল্পে, বিশেষত ভারতে, উদ্ভাবনী উদ্যোগই একমাত্র পারে সকলকে শামিল করতে। পর্যটকদের জন্য সুখময় অভিজ্ঞতা ও এই ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় সুনিশ্চিত করা—এই দ্বৈত শর্তই পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রয়োজন শুধুমাত্র উদ্ভাবন, উদ্যোগ ও দূরদৃষ্টি। আলোচনা করছেন **অধ্যাপক জি অঞ্জনেয়া স্বামী।**

অর্থনীতিবিদ আর নীতি নির্ধারকরা অর্থনৈতিক বিকাশের সূত্র খোঁজার সময় এই বিষয়টায় মানুষের অন্তর্নিহিত তাড়না আর উদ্যোগমূলক চেতনার ওপর জোর দিয়েছেন। সম্পদের জোগান আর সম্ভাব্যতা যেমনই হোক, যতক্ষণ না কোনও উদ্যোগী ওদের সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই হয় না, তাই একজন উদ্যোগীকে পরিবর্তনের বাহক ও অনুঘটক বলাটাই সব দিক থেকে ঠিক হবে। উদ্যোগীরা ওদের দূরদৃষ্টি, ভেতরের তাড়না আর প্রতিভার জন্যই বিখ্যাত, যাঁরা সঠিক সুযোগ বেছে নিয়ে সমাজের ভালোর জন্যে কাজে লাগান। উদ্যোগীরাই সম্পদকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান করে তোলেন। পিটার ড্রাকার-এর উদ্ধৃতি (২০০৯) দিয়ে বলতে গেলে "প্রতিটি আকরিক-ই আর একটি পাথর আর প্রতিটি উদ্ভিদ-ই আর একটি আগাছা যতক্ষণ না কেউ ওদের সঠিক ব্যবহারটা খুঁজে পাচ্ছে।" ওঁরা নিজেদের অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা দেশের বস্তুগত সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটান। জর্জ গিল্ডার যেমন বলেছেন "আমরা সকলেই আমাদের জীবনযাত্রা আর প্রগতির জন্য কোনও বিশেষ পুরুষ/মহিলা-র সৃজনশীলতা আর সাহসের ওপর নির্ভরশীল, যাঁরা ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন বলেই আমাদের সচ্ছলতা আর সমৃদ্ধি বাড়ছে।"

পর্যটনক্ষেত্রে উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক বিকাশ

মায়ার ও বল্ডউইন যেমন বলেছেন "অর্থনৈতিক শর্তগুলো একদিক থেকে উপযুক্ত হলেই তার স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে বিকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না, একটা অনুঘটক বা বাহক লাগে আর তার জন্যই উদ্যোগমূলক সক্রিয়তার দরকার হয়।" এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা যেতে পারে যে শিল্প হিসেবে পর্যটনের উন্মেষ ঘটে গেছে আর এটা সারা পৃথিবীতে একটা বেশ প্রভাবমূলক হারেই বিকাশ লাভ করে চলেছে। কম মূলধনি প্রয়োজনীয়তা আর সহজে গড়ে তোলার মতো সুবিধা থাকায় পরিষেবা শিল্পে পর্যটন তুলনামূলকভাবে ভালো বিকল্প।

তাই পর্যটকদের যে ব্যাপক ধরনের পরিষেবা জোগানোর প্রয়োজন থাকে সেদিক থেকে পর্যটন ক্ষেত্রে উদ্যোগের সুযোগটা অপেক্ষাকৃত বেশি-ই। পর্যটন উদ্যোগ, তাই পর্যটনের গোটা দিগন্ত জুড়েই প্রসারিত সব ধরনের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ আর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোকে নিয়েই এর মধ্যে রয়েছে পরিবহণ, হোটেল ও ক্যাটারিং, ভ্রমণ সংস্থা, ট্যুর অপারেটর, বিনোদন, শিল্পসামগ্রী আর হস্তশিল্প উৎপাদন ও বিপণন, সম্মেলন/অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী, পার্কের এবং অন্যান্য বিনোদনভিত্তিক স্থান প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

পর্যটন উদ্যোগ সংক্রান্ত বর্তমান নথিপত্রের দ্রুত সমীক্ষা যে কোনও উৎসাহী জনকেই নিয়ে যাবে মায়ার ও বল্ডউইন (১৯৫৭), ডেভিড সি ম্যাকক্লেল্যান্ড (১৯৬১), জর্জ গিল্ডার (১৯৮৪), টেড সিলবারবার্গ (১৯৯৫), অ্যালিসন মরিসন (১৯৯৯), বেজবরুয়া (১৯৯৯), হাইডি ড্যাহলস ও কারিন ব্রাস (১৯৯৯), অ্যান্ড্রু টার্নবুল (২০০২), রাসেল ও বিল ফকনার (২০০৪), স্টিফেন বল (২০০৫), মেলোডি বোথা (২০০৬), নাথান কে অস্টিন (২০০৭), পিটার ড্রাকার (২০০৯), রোজলিন স্টিফেন জে পেজ ও জোভো আতেলজেভিচ (২০০৯), অঞ্জন ভুঁইয়া (২০১০), ক্রাউস উইয়ারমেয়ার (২০১০), রাজেন্দ্র পাল (২০১০), ব্রান্ডন কনি (২০১২), আমাটা মাওয়ালো ম্যাথিয়াস (২০১৩), লুগুয়েস সেরাফিন (২০১৩) প্রভৃতি গবেষকের ধ্যানধারণা ও সমীক্ষা সঞ্জাত সন্দর্ভের কাছে, যাঁরা পর্যটন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে উদ্যোগের বিভিন্ন মাত্রা খুঁটিয়ে দেখেছেন। এই সব সমীক্ষায় অধিকাংশই আবার অঞ্চল ভিত্তিক আর অঞ্চল/দেশ ভিত্তিক পর্যটন উদ্যোগে কেন্দ্রীভূত।

পর্যটন সংক্রান্ত উদ্ভাবনী বিষয়—ভারতীয় পর্যটনের ভবিষ্যৎ বিকাশের চাবি

পর্যটন সংক্রান্ত উদ্ভাবনী বিষয়গুলোই যে ভারতীয় পর্যটনের বিকাশের সাফল্য আর তা বজায় রাখার চাবিকাঠি সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে, পর্যটনের ব্যাপকভাবে উচ্চারিত সুফলগুলো জানা সত্ত্বেও, সরকার আর উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলো পর্যটনকে পরবর্তী স্তরে পৌঁছে দিতে যেসব প্রয়াস নিয়েছে, সেগুলো মোটেই সন্তোষজনক নয়। গত কয়েক দশকে পাতে দেওয়ার মতো নতুন পর্যটনকেন্দ্র তেমন গড়ে ওঠেনি। পরিণামে, সড়ক পরিকাঠামোর উন্নতি, পরিবহণের বিকল্প বৃদ্ধি, টেলি-যোগাযোগ সুবিধার বিকাশ আর পর্যটনেচ্ছু মানুষের জীবনযাত্রা আর চাহিদা ছাড়াও, আয় অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় জানা পর্যটন কেন্দ্রগুলোর ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্রের বিকাশের দিকে আগের চেয়ে বেশি নজর দেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। কিছু সম্ভাব্য প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হল যেগুলো ভারতের পর্যটনকে নতুন কক্ষপথে পৌঁছে দিতে পারে।

অতুলনীয়/রহস্যময় কেন্দ্রের চাহিদা সৃষ্টির ব্যবস্থা

পশ্চিমি দুনিয়ায় অন্য ধরনের পর্যটনকেন্দ্র যেগুলো প্রকৃতি কিংবা যুক্তি কোনওটারই ধার ধারে না, যেগুলোকে ভীষণভাবে তুলে ধরা হয়। ভারত কিন্তু এখনও ওই সব রহস্যময় পর্যটনকেন্দ্র খুঁজে বের করে ওদের বাজার তৈরি করতে পারেনি। যেমন, আসাম-এর হাফলং-এর কাছেই জাটিংগা যেখানে পাখিরা দূর-দূরান্ত থেকে প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে আসে, পাহাড়ের নির্দিষ্ট ঢালে ধাক্কা খেয়ে আত্মহনন করে। এটা সত্যিই একটা রহস্য। একই ভাবে, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল জেলার মহানন্দীতে একটা পুকুরে সারাটা বছর জলস্তর থাকে একই মাত্রায়। পুকুরটা দেড় মিটার (৫ ফুট) গভীর। রহস্যটা হল, কেউই জানে না জল ওখানে যায় কী উপায়ে প্রবেশ করে, অথচ জলস্তর থেকে যায় একই মাত্রায় আর সেই জল স্ফটিক স্বচ্ছ। ওই পুকুরের জল এতই পরিষ্কার আর পরিশুদ্ধ যে ওপর থেকে জলের নীচে থাকা পয়সাও স্পষ্ট দেখা যায় আর রহস্যটা সেখানেই আরও বাড়ে বই কমে না।

আর একটা রহস্যময় জায়গা হল রাজস্থানের আলওয়ারের কাছে ভানগড় দুর্গ। যেটা কিনা বিশ্বের সবথেকে ভূতুড়ে জায়গাগুলোর একটা। ১৬১৩ সালে রাজা মাধো সিং ওই দুর্গ তৈরি করেন। বাবা বালুনাথ নামে এক সন্ন্যাসী ওই দুর্গের এলাকায় থাকতেন বলে প্রবাদ আছে। ওঁর আদেশ ছিল ওই দুর্গের এলাকায় কোনও বাড়ি যেন ওঁর বাড়ির চেয়ে উঁচু না হয় আর যদি তেমন কোনও বাড়ি তৈরি করা হয় যে তার ছায়া ওঁর বাড়ির ওপর পড়ে, তাহলে ওই দুর্গ-ই যাবে ধ্বংস হয়ে। ওই দুর্গের কাছে কোনও অস্থায়ী ঘরবাড়ি নজরেই পড়বে না। আশপাশের গ্রামে কোনও পাকা বাড়ি-ই নেই কেননা ওই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা হল বাড়ির ছাদ পাকা হলেই তা ধসে পড়বে! কাউকে ওই দুর্গে রাত কাটাতে দেওয়া হয় না। এমনটাই বলা হয় যে সন্ধ্যার পর ওখানে কেউ থাকলে আর সে ফেরে না!

আরও একটা এমনই জায়গা হল মহারাষ্ট্রের শনি সিগনাপুর। যেখানে গোটা গ্রামের কোনও বাড়িতেই কোনও দরজা নেই। তালার তো কথাই ওঠে না! প্রবাদ আছে ওখানে কেউ যদি কোনওদিন চুরি করে, ভগবান তাকে কঠোর শাস্তি দেন। আজকের সমাজে এটা তো বিশ্বাস করাই শক্ত!

এই সব চিত্তাকর্ষক আর বিচিত্র জায়গাগুলো পর্যটনের প্রেক্ষাপট থেকে বিরাট সম্ভাবনাময়। এই সব সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন উদ্যোগের। পর্যটন সম্ভাব্যতার নকশা, পৌঁছানোর সুযোগ-সুবিধা জোরদার করা, থাকার জায়গা আর পর্যটকদের সুবিধার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই সব জায়গাগুলো যেগুলো আপন আপন অঞ্চলে সুপরিচিত, সেগুলোকে কৌতূহল, ওই জায়গাগুলোর রহস্যময়তা, আর লোকশ্রুতি প্রভৃতিকে একসঙ্গে নিয়ে বড় পরিসরে তুলে ধরতে পারলে সেটাই হবে ওদের অনন্য বিপণন সম্ভাবনা (ইউএসপি), তাই এ ধরনের অ-চিরাচরিত পর্যটনকেন্দ্র-গুলোর দিকে নজর ও গুরুত্ব দিয়ে ওদের জাতীয়/রাজ্য স্তরেই পর্যটননীতিতে শামিল করার সঠিক সময় এটাই।

কম-জানা জায়গাগুলোকে তুলে ধরা

দেশের বিরাট আকার আর অগুন্তি বৈচিত্রের কথা মাথায় রেখে প্রচুর সম্ভাবনাময় জায়গাগুলোকে তুলে ধরা আর জাতীয় পর্যটন মানচিত্রে সঠিকভাবে শামিল করা দরকার। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলায় পুলিকাট লেক ও পাখিরালয় (চেন্নাই থেকে ১৫০ কিমি), কর্ণাটকের মুপ্পানা-র প্রাকৃতিক শোভা ও ক্যাম্প করার দারুণ সুযোগ-সুবিধা, তামিলনাড়ুর থেনি জেলায় মেঘ-সোলাই-এর বিখ্যাত টপ স্লিপ-এর কাছে পারম্বিকুলাম ইকো-ট্যুরিজম স্পট— ট্রেকারদের স্বর্গ, এমনই সব অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল, যারা সত্যিই অতুলনীয় হলেও বিশেষ কিছু পর্যটক ছাড়া আর কারও কাছেই সুবিদিত নয়। একইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-এর কাছে লাম্ভাসিঙ্গি গোটা দাক্ষিণাত্যে একমাত্র জায়গা যেখানে প্রতি বছর তুষারপাত হয় আর তা-ও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এমনই অনেক জায়গা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে যেগুলো নজরে পড়ার অপেক্ষায়।

সহজসাধ্য পর্যটন

উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্র, আরও বিশেষ করে পর্যটনের মতো ক্ষেত্র এখনও যে নানা ধরনের মানুষের, বিশেষত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জীবন কাটানো মানুষের প্রয়োজনটা যে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে আর সম্যক বুঝতে পারে না সেটাই হল দুঃখের। বিভিন্ন দেশ, আর পৃথিবী জুড়ে উৎপাদনশীল নানা ক্ষেত্র যখন 'সকলে মিলে বিকাশ'-এর মন্ত্রটা নিরলসভাবে বাজিয়ে চলেছে সব সময়, সেখানে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের জন্য ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে পর্যটনক্ষেত্র যেন অনেকটাই পিছিয়ে। মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন আকর্ষণীয় জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, খোঁজা আর প্রকৃতির অপার বৈচিত্রের অভিজ্ঞতা লাভের সাধ হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের এই সব চাহিদার দিকে যেকোনও লক্ষই দেওয়া হয় না তা খুবই নিরাশাজনক। এদের মোট সংখ্যাটা সারা পৃথিবীতে ৬০ কোটিরও বেশি। সমানাধিকার আর সামাজিক ন্যায়ের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়, এই বাজারের আকারটাও কিন্তু 'প্রোডাক্ট ডিজাইন' আর উন্নয়নের দিক থেকে নতুন বিনিয়োগের জন্য বিরাট সুযোগ সৃষ্টির অনুকূল। ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক ফর অ্যাকসেসিবল ট্যুরিজম (ইএনএটি)-এর বক্তব্য অনুসারে অ্যাকসেসিবল বা সহজসাধ্য পর্যটনের মধ্যে রয়েছে বাধামুক্তভাবে গন্তব্যে পৌঁছানো। ঝঞ্ঝাট-বিহীন পরিবহণ ব্যবস্থা, উচ্চমানের পরিষেবা, পর্যটনসংক্রান্ত ঘোরাফেরা আর দেখায় যোগ দেওয়ার সুবিধা, বুকিং ব্যবস্থা আর অন্যান্য পরিষেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত কাজ সহজে সামলানো প্রভৃতি পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি বা ওই সংক্রান্ত সংশোধন ইত্যাদি। ইন্টারনেট-এর সুবিধার দরুন অনলাইনে ভ্রমণ পরিকল্পনা আর বুকিং এখন সব ধরনের পর্যটকের কাছেই সহজ হয়ে গেছে। তবে বিভিন্ন ভ্রমণ টার্মিনাল আর গন্তব্যস্থলের সুযোগ-সুবিধার আরও অনেক উন্নতি হওয়াটা দরকার।

দরিদ্র-অনুকূল পর্যটন

নানা জায়গায় ঘোরা, মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হওয়া কিংবা নানা ধরনের রান্নার স্বাদ নেওয়ার মতো ব্যাপার-স্যাপার হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আর এগুলো আর্থিক অবস্থা, বসবাসের

এলাকা, লিঙ্গ বা বয়সের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয়।

যাইহোক, ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক, ভারতীয় পর্যটন বিগত বছরগুলোতে নিজের লক্ষ্যটাকে শহুরে সম্পন্ন আর উচ্চশ্রেণির দিকেই কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছে। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, অচিরেই একে উচ্চশ্রেণির পর্যটন, উচ্চশ্রেণির দ্বারা আর উচ্চশ্রেণির জন্য বলে অভিহিত করা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

পরিবহণ, থাকার জায়গা আর অন্যান্য পরিষেবার দিক থেকে পর্যটন পরিকাঠামোর বিরাট উন্নতি হলেও গ্রামের আর আধা-শহুরে এলাকার মানুষজন এদেশে এখনও পর্যটন অভিজ্ঞতার বাইরেই রয়ে গেছে। উৎপাদনক্ষেত্রের যে কোনও পণ্য যদি একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামেও সহজে পৌঁছে যেতে পারে, তাহলে পণ্য হিসেবে পর্যটনকে কেন সকলকে শামিল করার মতো করে পেশ করা যাবে না, সেটাই বিস্ময়ের কথা! সি কে প্রহ্লাদ-এর সেই বিখ্যাত চিন্তাধারা, "সৌভাগ্য রয়ে গেছে পিরামিড-এর এক্কেবারে নীচে!" গ্রামাঞ্চলের অনাবিষ্কৃত বাজার সম্পর্কে সবথেকে সুপ্রযুক্ত। তাই গ্রামাঞ্চলের বিরাট বাজারকে ধরে ফেলার এটাই হল উপযুক্ত সময়। এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে সেগুলো হল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ব্যয়সাধ্য খরচে পর্যটন সংক্রান্ত পণ্যের জোগান, গ্রামের মানুষকে শামিল করার আর ওদের টেনে নেওয়ার জন্য উষ্ণ অভ্যর্থনামূলক আচরণ প্রভৃতি। কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থকেন্দ্র ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বিরাট বাজারটা পর্যটনের আওতায় বাইরেই রয়ে গেছে প্রায়।

স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ

কোনও বড় ট্যুর অপারেটর/ভ্রমণ পোর্টাল-এর পর্যটন প্যাকেজ-এর তালিকায় স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত কোনও কিছু যে থাকে না এটা পরম আশ্চর্যের বিষয়। এখন যে কেউ জানে যে প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছোটখাট শিক্ষামূলক ভ্রমণ/শিক্ষাসংক্রান্ত ভ্রমণ/শিল্পকেন্দ্র দর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে থাকে। এই বাজারটার সাধারণত পর্যটনশিল্পের ছোটখাট খেলোয়াড়দেরই দেখা যায়, প্রধানত অসংগঠিত ক্ষেত্রের আর বেশ অপেশাদারভাবে গোটা ব্যাপারটা সামলানো হয়, প্রায়শ ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা আর নিরাপত্তার দিকটা উপেক্ষা করেই।

এক্ষেত্রে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় সেটা হল হায়দরাবাদের ২৪ জন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের প্রাণ হারানোর সেই শোচনীয় দুর্ঘটনা বিপাশা নদীতে লারজি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ছাড়া জলে যেখানে হঠাৎ জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় ওই ছাত্র-ছাত্রীরা নদীতে ভেসে যায়। প্রতারণা আর শোষণের মতো ঘটনাও এই সব ক্ষেত্রে বিরল নয় মোটেই। যে সব শিক্ষক ছাত্র-প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে সব কিছু ঠিক করেন, তাঁদের অনেকেরই সেই পেশাদারি দক্ষতা না থাকায় খরচটা যাতে অনাবশ্যক না হয় সেইমতো নিখুঁত ভ্রমণসূচি তৈরি করা আর আপৎকালীন ক্ষেত্রের মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনার সংস্থান রাখা সম্ভব হয় না। ফলে প্রায়শই বাসস্ট্যান্ড কিংবা রেল স্টেশনে হোঁচট-খাওয়া ভ্রমণসূচির জন্য আটকে পড়া দলবদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লান্ত আর বিষণ্ণ মুখের সারি চোখে পড়াটা একটুও অবাক করে না।

মানুষের তৈরি পর্যটন সম্পদকে তুলে ধরা

এদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ তটরেখা সত্ত্বেও বেলাভূমি পর্যটন নিয়ে তেমন কিছু শোনা যায় না। পশ্চিম উপকূলের গোয়া আর পূর্ব উপকূলের পুরী ছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তেমন বেলাভূমিই বা কোথায়! অবশ্য, যথেষ্ট সুন্দর বেশ কিছু সৈকতও আছে, তবে তা নেহাতই স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে পর্যটন চাহিদা মেটায়। জলক্রীড়া বা ওয়াটার স্পোর্টস হল আর একটি বিষয় যেটা মূলত অবহেলিত।

থিম/অ্যামিউজমেন্ট পার্ক

থিম ও অ্যামিউজমেন্ট পার্ক হল পর্যটকদের জন্য তৈরি করা আকর্ষণীয় স্থল। যদিও এক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজনীয়তাটা অনেক বেশি। তবে এগুলো সব বয়স আর সব ধরনের পর্যটকদের কাছে টানে। কিন্তু এখন যে হারে সবকিছু চলছে তাতে ডিজনিল্যান্ডের কাছাকাছি মানের, তবে ঠিক ওই রকম না হলেও প্রায় ওই ধরনের, থিম পার্ক তৈরি করতে যে আরও কতদিন লাগবে সেটা কারওর পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সাল স্টুডিও তার হলিউডের খ্যাতি আর অভিজ্ঞতার ফসল তুলছে ঠিকই কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে একই রকম খ্যাতি আর বিস্তৃতি সত্ত্বেও মুম্বই অর্থাৎ বলিউডের স্টুডিওগুলো, চেন্নাই কিংবা হায়দরাবাদ সেই দিকে তেমন কিছু করতে পারেনি। অথচ এ ব্যাপারে যেকোনও প্রয়াসই চলচ্চিত্রমোদী জনসাধারণের কাছে 'হিট' হয়ে যাবে। হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটি অবশ্য এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। মুম্বই আর চেন্নাইও ওদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আর ফিল্ম স্টুডিওকে ওইভাবে কাজে লাগাতে পারে।

কাজ করার সময়

পর্যটনের দিক থেকে ওই সব উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক সুযোগ বিরাট সম্ভাবনাময়। এই সব সম্পদের সদ্ব্যবহার উদ্যোগী মানসিকতা আর সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে, যা পর্যটককে দু বাহু ছড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে একেবারে ভারতীয় সুপ্রাচীন ঐতিহ্য 'অতিথি দেব ভব'-র কায়দায়। তবে পর্যটন সংক্রান্ত পণ্য পরিকল্পনা, যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য জোরদার করা, থাকার জায়গা ও অন্যান্য পর্যটক অনুকূল সুবিধা আরও উন্নত করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি জায়গারই নিজস্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর বিপণন সম্ভব। অনন্য বিপণন যোগ্যতা ইউএসপি-টা চিহ্নিত করাটা হল একটা আর্ট, আর এটা উদ্যোক্তার স্বকীয়তার পরিচয় দেয়। তাই প্রথা-বহির্ভূত পর্যটনে জোর দেওয়াটার এটাই উপযুক্ত সময় আর সেই ব্যবস্থাও নিতে হবে যাতে এগুলো জাতীয় ও রাজ্য পর্যটন নীতির অন্তর্ভুক্ত হয় উন্নয়ন ও বিপণন বর্ধনের লক্ষ্যে।❑

[লেখক অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ট্যুরিজম স্টাডিজ, স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, পণ্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়।
email : anjaneyag@yahoo.com
anjaneya.dts@pondiuni.edu.in]

ভারতে পরিবেশ পর্যটন

ভিতরকণিকা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের নিদর্শন

পরিবেশ সহায়ক পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজম, পর্যটনের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পাশাপাশি এর মাধ্যমে স্থানীয় মানুষজনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। ওড়িশার ভিতরকণিকা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যকে কেন্দ্রে রেখে ভারতে পরিবেশ পর্যটনের অবস্থা, এর খামতি, উত্তরণের দিশা ও সম্ভাবনার বিশদ বিবরণ **মধুমিতা দাস** ও **বাণী চট্টোপাধ্যায়**-*এর লেখা এই নিবন্ধে।*

বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হল পর্যটন। এর সুবাদে বহু দেশের জাতীয় আয় বেড়েছে। তবে সমালোচকরা বলেন, পর্যটনের উন্নয়ন আত্ম-ধ্বংসাত্মক। দীর্ঘমেয়াদে এটা পরিবেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পর্যটকের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, জীবন ও পরিবেশের গুণগত মান ততই সংকুচিত হতে থাকে। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ, শব্দের প্রাবল্য ক্রমশ বেড়ে চলা, বায়ু ও জলদূষণ, জীববৈচিত্রের ক্ষতি, জলাভূমি নষ্ট, প্রবালস্তর ধ্বংস—এমন হাজারো পরিবেশগত সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্যই 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার' ১৯৯২ সালে সংরক্ষিত এলাকাগুলির ক্ষেত্রে বিপদের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিল, তাতে পর্যটনকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়। এই নেতিবাচকতার কারণে অনেক লেখকও পর্যটনশিল্পের বিকাশ খুব সতর্কতার সঙ্গে, সুস্থিতভাবে হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন।

'রিও + ২০'-র 'দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট' শীর্ষক ঘোষণাপত্রেও পর্যটনের এই ক্ষতিকর দিক কাটিয়ে ওঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সুস্থিত পর্যটন বলতে কী বোঝায়, রাষ্ট্রসংঘ তার একটা সংজ্ঞা দিয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে পর্যটনের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের ওপর নজর রাখার পাশাপাশি পর্যটকদের চাহিদা, পর্যটনশিল্প, পরিবেশ এবং আতিথ্যদানকারী গোষ্ঠীগুলির প্রয়োজন মেটানো হয়, তাকে সুস্থিত পর্যটন বলে। এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুনিশ্চিত করে, আর্থ-সামাজিক সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং গোষ্ঠীগুলির কাছে সামাজিক পরিষেবা পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং দারিদ্র দূরীকরণ—দ্বিমুখী উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

পরিবেশ সহায়ক পর্যটন, সুস্থিত পর্যটনের একটি অঙ্গ হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। আটের দশকের গোড়ায় হেক্টর সেবালোস ল্যাসকুরেইন প্রথম এর আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দেন। তিনি বলেন, 'পরিবেশ পর্যটন বলতে বোঝায়, পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে অপেক্ষাকৃত অচেনা জায়গায় ভ্রমণ, সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ উপভোগ ও সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা।' ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে মন্ট্রিয়েলে আয়োজিত প্রথম বিশ্ব সংরক্ষণ কংগ্রেস-এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (বর্তমানে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন) আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংজ্ঞা গ্রহণ করে।

আজ পরিবেশ পর্যটনের দ্রুততম বিকাশশীল বাজার একে বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত করেছে। ২০০৪ সালে স্টার্মার স্মিথের করা সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রথাগত পর্যটকদের তুলনায় পরিবেশ সহায়ক পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তিনগুণ বেশি হারে। এই সমীক্ষাতেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, ২০২৪ সাল নাগাদ, পরিবেশ পর্যটন, আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারের ৫ শতাংশ দখল করে নেবে। পর্যটকরা ক্রমশই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন। ২০১২ সালে 'ব্লু অ্যান্ড গ্রিন টুমরো'-র করা সমীক্ষায় ৪৭ শতাংশ পর্যটকই জানিয়েছেন, তাঁরা পরিবেশ সহায়ক পর্যটনে উৎসাহী। ভারতের ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যানে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ সময়কালে পর্যটকের সংখ্যা ৩৭,০৮০ থেকে বেড়ে ৪৬,৯১৭-য় পৌঁছেছে। বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বার্ষিক ৬.৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। পরিবেশ পর্যটনের বিকাশ হচ্ছে বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক বিকাশ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশ পর্যটন এক আদর্শ শিল্প। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ বিকাশশীল দেশগুলিতে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়ছে।

ভারতে পরিবেশ পর্যটন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর ভারতবর্ষ। ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন, 'সারা বিশ্বের মধ্যে যে দেশটিতে প্রকৃতি তার সম্পদ, শক্তি ও সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছে, পৃথিবীতে স্বর্গ

নেমে এসেছে যে দেশে—তা হল ভারতবর্ষ।' ১৯৯৮ সালে পরিবেশ পর্যটন সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকার ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক, সব রাজ্য সরকারগুলিকে সংরক্ষিত এলাকাগুলির জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলে। এছাড়া দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যটন থেকে প্রাপ্ত আয়কে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে এবং সংরক্ষিত এলাকাগুলির পরিচালনায় ব্যয় করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারতে মোট ৬৬১টি সংরক্ষিত এলাকা আছে। এর মধ্যে ১০০টি জাতীয় উদ্যান, ৫১৪টি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য, ৪৩টি সংরক্ষিত অঞ্চল এবং ৪টি গোষ্ঠী এলাকা। এদের সম্মিলিত আয়তন দেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ৫ শতাংশ।

ভারতের পরিবেশ পর্যটন নীতিতে জীবিকা ও সংরক্ষণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ যেভাবে ধ্বংস করা হচ্ছিল তা বন্ধ করে এই নীতিতে স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের পর্যটন পরিসরের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ায় তারাও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে গর্ববোধ করে এবং এগুলির সংরক্ষণে প্রয়াসী হয়। এক্ষেত্রে কেরালার পেরিয়ার ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরিবেশ পর্যটনের সুবাদে এখানে বিভিন্ন পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। র‍্যাফটিং, ট্রেকিং, ঘোড়ায় চড়া, নেচার ক্যাম্প প্রভৃতি কাজকর্ম চলায় স্থানীয় অধিবাসীরা বিকল্প জীবিকার সুযোগ পাচ্ছেন। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৫৫৪০টি পরিবারের প্রায় ৪০ হাজার সদস্য উপকৃত হয়েছেন। বিকল্প জীবিকার সুযোগ, চোরাশিকারি ও চোরাচালানকারীদের পালটে দিয়ে তাদের অরণ্যের সংরক্ষকে পরিণত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনেও পরিবেশ পর্যটন, স্থানীয় মানুষজনের সামনে উপার্জনের রাস্তা খুলে দিয়েছে। গুহ ও ঘোষের সমীক্ষায় (২০০৭) দেখা গেছে, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় মানুষজন খাদ্যদ্রব্যে ১৯ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩৮ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয় করতে সক্ষম। এই অতিরিক্ত ব্যয় অন্যান্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকেও উৎসাহিত করছে, যার জেরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সার্বিক বিকাশ ঘটছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ পর্যটন, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানবাধিকারের বিকাশেও সহায়ক হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সচেতনতা, শিক্ষা প্রভৃতি পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলছে। সুন্দরবন প্রকল্পে পরিবেশ পর্যটন থেকে উপার্জিত আয়ের একটা অংশ শিশুদের শিক্ষায় খরচ করা হয়। হিমালয় জাতীয় উদ্যান, ভারতে পরিবেশ পর্যটনের আরেকটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানকার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটিগুলি পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি দারিদ্র দূরীকরণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, প্রত্যন্ত গ্রামে যোগাযোগ স্থাপন, জীবিকার সঙ্গে সংরক্ষণের সমন্বয়-সাধনের মতো কাজও করে থাকে। দরিদ্র পরিবারের যে মহিলারা সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁদের নিয়ে মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি এখন নিজেদের সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে নানাভাবে উপার্জন করছে। সমাজের দুর্বলতম অংশের এই ক্ষমতায়ন স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও মজবুত করে তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে। তাঁদের অরণ্য-নির্ভরতা কমায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণের কাজে গতি এসেছে।

তবে অনেক পরিবেশ সহায়ক পর্যটন প্রকল্পের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি ও উদ্দেশ্য না মেনে চলার অভিযোগও রয়েছে। জীবিকার সঙ্গে সংরক্ষণের মেলবন্ধন ঘটানোর মূল নীতিকে অগ্রাহ্য করার অভিযোগ উঠেছে বহু ক্ষেত্রে। অনেক জায়গায় বন্দুক আর রক্ষীর জোরে স্থানীয় মানুষজনকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এতে সংরক্ষিত এলাকার সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের দূরত্ব ও দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে যায়। যেমন ধরুন, রাজস্থানের কেওলাদেও জাতীয় উদ্যানের পরিবেশ পর্যটন প্রকল্পে সামান্য কয়েকজন জাঠ পুরুষের কর্মসংস্থান হয়। সেজন্য গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের সহযোগিতা এই প্রকল্প পায়নি। জাতীয় উদ্যানের জন্য উচ্ছেদ, সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা, জমির স্বত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা, বন্যপ্রাণীদের আক্রমণে শস্যহানি ও গবাদিপশুর মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। বিশ্ব ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের তালিকায় থাকা হিমালয়ের নন্দাদেবী সংরক্ষিত অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর হামলায় পরিবারপিছু বার্ষিক গড় ক্ষতির পরিমাণ খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ১২৮৫ টাকা, ফল চাষের ক্ষেত্রে ১১৯৫ টাকা এবং মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে ১৫৬ টাকা। এছাড়া চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বুনো ঔষধি বিপণনে নিষেধাজ্ঞার জন্য ১৫৮৭ টাকা এবং কোর এরিয়ায় পর্যটনে নিষেধাজ্ঞার কারণে ৭৯০৪ টাকার ক্ষতিও তাদের সইতে হচ্ছে। বন্যপ্রাণীর আক্রমণে গবাদিপশুর মৃত্যু হলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ দেয় বটে, কিন্তু তা বাজারমূল্যের মাত্র ৫ শতাংশ বলে স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ। গাছ লাগানোর যে মজুরি দেওয়া হয় তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট নন। সব মিলিয়ে এই সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রতি স্থানীয় মানুষের মনোভাব বেশ প্রতিকূল।

ওড়িশার ভিতরকণিকা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ প্রকল্পের উদাহরণ

বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, নোনা জলের কুমির সংরক্ষণের জন্য ভিতরকণিকা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য বিখ্যাত। এটি পূর্ব ভারতের ওড়িশার কেন্দাপাড়া জেলায় অবস্থিত। এখানে বিশ্বের দীর্ঘতম ২৩ ফুট লম্বা কুমিরের সন্ধান মেলায় ২০০৮ সালে এর নাম গিনেস বুকে ওঠে। ভিতরকণিকা অভয়ারণ্যের কোর এরিয়া গড়ে উঠেছিল ১৯৭৫ সালে। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে একে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই অভয়ারণ্য ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র। এর মধ্যে ব্রাহ্মণী, বৈতরণী ও ধর্ম নদীর ব-দ্বীপে

সারণি-১
পর্যটকের সংখ্যা এবং আয়ের পরিমাণ

বছর	পর্যটকের সংখ্যা			আয়ের পরিমাণ
	ভারতীয়	বিদেশি	মোট	(টাকায়)
২০০৮-০৯	৩৬,৭৯২	২৮৮	৩৭,০৮০	১২,৬৩,৪৭৯
২০০৯-১০	৪৫,১৭৮	২৪৯	৪৫,৪২৭	১১,১৯,৬৯৬
২০১০-১১	৪৮,৯৭২	৩০০	৪৯,২৭২	১৫,৮৬,৩৮৩
২০১১-১২	৩৯,২৯৫	২৭৫	৩৯,৫৭০	১৩,৮৬,৮৬৮
২০১২-১৩	৪৬,৭১৪	২০৩	৪৬,৯১৭	১৫,৪৮,৯৮৯

সারণি-২
পরিবেশ পর্যটনে অংশগ্রহণকারীদের সামনে কাজের সুযোগ

উদ্যানের ভেতরে	উদ্যানের বাইরে
● উদ্যানের কাজ থেকে মজুরি। (রক্ষী, শ্রমিক, দ্বাররক্ষক, নৌকাচালক।)	● থাকার লজ, রেস্তোরাঁ, পরিবহণ ব্যবসা।
● স্মারক সামগ্রীর দোকান, ক্যান্টিন, ইকো লজ।	● লজে কাজ করে মজুরি, রেস্তোরাঁয় কাজ করে মজুরি, পরিবহণ ব্যবসায় কাজ করে মজুরি।
● ইকো গাইড।	● নার্সারি উন্নয়ন কাজে যুক্ত থেকে মজুরি।
● উদ্যানের বিভিন্ন নির্মাণকাজে অস্থায়ী কর্মী।	● পার্কিং-এর কাজ করে মজুরি।

৬৭২ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ অরণ্য আছে।

ওড়িশার ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ডিভিশনের তথ্য বলছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই জাতীয় উদ্যানে সাম্প্রতিককালে পর্যটনের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে।

পর্যটকের সংখ্যা বাড়ায় স্থানীয় মানুষের কাজ ও আয়ের সুযোগ বেড়েছে। স্থানীয় মানুষজনকে পরিবেশ পর্যটনের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ওপর তাঁদের নির্ভরতা কমবে, তেমনি জীবিকার তাগিদে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে ব্রতী হবেন। বনবিভাগের উৎসাহে গ্রামবাসীরা বেশ কিছু পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছেন। সম্প্রতি ভিতরকণিকা পরিবেশ পর্যটন ও পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। গ্রামবাসী, বনদপ্তরের আধিকারিক এবং কিছু পরিবেশ কর্মী এর সদস্য হিসাবে রয়েছেন। এখানে স্থানীয় মানুষজনকে নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা পরিবেশ পর্যটনের কোনও স্তরে যুক্ত হতে পারেন।

পরিবেশ পর্যটন শুরু হওয়ার ফলে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় রাজানগর থেকে জাতীয় উদ্যান পর্যন্ত তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা। পরিকাঠামোর উন্নয়ন হওয়ায় পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে, স্থানীয় মানুষজনও তাঁদের এলাকার সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে আরও গর্বিত হচ্ছেন। পর্যটকদের সঙ্গে কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানে গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে, বাড়ছে অভিজ্ঞতা। গ্রামের মহিলারা চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসছেন। গড়ে উঠছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। ছোট ব্যবসা চালাবার পক্ষে এখনও ততটা দক্ষ না হয়ে উঠলেও এর মাধ্যমে পারস্পরিক বন্ধন ও নির্ভরশীলতা জোরদার হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে উন্নতির লক্ষণ চোখে পড়ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায় সরকারি ১০৮টি অ্যাম্বুলেন্স দ্রুত রোগীর কাছে পৌঁছে যেতে পারছে। পাকা রাস্তা হওয়ায় এখন গ্রামের কচিকাঁচারা এমনকী বর্ষাকালেও স্কুল যেতে পারে। তবে জাতীয় উদ্যান থেকে দূরে থাকা গ্রামগুলিতে উন্নয়নের কাজ এখনও বহু বাকি।

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ফলে এখানে এখন জ্বালানি কাঠ, ম্যানগ্রোভ পাতা, মধু প্রভৃতি আহরণের প্রবণতা কমেছে, বেড়েছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। বিপন্ন প্রজাতির কুমিরের সংখ্যা ২০০২-০৩ সালে ছিল ১৩০৮। ২০০৯-১০ সালের বন্যপ্রাণ গণনায় দেখা গেছে, এই সংখ্যা বেড়ে ১৬১০ হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন, এখন চিতল, বুনো ভল্লুক প্রভৃতি প্রাণীরও দেখা মেলে, যা গত এক দশকে দেখা যায়নি, জ্বালানি কাঠ আহরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় গাছের সংখ্যা ও অরণ্যের পরিসরও বেড়েছে। স্থানীয় মানুষের মধ্যে পরিবেশ পর্যটন নিয়ে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে উঠেছে।

পরিবেশ পর্যটন স্থানীয় মানুষের উপার্জন বাড়িয়েছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা বললে দেখা যাবে, এই উপার্জনের বেশিরভাগই মজুরি। দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে নৌকা চালানো, তৃতীয় সারিতে রেস্তোরাঁ ও খাবার দোকান। অভয়ারণ্যের মধ্যে কয়েকটি হোটেল থাকলেও স্থানীয় মানুষেরা এর মালিক নন। হাতে গোনা কয়েকজন এই উদ্যানে গাইডের কাজ করেন। গ্রামবাসীদের কাছে শিক্ষার আলো না পৌঁছনোয় সিংহভাগই শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরিবেশ পর্যটনের কাজে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার অনেক কম। এখানে সবথেকে বেশি লাভ করেন ট্যুর অপারেটররা। এরপরে রয়েছেন হোটেল-মালিক, রেস্তোরাঁ-মালিক ও নৌকা-মালিকরা। শ্রমিকদের অধিকাংশই চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত। তাঁদের বাজারদরের থেকে কম মজুরি দেওয়া হয়। এজন্য তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও ঘটে না। তাই

এখনও তাঁদের বনভূমি থেকে জ্বালানি কাঠ, মধু, পশুখাদ্য আহরণের ওপর নির্ভর করতে হয়। নদী থেকে মাছ ধরা ও চিংড়ি চাষের চেষ্টা চালাতে হয়। কিন্তু পরিষেবা পর্যটনের সঙ্গে সঠিকভাবে যুক্ত হতে পারলে তাঁদের আয়ে স্থিরতা আসবে, তাঁরা পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে পারবেন। পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গাইডরা। অনেক ক্ষেত্রে নৌকা-মালিকদের একচেটিয়া আধিপত্যের শিকারও হতে হচ্ছে তাঁদের। আবার অধিকাংশ গাইড ততটা দক্ষ না হওয়ায় পর্যটকরাও এজন্য অতিরিক্ত খরচ করতে চাইছেন না। সব থেকে বড় সমস্যা হল, এখানে পর্যটনের মরশুম মাত্র চার মাস, অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি। এইটুকু সময়ের আয় থেকে সারা বছর চালানো স্থানীয় মানুষের পক্ষে কঠিন। স্থানীয় স্তরে ব্যবসা গড়ে না ওঠায় এবং বাইরে থেকে দ্রব্য ও পরিষেবার আমদানি চলতে থাকায় পরিবেশ পর্যটনের পরোক্ষ সুফল থেকেও গ্রামবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে বেশ কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে। তাঁরা মনে করেন, সরকার মানুষের জীবনের থেকেও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। উপযুক্ত মানবসম্পদের অভাবে এবং বনবিভাগের আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় গোষ্ঠী অংশগ্রহণও ব্যাহত হচ্ছে।

তাই ভিতরকণিকায় পরিবেশ পর্যটনের সাফল্যের জন্য প্রধান তিনটি পক্ষ—সম্পদ, গোষ্ঠী ও পর্যটকদের নিয়ে একটি সুচারু পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। স্থানীয় মানুষজন ও পর্যটকদের মধ্যে এ সংক্রান্ত সচেতনতা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। একবার তাঁদের প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বুঝতে পারলে স্থানীয় অধিবাসীরা এর সংরক্ষণের কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। বন্দুক ও রক্ষী দিয়ে ভয় দেখানোর বদলে তাঁদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি রোধে এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে যথাযথ নজরদারী, মূল্যায়ন এবং পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।

উপসংহার

রূপায়ণে বিভিন্ন ত্রুটি থাকলেও পরিবেশ পর্যটনকে ঘিরে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সঙ্গে মানবজীবনের উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে পরিবেশ পর্যটন যে চমকপ্রদ সাফল্য পাবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ❑

[লেখকরা খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-তে যথাক্রমে গবেষক ও অধ্যাপক।
Email : madhumita.das@hss.iitkgp.ernet.in
bani@hss.iitkgp.ernet.in]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন আবার

WBCS-2012 Gr-C ও D-এর রেজাল্ট প্রকাশিত হল

সাফল্যে নাম্বার ওয়ান

একটি মাত্র সেন্টার থেকে ১৪০ জনেরও বেশি প্রার্থী সফল

Koushik Samanta
Jt. BDO **(Rank-2)**

Joysurya Chakraborty
Jt. BDO **(Rank-4)**

Bidisha Banerjee
Jt. BDO

Debabrata Konar
Jt. BDO

Md. Abu Toyed Mondal
Jt. BDO

Md. Moidul Islam
Jt. BDO

Tuhin Barua
Jt. BDO

Souvik Sarkar
ACTO

Joydeep G. Chowdhury
ACTO

Anjan Nandi
ACTO

Sukanta Saha
ACTO

Arijit Sadhukhan
ACTO

Anshuman Baidya
ACTO

Shibendu Mondal
ACTO

Safin Bin Rahaman
ACRO

Madhab Ch. Das
RO

Sanjay Chakraborty
RO

Soma Senapati
RO

Jaydip Karmakar
RO

Sanjay Show
RO

Mayukh Chakraborty
RO

Anirban Majumdar
RO

Rohed Shaikh
RO

Chandrani Gupta
RO

Arnab Paul
RO

Subhendu Das
RO

Biswajit Satpathi
RO

Chandan Das
RO

Samrat Chatterjee
RO

Amitabha Sarkar
RO

Aloke Kr. Adhikary
RO

Suman Howlader
RO

Apurba Lal Biswas
RO

Utpal Malakar
RO

Partha S. Mondal
RO

Md. Habibur Rahaman
RO

Md. Mafidul Islam
CDPO

Sujoy Das
CDPO

Md. Modassar Nazar
CDPO

Mithun Sarkar
CDPO

Anirban Palit
CDPO

Hasanur Mondal
CDPO

Mahananda Bhakta
CDPO

Arindam Mondal
CDPO

Ashim Sarkar
CDPO

Success Record in WBCS-2012

Groups	Academicians	% of PSC's total Selection
Gr.-A	38	29%
Gr.-B	05	18%
Gr.-C	75	19%
Gr.-D	22	27%
Total	140	22%

আমাদের সাফল্যের হার ৯০%। আমরা খুশি, কিন্তু তৃপ্ত নই। আমরা চাই সাফল্যের পূর্ণতা, পূর্ণতার আনন্দ।

Koushik Basu
CI

Debleena Bose
CI

Kajal Banerjee
CI

Anirban Kar
CI

Arijit Ganguly
CI

Arunava Patra
CI

Avijit Biswas
CI

Amit Gain
CI

Chiranjit Mondal
CI

Nirmal Kr. Sarkar
CI

Debashis Paul
CI

Amalesh Biswas
CI

Pabitra Barman
CI

WBCS MAINS-2015

এবার শুরু বাছাই পর্ব

প্রিলি যদি হয় ছাঁটাই পর্ব তবে মেনস হল বাছাই পর্বের প্রধানতম ধাপ। লক্ষাধিক থেকে প্রতিযোগী সংখ্যা সাড়ে তিন-চার হাজারে এসে ঠেকেছে। এবার লড়াই হাড্ডা-হাড্ডি, যুদ্ধক্ষেত্রে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়ার কোন উপায় নেই। মেনসের সিলেবাসে থাকছে MCQ এবং ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নের তেলে-জলে সংমিশ্রণ। গভীরতা ও ব্যাপ্তি—দুয়ের যৌথ পন্থায় নিতে হবে প্রস্তুতি। ভাষাপত্র এবং অপশনালের ক্ষেত্রে পড়াশোনা করতে হবে নির্দিষ্ট সিলেবাসকেন্দ্রিক। ফলে সিলেবাস বেশি হোক বা কম—অন্তত প্রিলির মতো সিলেবাসহীন অনন্ত সাগরে হাবুডুবু খেতে হবে না। মেনসের উত্তর দেওয়ার জন্য বিষয়ের ওপর বোঝাপড়া এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা নিতান্তই জরুরি। নিজস্ব লিখনী শৈলীর সাথে মৌলিকত্বের সঠিক মিশেলের প্রতিফলন ঘটাতে হবে উত্তরপত্রের ছত্রে ছত্রে। তবেই আর পাঁচটা কপির ভিড়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নজর কাড়বে তোমার উত্তরপত্রটি। বাকি পরীক্ষাগুলি MCQ হলেও প্রিলির মতো রক্ষণশীলভাবে উত্তর করলে চলবে না। কারণ প্রিলির নম্বর ক্যারি ফরোয়ার্ড হয় না, শুধুমাত্র মেনসে বসার ছাড়পত্র দেয়। কিন্তু মেনসে পাওয়া নম্বরের জের টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্টারভিউয়ে। সুতরাং মেনসের পত্রগুলিতে সর্বাধিক নম্বর তুলে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ২০১৪ সাল থেকে বলবৎ নতুন সিলেবাসে মেনসের গুরুত্ব কমে গেছে বহুলাংশে, কমে গেছে ইন্টারভিউ মার্কসের শতকরা হার। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের মার্কসের হার ১৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১১ শতাংশ। 'সি' গ্রুপের ক্ষেত্রে ঐ হার ২২ শতাংশ থেকে হয়েছে ১১ শতাংশ এবং 'ডি' গ্রুপের ক্ষেত্রে তা ১২.৫ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭.৭ শতাংশ। তুল্যমূল্য বিচারে এবার থেকে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মেনসই শেষ কথা বলবে। নিজের চাকরিকে ৯০ শতাংশ সুনিশ্চিত করে নিতে এখনই শুরু করা চাই মেনসের প্রস্তুতি। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০০ শতাংশ নির্ভরযোগ্য 'Inclusive Mains Batch' শুরু হচ্ছে শীঘ্রই। মেনস গাইডেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্লাশরুম গাইডেন্সের সাথে সাথে পাওয়া যাবে প্রতিটি বিষয়ের ওপর ১০০ শতাংশ কমনযোগ্য ডব্লুবিসিএস অফিসারদের দ্বারা সম্পাদিত ব্রান্ড নিউ স্টাডি ম্যাট। সঙ্গে **থাকছে ১০৫টিরও বেশি মকটেস্ট,** যা আপনার পারফরমেন্সকে আরও শাণিত, ক্ষুরধার এবং নিখুঁত করে তুলবে।

জুন মাস থেকে শুরু হচ্ছে মেনসের মকটেস্ট (১০৫টিরও বেশি) সিরিজ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- ☑ মেনস-'১৫-এর ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।
- ☑ ডব্লুবিসিএস-'১৬ -এর নতুন ব্যাচ শুরু হতে চলেছে।
- ☑ প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে।

Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
✆ 9830770440
✆ 9674478644
Website : www.academicassociation.in ▪ Centre : Uluberia-9051392240 • Birati-9674447451 • Darjeeling-9832041123

ই-ট্যুরিস্ট ভিসা

পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব বাড়ছে গোটা বিশ্বে। সব দেশই চায় বিদেশি পর্যটক টানতে। সবার লক্ষ্য পর্যটন থেকে আরও বেশি বিদেশি মুদ্রা রোজগার। স্বাভাবিকভাবেই দেশে দেশে তাই ক্ষুরধার প্রতিযোগিতা। ভ্রমণার্থীদের মন জয় করতে ব্যস্ত সবাই। পর্যটকদের জন্য কত বেশি সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে লক্ষ সব দেশের। আসা-যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়ে পর্যটকদের ঝামেলায় পড়তে হয় হামেশা। এক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকা নিতে পারে ই-ট্যুরিস্ট ভিসা। **নানু ভাসিন** ও **নবনীত কৌর**-*এর এই নিবন্ধটিতে আছে এ নিয়ে কিছু চর্চা।*

দিন কয়েকের জন্য তীর্থ করে আসা। ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারিবারিক কারণে এক-আধদিন বাইরে কাটানো। আর নিছক আমোদ-প্রমোদ বা একটু শরীর-মনকে চাঙ্গা করে নেবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা দিন ঘর ছেড়ে ঘুরেফিরে আশা—এই তো পর্যটন। পর্যটন বলতে সচরাচর বিদেশ সফর বোঝায়। তবে দেশের এক জায়গা থেকে অন্যত্র ভ্রমণও পর্যটনের আওতায় পড়ে বইকি। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার কথায়, নিছক অবকাশ যাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কারণে বছরখানেক ভ্রমণকে পর্যটন বলে। একনাগাড়ে এক বছরের বেশি কোথাও থাকাটা পর্যটন বলা যায় না।

গোটা বিশ্বেই পর্যটন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পর্যটন দেশের মধ্যে বা বাইরে অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যটন আবার দেশে আসা বা দেশের বাইরে যাওয়া দুটোই হয়। পর্যটক আগমন আজকাল বহু দেশের আয়ের এক বড় উৎস। বিশেষত বিদেশি মুদ্রা রোজগারে। বিদেশি পর্যটক এলে স্থানীয় অর্থনীতি উপকৃত হয়। পর্যটন স্থলগুলিতে বাড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারত চিরকাল ভ্রমণপিয়াসীদের আকৃষ্ট করে আসছে। বৈচিত্রে ভরা এ এক অতুলনীয় দেশ। কী নেই এদেশে। উত্তরে মাথায় তার হিমালয় পর্বতমালার মুকুট। ভারত মহাসাগর মেখলা। পশ্চিমে ধুধু থর মরু। বিশাল বিশাল বৃক্ষে আচ্ছন্ন এখানকার সুগভীর অরণ্যে সেঁধনোর সাহস পায় না সূর্যালোকও। বিচিত্র সব ফুলের সমারোহ।

বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডারাদি বন্য জীবজন্তুর দৃপ্ত পদচারণা। সর্বদা ভীত-ত্রস্ত মায়াবীনয়না হরিণের সতর্ক পদক্ষেপ। এক দেশে প্রকৃতির কী বিচিত্র রঙ্গলীলা। রাজ্যে রাজ্যে কৃষ্টি, পোশাক, খাবার-দাবার, জীব-জানোয়ার, গাছ-গাছড়ার কত রকম-সকম। বৈচিত্র পিয়াসী পর্যটকদের কাছে ভারত ভ্রমণের হাতছানি উপেক্ষা করা অসম্ভব। এই বিদেশি পর্যটকরা 'ভারতীয় সংস্কৃতির দূত'ও বটে। বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে তারা ভারত-সংস্কৃতির বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

এসব অনন্য সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিদেশি পর্যটক টানতে ভারত সরকার সচেষ্ট। সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে। ই-ট্যুরিস্ট ভিসা তার অন্যতম। বিদেশি পর্যটকদের ভারত ভ্রমণ আরও স্বচ্ছন্দ করা এর লক্ষ্য।

ই-ট্যুরিস্ট ভিসা : প্রেক্ষিত

ভারতে পর্যটনে উৎসাহ জোগাতে বিদেশি পর্যটকদের ভিসা ব্যবস্থা উদার করার জন্য পর্যটনশিল্পের দাবি মেনে এই ব্যবস্থা চালু হয়। সরকার ২০১০-এ গুটিকয়েক দেশের নাগরিকদের জন্য 'ভিসা-অন-অ্যারাইভাল' বা পৌঁছনোমাত্র ভিসা দেওয়া শুরু করে। এই দেশগুলি হল জাপান, ফিনল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ, নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর।

পরের বছর আরও ৬টি দেশ কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, লাওস এবং মায়ানমারের নাগরিকরাও এর আওতায় আসে। দক্ষিণ কোরীয় পর্যটকরা এর সুযোগ পায় ২০১৪-র এপ্রিল থেকে।

কেন্দ্রের নতুন সরকার ২০১৪-র ২৭ নভেম্বর আরও ৪৩টি দেশের ভ্রমণকারীদের জন্য এ ব্যবস্থার সুযোগ দেয়। আর গায়ানার নাগরিকরা ২০১৫-র জানুয়ারি থেকে এই ভিসা পাচ্ছে। অর্থাৎ এখন এ ভিসা মিলছে ৪৪টি দেশের পর্যটকদের। এই সঙ্গে চালু হয় ইলেকট্রনিক ট্র্যাভেল অথরাইজেশন।

ইলেকট্রনিক ট্র্যাভেল অথরাইজেশন : ই-ট্যুরিস্ট ভিসা

বিদেশি পর্যটক টানতে ইলেকট্রনিক ট্র্যাভেল অথরাইজেশন ভিত্তিক ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল চালু করাটা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থাটির এখন নতুন নাম ই-ট্যুরিস্ট ভিসা। এদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুকদের জন্য সরকার আরও বেশি সুযোগ-সুবিধে ছাড়া ভারত আন্তর্জাতিক পর্যটনের ফায়দা তুলতে পারবে না।

এই ভিসা পাওয়ার সুযোগ ক্রমশ বাড়িয়ে মোট ১৫০টি দেশকে এর আওতায় আনা হবে। সরকার ২০১৫-১৬-এর মধ্যে আরো ১০৬টি দেশকে এর সুযোগ দিতে চায়।

ভারত ভ্রমণে ইচ্ছুকরা বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে না গিয়ে অনলাইন ভিসার আবেদন জানাতে পারবে। ভিসা ফিও অনলাইন জমা দেওয়া যাবে। আবেদন অনুমোদিত হলে ই-মেলে জানিয়ে দেওয়া হবে। এর প্রিন্ট আউট নিয়ে ভারতে আসা যাবে। এদেশ পৌঁছে

ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে তা দেখালে তাতে স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয়। এখন এ ভিসার মেয়াদ ১ মাস। এর মেয়াদ বাড়ানো যায় না। ই-ভিসার প্রিন্ট আউট মাত্র একবার এদেশে প্রবেশের জন্য বৈধ।

বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাশুনো, ঘোরাফেরা, বিনোদন, কম দিনের চিকিৎসা বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আসার জন্য ই-ভিসা মেলে। কূটনীতিক বা সরকারি আধিকারিকদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

আগাগোড়া তথ্য-প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষার কাঠামো জোরদার করে বৈধ ভ্রমণকারীদের পর্যটন স্বচ্ছন্দ করা ই-ট্যুরিস্ট ভিসার উদ্দেশ্য। ২০১০-এ এই ভিসা শুরুর সময় পর্যটকদের অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়েছে। কারণ তখন এই ব্যবস্থা তথ্য-প্রযুক্তি-নির্ভর ছিল না। নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরি ডিজিটাল, সহজ-সরল ও গ্রাহক-বান্ধব হওয়ায় এখন কোনও ঝুটঝামেলা নেই।

ই-ট্যুরিস্ট ভিসার সুযোগ

অভিবাসন কর্তৃপক্ষ দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, কোচি, তিরুবনন্তপুরম ও গোয়া বিমানবন্দরে ৭২টি ই-ট্যুরিস্ট ভিসা কাউন্টার খুলেছে।

বর্তমান মাত্র এই ৯টি বিমানবন্দর ই-ট্যুরিস্ট ভিসার সুযোগ মেলে। তবে বিদেশিরা যে কোনও অনুমোদিত ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে এদেশ ছাড়ার অনুমতি পেতে পারে।

২০১৫-র জানুয়ারি থেকে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, কুক দ্বীপপুঞ্জ, জিবুতি, ফিজি, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, গায়ানা, ইন্দোনেশিয়া, ইজরায়েল, জাপান, জর্ডন, কেনিয়া, কিরিবাটি, লাওস, লাক্সেমবার্গ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মরিশাস, মেক্সিকো, মাইক্রোনেশিয়া, মায়ানমার, নাউরু, নিউজিল্যান্ড, নিউয়ি দ্বীপ, নরওয়ে, ওমান, পালাউ, প্যালেস্টাইন, পাপুয়া, নিউ গায়েনা, ফিলিপিন্স, কোরিয়া সাধারণতন্ত্র, রাশিয়া, সামোয়া, সিঙ্গাপুর, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, টুভালু, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইউক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভানাতু ও ভিয়েতনাম—এই ৪৪টি দেশের মানুষকে ই-ভিসা দেওয়া হয়।

ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হওয়ার আগে জাপান, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স, ফিনল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ভিসা অন অ্যারাইভাল-এর ম্যানুয়াল ব্যবস্থা গত ২৭ জানুয়ারি তুলে দেওয়া হয়েছে।

সারণি-১
ই-ট্যুরিস্ট ভিসা প্রকল্পের অগ্রগতি

বছর	২০১০ জানুয়ারি-নভেম্বর	২০১১ জানুয়ারি-ডিসেম্বর	২০১২ জানুয়ারি-ডিসেম্বর	২০১৩ জানুয়ারি-ডিসেম্বর	২০১৪ জানুয়ারি-ডিসেম্বর
ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল/ই-ট্যুরিস্ট ভিসা	৫,৬৪৪	১২,৭৬১	১৬,০৮৪	২০,২৯৪	৩৯,০৪৬

উৎস : ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের মার্কেটিং রিসার্চ ডিভিশন

***ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয় ২৭ নভেম্বর, ২০১৪**

সারণি-২
'ই-ট্যুরিস্ট ভিসা' বনাম 'ম্যানুয়াল ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল'-র সংখ্যা

বছর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	জানুয়ারি-মার্চ
২০১৪ (ম্যানুয়ালি ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল)	১,৯০৩	১,৯৮০	১,৯৫৮	৫,৮৪১
২০১৫ (ই-ট্যুরিস্ট ভিসা)	২৫,০২৩ (১২১৫ শতাংশ)*	২৪,৯৮৫ (১১৬২ শতাংশ)*	২৫,৮৫১ (১২২০ শতাংশ)*	৭৫,৮৫৯ (১১৯৯ শতাংশ)*

উৎস : ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের মার্কেটিং রিসার্চ ডিভিশন

*আগের বছরের সেই মাসের তুলনায় বৃদ্ধি

ই-ট্যুরিস্ট ভিসার সাফল্য

এদেশে পর্যটন স্বচ্ছন্দ করার বিষয়ে ভারত যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে—ই-ট্যুরিস্ট ভিসা ব্যবস্থা এ ব্যাপারে একটা স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেবে। এখন বিশ্বে পর্যটনের (ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট অ্যারাইভালস্—ITA) মাত্র ০.৬৪ শতাংশ ভারতের অংশভাগ। ই-ট্যুরিস্ট ভিসা দ্বাদশ যোজনার শেষে তা ১ শতাংশে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ইলেকট্রনিক অথরাইজেশন (ইটিএ) চালু হওয়ার পর ই-ট্যুরিস্ট ভিসাধারী পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে হুহু করে। ২০১৫-র মার্চে ই-ট্যুরিস্ট এসেছে ২৫,৮৫১। ২০১৪-র মার্চে আগেকার ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল প্রকল্পে পর্যটক এসেছিল মাত্র ১৯৫৮। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ১২২০.৩ শতাংশ। ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১১৬১.৯ শতাংশ। ২০১৫-র জানুয়ারি-মার্চ-এ ই-ট্যুরিস্টের সংখ্যা ৭৫,৮৫৯। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৪-র জানুয়ারি-মার্চে ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল প্রকল্পে পর্যটক এসেছিল ৫৮৪১। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ১১৯৮.৭ শতাংশ।

২০১৫-র ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার ই-ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যু করা হয়েছে।

চল্লিশটির বেশি দেশের জন্য ই-ট্যুরিস্ট ভিসা চালু করার সুবাদে এই বাড়বাড়ন্ত। আগে ট্যুরিস্ট ভিসা অন অ্যারাইভাল প্রকল্পের আওতায় পড়ত মাত্র ১২টি দেশ।

২০১৫-র মার্চে ই-ট্যুরিস্ট ভিসা প্রাপক ১০টি অগ্রণী দেশের অংশভাগ :—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩৩.২৫ শতাংশ), জার্মানি (১৪.৬৪ শতাংশ), রাশিয়ান ফেডারেশন (১৩.১৩ শতাংশ), অস্ট্রেলিয়া (৮.৩৭

শতাংশ), কোরিয়া সাধারণতন্ত্র (৬.৩৯ শতাংশ), ইউক্রেন (৪.২১ শতাংশ), মেক্সিকো (২.৯৩ শতাংশ), জাপান (১.৯৯ শতাংশ), নিউজিল্যান্ড (১.৯১ শতাংশ) আর ইজরায়েল (১.৬৮ শতাংশ)।

২০১৫-র মার্চে বিভিন্ন বিমানবন্দরে ই-ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যুর হিসেব :

দিল্লি (৪৭.৩২ শতাংশ), মুম্বই (১৮.৫৫ শতাংশ), গোয়া (১২.০৩ শতাংশ), বেঙ্গালুরু (৬.২৭ শতাংশ), চেন্নাই (৫.৬ শতাংশ), হায়দরাবাদ (২.৯৩ শতাংশ), কলকাতা (২.৭৮ শতাংশ), কোচি (২.৬৮ শতাংশ) ও তিরুবনন্তপুরম (১.৮৪ শতাংশ)।

ই-ট্যুরিস্ট ভিসা সংক্রান্ত কিছু ইস্যু

বর্তমানে ৪০টির বেশি দেশের জন্য ই-ট্যুরিস্ট ভিসা থাকলেও পর্যটনের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ চীন, ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি, মালেশিয়ার মতো দেশ এ প্রকল্পের আওতায় নেই।

বহু বিদেশি পর্যটক এসে নামে বারাণসী, গয়া, আমেদাবাদ, জয়পুর, তিরুচেরাপল্লির মতো বিমানবন্দরে। এসব বিমানবন্দরেও ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এতে চাপ কমবে এখন ই-ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যুকারী ৯টি বিমানবন্দরে।

ই-ট্যুরিস্ট ভিসায় মালটিপল-এনট্রি (একাধিকবার প্রবেশ) চালু করার দাবি উত্তরোত্তর বাড়ছে। এটা হলে বিদেশি পর্যটকরা পড়শি দেশ ঘুরে ইচ্ছে হলে ফের ভারতে ঢুকতে পারবে। এতে বিদেশি পর্যটক আনাগোনা বেড়ে যাবে।

অনুরূপভাবে, ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে ২ মাস করারও দাবি উঠেছে।

বিদেশি পর্যটকদের বায়োমেট্রিক তথ্যের ঝামেলাও পোহাতে হচ্ছে। এজন্য বহু পথ পাড়ি দিয়ে তাদের নিজের দেশে যেতে হয়। এতে অনলাইন আবেদনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

সংক্ষেপে বলা যায়, ই-ট্যুরিস্ট ভিসা পর্যটনশিল্পের বহু দিনের দাবি মিটিয়েছে। গত বছর কুড়ি যাবৎ ভিসা ব্যবস্থা উদার করার জন্য সরকারের কাছে পর্যটনশিল্প আবেদন-নিবেদন জানিয়ে আসার পর সুরাহা হল অবশেষে। ইলেকট্রনিক অথরাইজেশন (ইটিএ)-এর তালিকায় আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশ। ভারতে বিদেশি পর্যটকের ৪০ শতাংশের বেশি আসে এসব দেশ থেকে। বিদেশি পর্যটক আগমন বৃদ্ধির জন্য ই-ট্যুরিস্ট ভিসা মুশকিল আসান ভাবাটা ভুল। তবে এদেশে পর্যটক টানতে এটা নিঃসন্দেহে এক বড় হাতিয়ার। ই-ট্যুরিস্ট ভিসা অবশ্যই ভারতকে গন্তব্যস্থল হিসেবে বেছে নিতে বিদেশি পর্যটককে উৎসাহ জোগাবে।❑

[লেখকরা যথাক্রমে পি.আই.বি. (দিল্লি)-র অধিকর্তা ও উপ-অধিকর্তা।

Email : pibcultour@gmail.com]

পর্যটনের বিকাশে পরিকাঠামোর ভূমিকা

ভারতের পর্যটনশিল্প এখন নতুন মোড়ে। বর্তমানে এটি এক লক্ষ কোটি ডলারের শিল্প। দেশের কাছে বিদেশি মুদ্রা উপার্জন ও কর্মসংস্থানের অন্যতম ক্ষেত্র। পর্যটনশিল্প যে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ নিতে গেলে সবার আগে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর মনোযোগ দিতে হবে। বিশ্বমানের পরিকাঠামো ছাড়া বিশ্বের পর্যটন বাজারে চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার মতো দেশের কাছে তীব্র প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ভারতকে পিছিয়ে পড়তে হবে। এদেশে পর্যটন পরিকাঠামোর নানান ঘাটতি ও তা উন্নয়নের দিক নির্দেশিকা দিলেন **মনোজ দীক্ষিত।**

পর্যটনকে যদি একটি পণ্য বলে ধরা হয় তাহলে এটি এমন এক উপভোগমূলক অভিজ্ঞতা যা পর্যটকদের তরফে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা (তথ্য, আপেক্ষিক মূল্য, পরিবহণ, কোনও স্থানে থাকা এবং আকর্ষণীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা) ব্যবহারের ফল (গান—১৯৮৮)। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতিও পর্যটকদের অভিজ্ঞতার ওপর অনেকখানি প্রভাব ফেলে এবং কাঠামোগত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে পর্যটকরা গন্তব্য হিসাবে কোন স্থানকে বেছে নেবেন। মার্ফি এবং অন্যান্যরা পর্যটন নামক পণ্যের এই দিকটিকে সরবরাহ—চাহিদা বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের সময় গন্তব্যস্থলের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাও বর্ণনা করেছেন।

পণ্যের যথাযথ অভিজ্ঞতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিষেবা পরিকাঠামোর ভূমিকা স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন স্মিথ (১৯৯৪)। তাঁর মতে—'গন্তব্যস্থলের বৃহত্তর পরিবেশে বা বস্তুগত পরিসরে পরিষেবা পরিকাঠামোর সংস্থান থাকে' (স্মিথ, ১৯৯৪)। সেই সঙ্গে গন্তব্যস্থানের পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির মাত্রা, ব্যবহার বা অভাব লক্ষণীয় এবং নির্ণায়কভাবে ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতা প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর এই মতামতকে যাঁরা সমর্থন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চয় (১৯৯২); বাহারিস (২০০০); এবং ক্রাউচ ও রিচি (২০০০)। তাঁদের মতে ভ্রমণের পরই গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে ভ্রমণকারীদের একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে পরিকাঠামো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চিত্র-১
গন্তব্যস্থানকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের অভিজ্ঞতা

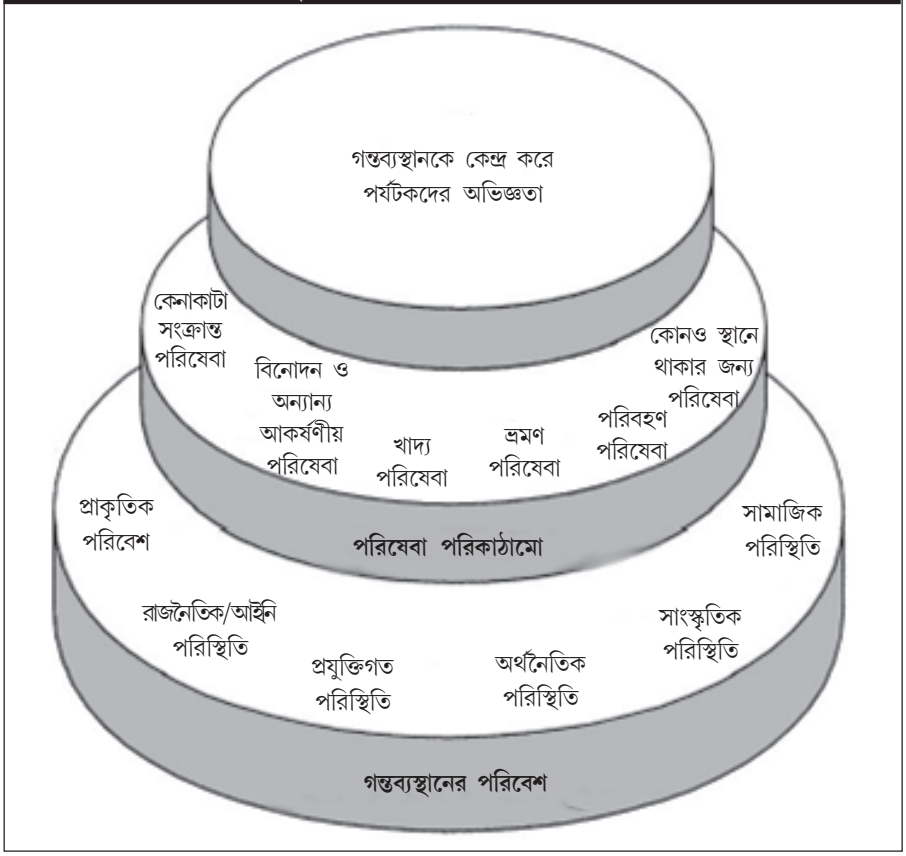

তুলনামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন গন্তব্যের বিচার করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ক্রাউচ ও রিচি (১৯৯৯)-এর পূর্ববর্তী গবেষণাপত্র থেকে চিত্র-১ তুলে ধরা হল। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নির্ণায়ক কোনও গন্তব্যস্থানকে এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারে তার একটি

চিত্র-২

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলের অবস্থান ও দীর্ঘমেয়াদে সেই স্থান ধরে রাখার ক্ষমতা

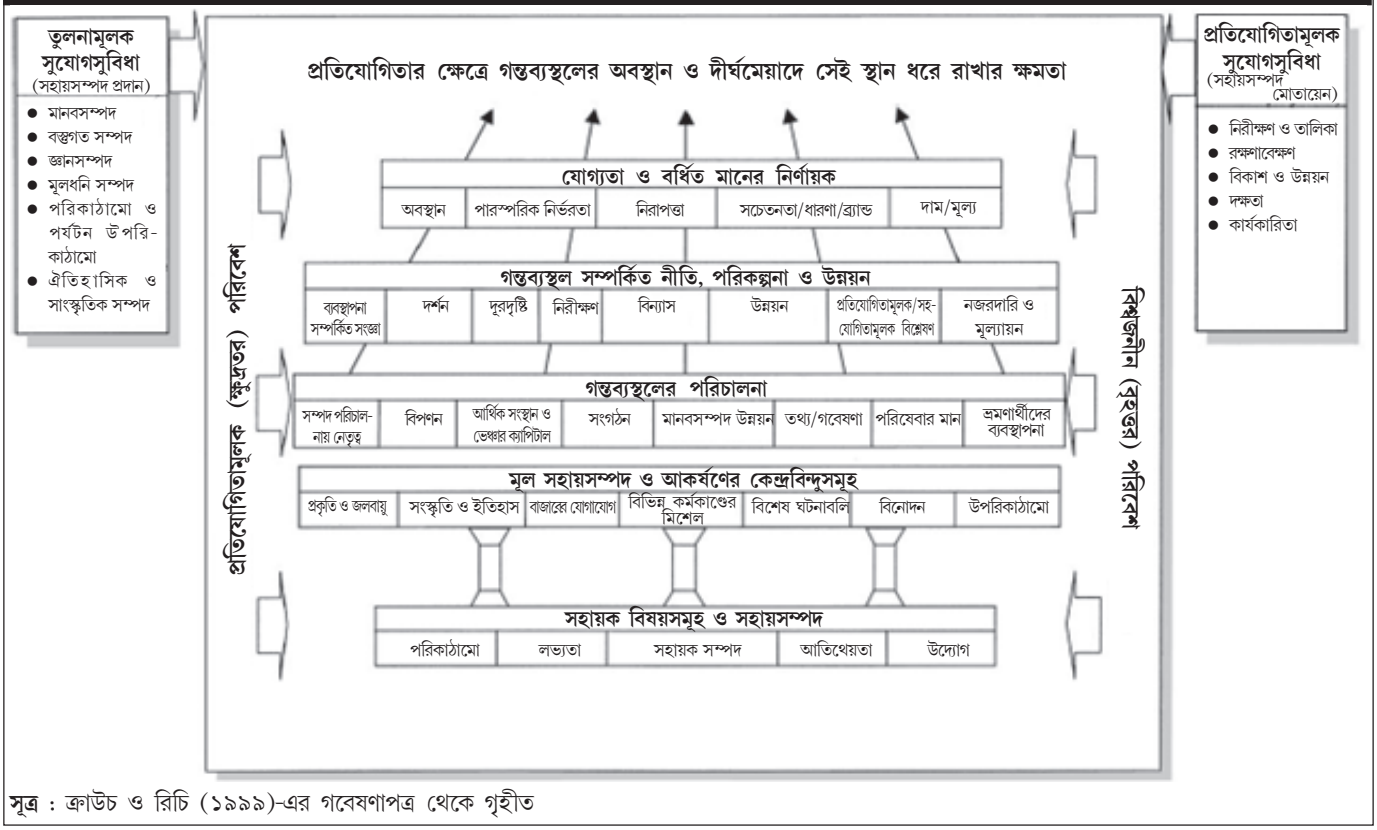

সূত্র : ক্রাউচ ও রিচি (১৯৯৯)-এর গবেষণাপত্র থেকে গৃহীত

বিশ্বজনীন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এখানে। এই লেখকদ্বয়ের মতে পর্যটকরা যখন গন্তব্যস্থলে গন্তব্যস্থানভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যান তখন পরিবেশ পরিস্থিতিগত বিভিন্ন বিষয়ই নির্ধারণ করে দেয় সেই অভিজ্ঞতা কতটা আকর্ষণীয় হবে।

প্রতিটি বিষয়কে মূলত আকর্ষণ এবং সহায়ক উপাদান—এই দুটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়েছে। এই শ্রেণিতে গন্তব্যস্থানের সাধারণ পরিকাঠামো পরিষেবার মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে। 'পর্যটন' নামক বিষয়টি ভীষণভাবেই সরকারি পরিষেবা এবং পরিকাঠামোগত সহায়তার ওপর নির্ভর করে। সড়ক, বিমানবন্দর, বন্দর, নিকাশি ব্যবস্থা বা পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত ছাড়া কোনওমতেই পর্যটনের পরিকল্পনা বা বিকাশ সম্ভব নয়। তাই পর্যটনের বিকাশে পরিকাঠামোগত দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি কোনও একটি স্থানে পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে মূল নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে, পরীক্ষালব্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না কারণ যে কোনও গন্তব্যস্থানে উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকবে বলেই ধরে নেওয়া হয়। তাই শুধু পরিকাঠামোর জন্যই কোনও স্থানের আকর্ষণ বাড়বে এমনটা মনে করা হয় না। পর্যটনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পরিষেবা পরিকাঠামোর ভূমিকা প্রসঙ্গে স্মিথ (১৯৯৪) ও ক্রাউচ ও রিচি (১৯৯৭) একটি তত্ত্ব পেশ করেছেন :

ভারতীয় পরিকাঠামো ও পর্যটন

পর্যটন পরিকাঠামো আসলে পরিবহণ, সামাজিক ও পরিবেশগত পরিকাঠামোর এক সরবরাহ শৃঙ্খল যা আঞ্চলিক স্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি-সহ একটি গন্তব্যস্থল সৃষ্টির জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

● **পরিবহণ পরিকাঠামো :** এই পরিকাঠামো ভ্রমণার্থীদের আন্তর্জাতিক ও দেশীয় উৎস বাজার থেকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয় এবং এই পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে বিমানবন্দর, প্রধান সড়ক ও রেল।

● **সামাজিক পরিকাঠামো :** এই পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ভ্রমণার্থীদের থাকার জন্য ঘর-সহ ভ্রমণার্থীদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন প্রদর্শনী, উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বস্তুগত কাঠামো ও উপযুক্ত পরিষেবা। কোনও গন্তব্য স্থানে হোটেল, কনভেনশন সেন্টার, স্টেডিয়াম, গ্যালারি ও পর্যটক কেন্দ্রগুলি এই পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

● **প্রাকৃতিক পরিকাঠামো :** পর্যটকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা-সহ এই পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় উদ্যান, সামুদ্রিক উদ্যান, সংরক্ষিত অরণ্য ইত্যাদি।

● **সহযোগিতামূলক পরিকাঠামো :** এটি আঞ্চলিক রাজ্যস্তরীয় ও জাতীয় স্তরের পর্যটন সংগঠনগুলির এক নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে বাজারের গন্তব্য ও পর্যটন পণ্যের আদান-প্রদান হয়।

পরিবহণ পরিকাঠামোর সরবরাহ শৃঙ্খলের ছবিটি চিত্র-১-এ তুলে ধরা হয়েছে। পর্যটন পরিকাঠামো মূলত বেসরকারি মূলধনের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

পর্যটনক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগের ৭৮ শতাংশই আসে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহ ও থাকার ঘরগুলিও সাধারণত বেসরকারি পরিকাঠামোর মধ্যেই পড়ে। অন্যদিকে সড়ক, রেল এবং সমুদ্রবন্দর সাধারণত সরকারি পরিকাঠামো। বাজারের ব্যর্থতা বা সামাজিক এবং পরিবেশগত নীতির কারণে কনভেনশন সেন্টার বা জাতীয় উদ্যানের মতো পরিকাঠামোকে সরকারি সম্পদ বলে গণ্য করা হয়।

ক্যাণ্ডে নাস্ট ভারতকে বিশ্বের প্রথম দশটি পর্যটন গন্তব্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন।

ভারত সম্ভবত একমাত্র দেশ যেখানে একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পর্যটন সম্ভব যেমন—পাহাড় পর্বত, বনাঞ্চল, ইতিহাসকেন্দ্রিক পর্যটন, রোমাঞ্চকর বা অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন, চিকিৎসা পর্যটন (যার মধ্যে রয়েছে আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য দেশজ চিকিৎসাপদ্ধতি), আধ্যাত্মিক পর্যটন, সৈকত পর্যটন (পূর্বে ভারতের তটরেখা দীর্ঘতম), ইত্যাদি।

বিশ্বের অন্য যেকোনও দেশের তুলনায় ভারতের পর্যটন গন্তব্যগুলি অনেক বৈচিত্রময়। সংস্কৃতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্মৃতিসৌধ ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ভারতের প্রতিটি অঞ্চলই অনন্য।

১৯৯০-এর দশকের গোড়া থেকে ভারতের পর্যটনের শিল্পে যে সুসময় এসেছে তেমনটা আর আগে আসেনি। ভারতের অর্থনীতির বিকাশের হার শ্লথ হয়ে পড়লেও এই বিকাশহার এখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। মোটামুটি বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে। সেই সঙ্গে মানুষের ব্যয়যোগ্য আয়ও বাড়ছে। এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ দেশের মধ্যে ও বিদেশে ছুটি কাটাতে যাওয়ার নানান পরিকল্পনা করতে পারছেন। ফলে

চিত্র-৩
পর্যটন সরবরাহ শৃঙ্খল

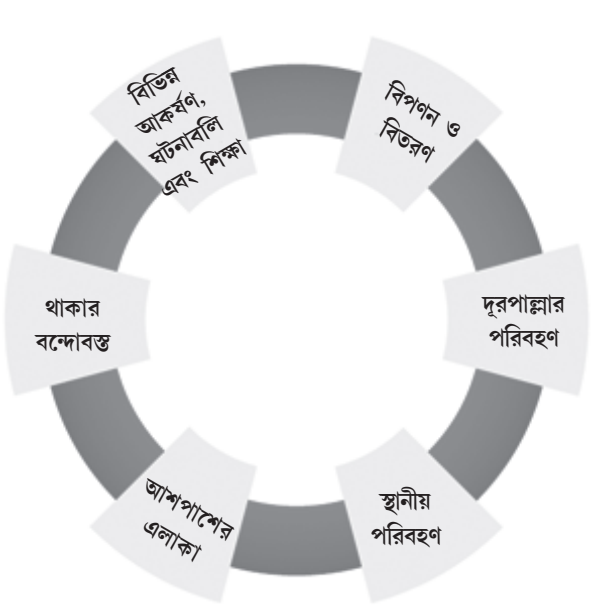

সারণি-৪
ভারতে বিদেশি পর্যটক আগমন—২০০১-২০১৩

বছর	ভারতে বিদেশি পর্যটক আগমন	বার্ষিক বৃদ্ধি (শতাংশের হিসাবে)
২০০১	২৫৩৭২৮২	–৪.২
২০০২	২৩৮৪৩৬৪	–৬.০
২০০৩	২৭২৬২১৪	১৪.৩
২০০৪	৩৪৫৭৪৭৭	২৬.৮
২০০৫	৩৯১৮৬১০	১৩.৩
২০০৬	৪৪৪৭১৬৭	১৩.৫
২০০৭	৫০৮১৫০৪	১৪.৩
২০০৮	৫২৮২৬০৩	৪.০
২০০৯	৫১৬৭৬৯৯	–২.২
২০১০	৫৭৭৫৬৯২	১১.৮
২০১১	৬৩০৯২২২	৯.২
২০১২	৬৫৭৭৭৪৫	৪.৩
২০১৩	৬৯৬৭৬০১	৫.৯

সূত্র : ভারতের অভিবাসন ব্যুরো

পর্যটন শিল্প আখেরে লাভবান হচ্ছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা অপরিসীম এবং আগামী বছরগুলিতে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে পর্যটনের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও ভারতে বিদেশি মুদ্রা আয়ের নিরিখে পর্যটন শিল্পের স্থান দ্বিতীয়। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে পর্যটনক্ষেত্রের অবদান ৬.৬ শতাংশ এবং ২০১২ এই ক্ষেত্রে ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। গত পাঁচ বছরে অন্য দেশ থেকে এদেশে আগত পর্যটকদের সংখ্যা ১৬ শতাংশ হারে বেড়েছে এবং আগামী এক দশকে এই সংখ্যা ১২

সারণি-৫
ভারতে দেশীয় ও বিদেশি পর্যটক (২০১২-১৩)

ক্রমিক নং	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	২০১২		২০১৩		বিকাশহার	
		দেশীয়	বিদেশি	দেশীয়	বিদেশি	দেশীয়	বিদেশি
১.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২৩৮৬৬৯	১৭৫৩৮	২৪৩৭০৩	১৪৭৪২	২.১০	–১৫.৯৪
২.	অন্ধ্রপ্রদেশ	২০৭২১৭৯৫২	২৯২৮২২	১৫২১০২১৫০	২২৩৫১৮	–২৬.৬০	–২৩.৬৭
৩.	অরুণাচলপ্রদেশ	১৩২২৪৩	৫১৩৫	১২৫৪৬১	১০৮৪৬	–৫.১৩	১১১.২২
৪.	আসাম	৪৫১১৪০৭	১৭৫৪৩	৪৬৮৪৫২৭	১৭৬৩৮	৩.৮৪	০.৫৪
৫.	বিহার	২১৪৪৭০৯৯	১০৯৬৯৩৩	২১৫৮৮৩০৬	৭৬৫৮৩৫	০.৬৬	–৩০.১৮
৬.	চণ্ডীগড়	৯২৪৫৮৯	৩৪১৩০	২২৮০১০৩১	৯৩৬৯২২	১.৩৩	১৭.৫৬
৭.	ছত্তিশগড়	১৫০৩৬৫৩০	৪১৭২	২২৮০১০৩১	৩৮৮৬	৫১.৬৪	–৬.৮৬
৮.	দাদরা ও নগর হাভেলি	৪৬৯২১৩	১২৩৪	৪৮১৬১৮	১৫৮২	২.৬৪	২৮.২০
৯.	দমন ও দিউ	৮০৩৯৬৩	৪৬০৭	৮১৯৯৪৭	৪৮১৪	১.৯৯	৪.৪৯
১০.	দিল্লি	১৮৪৯৫১৩৯	২৩৪৫৯৮০	২০২১৫১৮৭	২৩০১৩৯৫	৯.৩০	–১.৯০
১১.	গোয়া	২৩৩৭৪৯৯	৪৫০৫৩০	২৬২৯১৫১	৪৯২৩২২	১২.৪৮	৯.২৮
১২.	গুজরাত	২৪৩৭৯০২৩	১৭৪১৫০	২৭৪১২৫১৭	১৯৮৭৭৩	১২.৪৪	১৪.১৪
১৩.	হরিয়ানা	৬৭৯৯২৪২	২৩৩০০২	৭১২৮০২৭	২২৮২০০	৪.৮৪	–২.০৬
১৪.	হিমাচলপ্রদেশ	১৫৬৪৬০৪৮	৫০০২৮৪	১৪৭১৫৫৮৬	৪১৪২৪৯	–৫.৯৫	–১৭.২০
১৫.	জম্মু ও কাশ্মীর	১২৪২৭১২২	৭৮৮০২	১৩৬৪২৪০২	৬০৮৪৫	৯.৭৮	–২২.৭৯
১৬.	ঝাড়খণ্ড	২০৪২১০১৬	৩১৯০৯	২০৫১১১৬০	৪৫৯৯৫	০.৪৪	৪৪.১৪
১৭.	কর্ণাটক	৯৪০৫২৭২৯	৫৯৫৩৫৯	৯৮০১০১৪০	৬৩৬৩৭৮	৪.২১	৬.৮৯
১৮.	কেরালা	১০০৭৬৮৫৪	৭৯৩৬৯৬	১০৮৫৭৮১১	৮৫৮১৪৩	৭.৭৫	৮.১২
১৯.	লাক্ষাদ্বীপ	৪৪১৭	৫৮০	৪৭৮৪	৩৭১	৮.৩১	–৩৬.০৩
২০.	মধ্যপ্রদেশ	৫৩১৯৭২০৯	২৭৫৯৩০	৬৩১১০৭০৯	২৮০৩৩৩	১৮.৬৪	১.৬০
২১.	মহারাষ্ট্র	৭৪৮১৬০৫১	২৬৫১৮৮৯	৮২৭০০৫৫৬	৪১৫৬৩৪৩	১০.৫৪	৫৬.৭৩
২২.	মণিপুর	১৩৪৫৪১	৭৪৯	১৪০৬৭৩	১৯০৮	৪.৫৬	১৫৪.৭৪
২৩.	মেঘালয়	৬৮০২৫৪	৫৩১৩	৬৯১২৬৯	৬৭৭৩	১.৬২	২৭.৪৮
২৪.	মিজোরাম	৬৪২৪৯	৭৪৪	৬৩৩৭৭	৮০০	–১.৩৬	৭.৫৩
২৫.	নাগাল্যান্ড	৩৫৯১৫	২৪৮৯	৩৫৬৩৮	৩৩০৪	–০.৭৭	৩২.৭৪
২৬.	ওড়িশা	৯০৫২৮৭১	৬৪৭১৯	৯৮০০১৩৫	৬৬৬৭৫	৮.২৫	৩.০২
২৭.	পণ্ডীচেরি	৯৮১৭১৪	৫২৯৩১	১০০০২৭৭	৪২৬২৪	১.৮৯	–১৯.৪৭
২৮.	পাঞ্জাব	১৯০৫৬১৪৩	১৪৩৮০৫	২১৩৪০৮৮৮	২০৪০৭৪	১১.৯৯	৪১.৯১
২৯.	রাজস্থান	২৮৬১১৮৩১	১৪৫১৩৭০	৩০২৯৮১৫০	১৪৩৭১৬২	৫.৮৯	–০.৯৮
৩০.	সিকিম	৫৫৮৫৩৮	২৬৪৮৯	৫৭৬৭৪৯	৩১৬৯৮	৩.২৬	১৯.৬৬
৩১.	তামিলনাড়ু	১৮৪১৩৬৮৪০	৩৫৬১৭৪০	২৪৪২৩২৪৮৭	৩৯৯০৪৯০	৩২.৬৪	১২.০৪
৩২.	ত্রিপুরা	৩৬১৭৮৬	৭৮৪০	৩৫৯৫৮৬	১১৮৫৩	–০.৬১	৫১.১৯
৩৩.	উত্তরপ্রদেশ	১৬৮৩৮১২৭৬	১৯৯৪৪৯৫	২২৬৫৩১০৯১	২০৫৪৪২০	৩৪.৫৩	৩.০০
৩৪.	উত্তরাখণ্ড	২৬৮২৭৩২৯	১২৪৫৫৫	১৯৯৪১১২৮	৯৭৬৮৩	–২৫.৬৭	–২১.৫৭
৩৫.	পশ্চিমবঙ্গ	২২৭৩০২০৫	১২১৯৬১০	২৫৫৪৭৩০০	১২৪৫২৩০	১২.৩৯	২.১০
	মোট	১০৪৫০৪৭৫৩৬	১৮২৬৩০৭৪	১১৪৫২৮০৪৪৩	১৯৯৫১০২৬	৯.৫৯	৯.২৪

তথ্যসূত্র : পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পর্যটন পরিসংখ্যান, ২০১৩

শতাংশ হারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে ভারতীয় অর্থনীতিতে ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্পের অবদান ছিল ৬৩,১৬০ কোটি টাকা। ওই বছর আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষের কিছু বেশি আর দেশীয় পর্যটন বাজারে যাতায়াত করেছেন ৫০ কোটিরও বেশি পর্যটক।

বিকাশের এই ধরন থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে ভারতীয় পর্যটনশিল্পের বিকাশ শুধুমাত্র বিদেশি পর্যটক আগমনের ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ আন্তর্জাতিক নানা কারণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে বিদেশি পর্যটকদের আগমনে যে কোনও সময় বাধা পড়তে পারে। তবে, ধারাবাহিকভাবে দেশীয় পর্যটনের বিকাশ ঘটে চলেছে। এদেশে বিভিন্ন মেলা বা পালা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। উত্তর ভারতে কুম্ভ এবং দক্ষিণ ভারতে ওনাম ও মহামাস্টকভিক্ষার মতো উৎসবের আকর্ষণে প্রতি বছর বহু সংখ্যক পর্যটক ভিড় করেন।

সারণি-৫-এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় উঠে আসে যে অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য, লাক্ষাদ্বীপ বা ছত্তিশগড় মূলত পর্যটন পরিকাঠামোর অভাবে পর্যটকদের সেভাবে টেনে আনতে পারেনি।

ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সালে দেশে পর্যটনক্ষেত্র থেকে অর্থনৈতিক অবদান ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধির আশা রয়েছে যা কিনা ২.৫ শতাংশ পয়েন্টে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাবে।

ডেলয়েট ট্যুশে-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৭ সালের মধ্যে ভারতীয় পর্যটনক্ষেত্রের বাজার প্রায় ৪২,৮০০ কোটিতে পৌঁছে যাবে। অর্থনৈতিক বিকাশের শ্লথগতি, চাহিদার মন্দা, বা নিরাপত্তার অভাবজনিত নানা সমস্যা সত্ত্বেও দেশের পর্যটনক্ষেত্র আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। ডেলয়েট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী গভীর অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি এখনও সুস্থিত অবস্থায় রয়েছে এবং বিশ্বের যে কয়েকটি দেশ এখনও সুদৃঢ় বিকাশহার ধরে রাখতে পেরেছে তার মধ্যে অন্যতম।

এই ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্বের সেই চিরন্তন খেলারই সুফল দেখা দিচ্ছে যেখানে অংশগ্রহণকারীদের নিরন্তর সংখ্যা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত পক্ষের (হোটেল, ট্যুর পরিচালক, বিমান সংস্থা, জাহাজ সংস্থা) আয় বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এর ফলে দেশে হোটেল ঘর বুকিং এবং ঘর ভাড়া বাবদ গড় আয় (অ্যাভারেজ রুম রেভিনিউজ, এআরআর) বাড়বে। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই এদেশে এআরআর এবং ঘর বুকিং-এর সংখ্যা বেড়েছে।

সারণি-৬
প্রথম ১৫টি বাজার থেকে বিদেশি পর্যটক আগমন (২০১৩)
(সংখ্যা মিলিয়নে এবং শতাংশের অংশে)

ক্রমিক নং	উৎস দেশ	সংখ্যা এবং শতাংশ
১.	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১.০৮৫ (১৫.৫৮)
২.	ইউকে	০.৮০৯ (১১.৬২)
৩.	বাংলাদেশ	০.৫২৫ (৭.৫৩)
৪.	শ্রীলঙ্কা	০.২৬২ (৩.৭৭)
৫.	রাশিয়ান ফেডারেশন	০.২৫৯ (৩.৭২)
৬.	কানাডা	০.২৫৫ (৩.৬৬)
৭.	জার্মানি	০.২৫২ (৩.৬২)
৮.	ফ্রান্স	০.২৪৮ (৩.৫৬)
৯.	মালয়েশিয়া	০.২৪৩ (৩.৪৮)
১০.	জাপান	০.২২০ (৩.১৬)
১১.	অস্ট্রেলিয়া	০.২১৯ (৩.১৪)
১২.	চীন	০.১৭৫ (২.৫১)
১৩.	সিঙ্গাপুর	০.১৪৩ (২.০৫)
১৪.	থাইল্যান্ড	০.১১৭ (১.৬৮)
১৫.	নেপাল	০.১১৪ (১.৬৩)
১৬.	প্রথম দশটি দেশের অংশ	৪.১৬০ (৫৯.৭০)
১৭.	প্রথম ১৫টি দেশের অংশ	৪.৯২৭ (৭০.৭২)

তথ্যসূত্র : পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পর্যটন পরিসংখ্যান ২০১৩।

সারণি-৭
পর্যটন খাতে আয় (১৯৭২-২০০৫)
(টাকার অঙ্ক মিলিয়নে)

	টাকার অঙ্কে মূল্য		মার্কিন ডলারের অঙ্কে মূল্য	
বছর	টাকার অঙ্ক কোটিতে	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতাংশের হিসেবে পরিবর্তন	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতাংশের হিসেবে পরিবর্তন
২০০৯	৬৩৭০০	৪.৫	১১১৩৬	-৩.৭
২০১০	৬৪৮৮৯	২০.৮	১৪১৯৩	২৭.৬
২০১১	৭৭৫৯১	১৯.৬	১৬৫৬৪	১৬.৭
২০১২	৯৪৪৮৭	২১.৮	১৭৭৩৭	৭.১
২০১৩	১০৭৬৭১	১৪.০	১৮৪৪৫	৪.০

তথ্যসূত্র : পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার, বাজার সমীক্ষা শাখা, পর্যটন পরিসংখ্যান, ২০১৩।

তাই পর্যটনক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল এবং দীর্ঘমেয়াদে যাঁরা বিনিয়োগ করতে চান তাঁদের কাছে এই শিল্প এই ধরনের বিনিয়োগের চমৎকার সুযোগ করে দিচ্ছে। পর্যটনক্ষেত্রে ভারতের বিপুল সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ঘটাতে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় হোটেল সংস্থাগুলি ভিড় জমাচ্ছে। আগামী দিনে চিকিৎসা-পর্যটনেরও দ্রুত বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এবং বহু কোটি ডলারের এই বিশেষ বাজার ধরতে প্রথম শ্রেণির সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলছে ভারত।

থাকার বন্দোবস্ত, পরিবহণ বা বিনোদনের ব্যবস্থাপনা যেকোনও প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের ক্ষেত্রেই মূল বিচার্য বিষয়। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মানের বিচারে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি কতটা প্রতিযোগিতামূলক তার ওপরই নির্ভর করবে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি কোনও পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের টেনে আনবে নাকি বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কোনও পর্যটনকেন্দ্রকে সামগ্রিকভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার যেকোনও পরিকল্পনা তৈরির সময় আগে এই ধরনের পরিকাঠামোর বর্তমান সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের পর্যটনের এই আকস্মিক জোয়ার এই শিল্পকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে চলেছে। এই বিকাশ কীভাবে ধরে রাখা যায় সে ব্যাপারে সকলেই চিন্তাভাবনা করছেন। পর্যটন খাতে রাজস্ব আয়ের অঙ্কটা এখন বিপুল। বর্তমানে এটি ১ লক্ষ কোটি ডলারের শিল্প। পর্যটনই এদেশের বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের বৃহত্তম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎসও বটে।

মহাসড়কের গাড়ি চলাচল পথের প্রস্থের বিচারে জাতীয় মহাসড়কগুলির আবার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। সাধারণভাবে সিঙ্গল বা এক লেনের ক্ষেত্রে পথের প্রস্থ ৩.৭৫ মিটার এবং বহু লেনবিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কগুলির ক্ষেত্রে প্রতিটি লেনের প্রস্থ সাধারণত ৩.৫ মিটার হয়। প্রস্থের বিচারে জাতীয় মহাসড়কগুলির বিন্যাস সারণি ৯-এ দেখানো হল।

সারণি-৮
ভারতে হোটেল ও হোটেলের ঘর
(ভারত সরকার স্বীকৃত)

২০১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী অনুমোদিত হোটেল সংখ্যা ও হোটেলের লভ্য ঘরের সংখ্যা

হোটেলের শ্রেণি	হোটেলের সংখ্যা	ঘরের সংখ্যা
একতারা	৮২	২০৮৬
দুইতারা	১২১	৩১৫৪
তিনতারা	৬৩৭	২৬৬১৭
চারতারা	১১১	৭৭৩৮
পাঁচতারা	৮৫	১০১২৮
পাঁচতারা ডিলাক্স	১০৬	২১৮২০
অ্যাপার্টমেন্ট হোটেল	৩	২৪৯
টাইম শেয়ার রিসর্ট	১	৩১
হেরিটেজ হোটেল	৪৬	১৩২২
বি অ্যান্ড বি এস্টাবলিশমেন্ট	৩১	১৫৮
অতিথিনিবাস	৪	৬১
শ্রেণিবহির্ভূত	৩০	১৯৮৯

তথ্যসূত্র : পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার, বাজার সমীক্ষা বিভাগ, পর্যটন পরিসংখ্যান, ২০১৩।

সারণি-৯
ভারতের সড়ক

জাতীয় মহাসড়ক/এক্সপ্রেসওয়ে	৬৫,৫৯০ কিলোমিটার
রাজ্য মহাসড়ক	১,২৮,০০০ কিলোমিটার
প্রধান ও অন্যান্য জেলা সড়ক	৪,৭০,০০০ কিলোমিটার
গ্রামীণ সড়ক	২৬,৫০,০০০ কিলোমিটার

তথ্যসূত্র : http://www.ibef.org/industry/roads-india.aspx

জাতীয় মহাসড়কগুলির বিন্যাস

এক লেন	৩২ শতাংশ
দুই লেন/সংযোগকারী লেন	৫৬ শতাংশ
চার লেন/ছয় লেন/আট লেন	১২ শতাংশ

তথ্যসূত্র : http://www.ibef.org/industry/roads-india.aspx

এই তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার এদেশে এখনও উন্নত মানের সড়ক নেই। দেশের মোট সড়কের মাত্র ১২ শতাংশ সেই অর্থে বিশ্বমানের। আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে তা যৎসামান্য। পুরো ইউরোপের বাসিন্দারা পর্যটনের জন্য সড়ক পথকেই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু ভারতীয়রা সড়ক পথে ভ্রমণের আগে দুবার ভাবেন। তার ওপর বেপরোয়া গাড়ি চালকদের জন্য সড়কপথে ভ্রমণ আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যার নিরিখে ভারতের স্থান একেবারে প্রথমের দিকেই।

উল্লেখ্য রুট কিলোমিটারের প্রায় ২৮ শতাংশ, রানিং ট্র্যাক কিলোমিটারের ৪১ শতাংশ এবং মোট ট্র্যাক কিলোমিটার ৪১ শতাংশ অংশের বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে।

অন্তর্দেশীয় জল পরিবহণ

নদী, খাল, ব্যাকওয়াটার, খাঁড়ি ইত্যাদি মিলে এদেশে প্রায় ১৪,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নাব্য জলপথ রয়েছে। অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার (আইডব্লিউটি) মাধ্যমে ২০০৬-২০০৭ সালে প্রায় ৫ কোটি টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে। বর্তমানে এই পরিবহণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলী নদীর কিছু অংশ, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদী, গোয়ার বিভিন্ন নদী, কেরালার ব্যাকওয়াটার, মুম্বইয়ের অন্তর্দেশীয় জলপথ এবং গোদাবরী-কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলেই সীমিত রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন নদী ও খালে যন্ত্রচালিত ভেসেল ও বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশীয় নৌকা সংগঠিতভাবে চলাচল করে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে (যেমন দেশীয় নৌকা ইত্যাদি) পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের তথ্য সংকলিত হয়নি কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রেও যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ বেড়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভারতের বিমানবন্দর

ভারতে ৪৬টি বিমানবন্দর রয়েছে। তবে এর মধ্যে সব বিমানবন্দর যে দেশের সমস্ত অংশের সঙ্গে সংযোগসাধন করছে তা নয়। তাই অনেক সময় ট্রেনের তুলনায় আকাশপথে যাতায়াতে বেশি সময় লেগে যায়। ধরা যাক কেউ যদি আকাশ পথে আগরা থেকে বারাণসী বা জয়পুর যেতে চান তবে তাঁকে প্রথমে দিল্লি যেতে হবে, তারপর সেখান থেকে আরেকটা উড়ান ধরতে হবে।

পরিবহণক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছে ভারত যদি তার পূর্ণ সুযোগ নিতে না পারে তাহলে পরে আফশোসের সীমা থাকবে না। শুধুমাত্র কয়েকটি উদ্যোগের মাধ্যমেই এই উদীয়মান ক্ষেত্রের সুযোগগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটাতে পারে ভারত। বিমানবন্দর, রেলপথ, ভূতল পরিবহণ, থাকার সুবন্দোবস্ত, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, স্বচ্ছন্দে কেনাকেটা বা ভ্রমণ, চিকিৎসা পর্যটন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের নিয়মবিধি-সহ

সারণি-১০
ভারতের রেলপথ

গেজ	রুট (কিলোমিটার)	রানিং ট্র্যাক (কিলোমিটার)	মোট ট্র্যাক (কিলোমিটার)
ব্রড গেজ (১.৬৭৬ মিলিমিটার)	৪৯,৮২০	৭১,০১৫	৯৩,৩৮৬
মিটার গেজ (১.০০০ মিলিমিটার)	১০,৬২১	১১,৪৮৭	১৩,৪১২
ন্যারো গেজ (৭৬২ মিলিমিটার এবং ৬১০ মিলিমিটার	২,৮৮৬	২,৮৮৮	৩,১৯৮

তথ্যসূত্র : http://www.ibef.org/industry/roads-india.aspx

পর্যটনের সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিকাঠামোর অভাব খুব স্পষ্ট।

পর্যটন পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে পর্যটন কর, বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহ দান, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য একক জানালা ছাড়পত্রের বিশেষ বিধি, জমি ব্যাংকের ব্যবস্থা, স্বল্প সুদের হারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের আকারে ব্যাংকের তরফে আর্থিক সহায়তা, দেশে বিদেশি মুদ্রার সহজ আদান-প্রদান বিশেষ সহায়ক হবে। আর সেইসঙ্গে আমলাতন্ত্রের লালফিতের ফাঁসমুক্ত এবং পেশাদারদের নিয়ে গঠিত এক নতুন ব্যবস্থা পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে সবচেয়ে বেশি গতি আনতে পারে। কারণ একমাত্র এই পথে অত্যাধুনিক ও উন্নতমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

পরিকাঠামো উন্নয়নের সব ক্ষেত্রেই সীমিত আর্থিক সম্পদ নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই সুসংহত উন্নয়নের জন্য পর্যটন সার্কিটগুলিকে চিহ্নিত করা এবং জনপ্রিয়তার বিচারে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রগুলিকে বাছাই করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখানে বাছাইয়ের কাজটা যেন সঠিক হয়।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির অপারগতা থেকে যে নানান সমস্যার সৃষ্টি, তা আগে জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি, রেলপথ, বা বিমানবন্দর উন্নয়নের বিভিন্ন ব্যয়বহুল কর্মসূচিতে দেখা গেছে। সেইসঙ্গে, এই ধরনের পরিকাঠামো যেভাবে প্রকল্পগুলিতে একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনও সমস্যাকে জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তা রীতিমতো হতাশাজনক। অথচ শেষ মুহূর্তে এই ধরনের সমস্যাগুলি হাতের বাইরে চলে যায়।

পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসাবে সরকারের চটকদার 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযান সত্ত্বেও মহাদেশসম এই দেশে পর্যটক আগমনের সংখ্যা এখনও সেই অর্থে আশাপ্রদ নয়। অবস্থার বদল ঘটাতে গেলে আমাদের সবার আগে পরিকাঠামোর ঘাটতি দূর করতে হবে। আমরা উদ্যোগী না হলে আগত পর্যটকদের সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ লক্ষেই থেমে থাকবে। সমস্ত রাজ্য যাতে বিশ্বমানের পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক পর্যটন পরিকাঠামো বিষয়ক যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা যথেষ্ট আশার সঞ্চার করে। এই নির্দেশিকাগুলির রূপরেখা প্রমাণ করে যে সঠিক পথেই এগোনো হচ্ছে।

নির্দেশিকার রূপরেখা

১. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে যথাসাধ্য সম্ভব সংরক্ষণ ও ল্যান্ডস্কেপ স্থপতি-সহ স্থাপত্যবিদদের নিয়োগ করবে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নিজেরা বহন করবে।

২. পর্যটন সংক্রান্ত সমস্ত প্রকল্পের একক জানালা ছাড়পত্রের জন্য রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রচেষ্টা চালাবে।

৩. রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তরফে মেগাডেস্টিনেশন প্রজেক্ট/সার্কিট-এর আওতায় কোনও প্রকল্পের

পরিকল্পনার সময় জওহরলাল নেহরু জাতীয় নগর পুনর্নবীকরণ মিশনের (জেএনএনইউআরএম) সঙ্গে তা মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

শহরাঞ্চলের পৌর সুযোগ-সুবিধাসমূহ

১. রাজ্যগুলি সব ঋতুর উপযোগী চলাচল ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করবে যার মধ্যে থাকবে পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে ও চারপাশে সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য বাধামুক্ত পরিবেশ।

২. নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে—নকশার নিয়ম, নান্দনিকতা ও মাপ, পণ্যসামগ্রী বাছাই, নির্মাণ, টেকসই করে তোলা, সব ঋতু উপযোগী করে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

- সাইনেজ, পর্যাপ্ততা এবং সঠিক স্থানে স্থাপন
- আবর্জনা ফেলার পাত্র/রিসাইক্লিং বিন
- তথ্য/পথ নির্দেশিকা
- তথ্য এবং পর্যটক সহায়তা/পরিষেবা প্রদান কেন্দ্র
- জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয়
- পার্কিং ইউনিট : দু-চাকার যান পার্কিং এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পার্কিং-এর সুবিধা-সহ।

৩. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে বিনামূল্যে এবং ঘনঘন উন্নত মানের পর্যটন মানচিত্র, গাইড বুক, সিডি, পোস্টার, পর্যটন ক্যালেন্ডার, ভাঁজ করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ম্যাপ বিতরণ করতে হবে এবং ভারতের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচারে ছবি বা 'গ্রাফিক ডিসপ্লে'-র সাহায্য নিতে হবে।

৪. রূপায়ণকারী সংস্থার হাতে যে জমি রয়েছে তা বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে। মন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত কোনও প্রকল্পের কাজ যদি জমি না থাকার দরুন এক বছর পরও শুরু না হয় তাহলে প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাবে। অনুমোদিত অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া হবে বা অন্য কোনওভাবে তা কাজে লাগিয়ে নেওয়া হবে।

ভারতের বিমানবন্দরগুলির তালিকা

ক্রমিক নং	অঞ্চল বা রাজ্য	বিমানবন্দরের নাম	যে শহরে পরিষেবা দিচ্ছে	শ্রেণি
১.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	বীর সভাকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	পোর্ট ব্লেয়ার	বহিঃশুল্ক
২.	অন্ধ্রপ্রদেশ	বিশাখাপত্তনম বিমানবন্দর	বিশাখাপত্তনম	বহিঃশুল্ক
৩.	আসাম	লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	গৌহাটি	বহিঃশুল্ক
৪.	বিহার	জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	পাটনা	বহিঃশুল্ক
৫.	”	গয়া বিমানবন্দর	গয়া	বহিঃশুল্ক
৬.	ছত্তিশগড়	স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দর	রায়পুর	অন্তর্দেশীয়
৭.	দমন এবং দিউ	দিউ বিমানবন্দর	দিউ	অন্তর্দেশীয়
৮.	দিল্লি	ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	নিউ দিল্লি	আন্তর্জাতিক
৯.	গোয়া	ডাবোলিম বিমানবন্দর	সারা দেশ	আন্তর্জাতিক
১০.	গুজরাত	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	আমেদাবাদ	আন্তর্জাতিক
১১.	জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর বিমানবন্দর	শ্রীনগর	বহিঃশুল্ক
১২.	”	জম্মু বিমানবন্দর	জম্মু	অন্তর্দেশীয়
১৩.	ঝাড়খণ্ড	বিরসা মুণ্ডা বিমানবন্দর	রাঁচি	অন্তর্দেশীয়
১৪.	কর্ণাটক	ম্যাঙ্গালোর বিমানবন্দর	ম্যাঙ্গালোর	বহিঃশুল্ক
১৫.	”	বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ক্যাম্পেগোডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর)	বেঙ্গালুরু	আন্তর্জাতিক
১৬.	কেরালা	ত্রিবান্দ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ত্রিবান্দ্রাম	আন্তর্জাতিক
১৭.	”	কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কোচিন	আন্তর্জাতিক
১৮.	”	কালিকট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কালিকট	আন্তর্জাতিক
১৯.	লাক্ষাদ্বীপ	আগাটটি এ্যারোড্রম	আগাটটি	অন্তর্দেশীয়
২০.	মধ্যপ্রদেশ	রাজা ভোজ বিমানবন্দর	ভোপাল	বহিঃশুল্ক
২১.	”	দেবী অহল্যাবাঈ হোলকর বিমানবন্দর	ইন্দোর	অন্তর্দেশীয়
২২.	মহারাষ্ট্র	ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	মুম্বই	আন্তর্জাতিক
২৩.	”	পুনে বিমানবন্দর	পুনে	বহিঃশুল্ক
২৪.	”	নিউ পুনে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	পুনে	ভবিষ্যতের
২৫.	”	শিরডি বিমানবন্দর	শিরডি	ভবিষ্যতের
২৬.	”	ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	নাগপুর	বহিঃশুল্ক
২৭.	মণিপুর	তুলিহল বিমানবন্দর	ইম্ফল	অন্তর্দেশীয়
২৮.	মেঘালয়	শিলং বিমানবন্দর	শিলং	অন্তর্দেশীয়
২৯.	মিজোরাম	লেংপুই বিমানবন্দর	আইজল	অন্তর্দেশীয়
৩০.	নাগাল্যান্ড	দিমাপুর বিমানবন্দর	দিমাপুর	অন্তর্দেশীয়
৩১.	ওড়িশা	পটনায়ক বিমানবন্দর	ভুবনেশ্বর	অন্তর্দেশীয়
৩২.	পণ্ডীচেরি	পণ্ডীচেরি বিমানবন্দর	পণ্ডীচেরি	অন্তর্দেশীয়
৩৩.	পাঞ্জাব	শ্রী গুরু রাম দাসজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	অমৃতসর	আন্তর্জাতিক

৫. পর্যটন গন্তব্য/সার্কিটে যাওয়ার পথে প্রায় প্রতি ৫০ কিলোমিটার অন্তর রাস্তার ধারে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

৬. সাইনেজগুলির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক বিধি মেনে চলতে হবে (সাইনেজগুলির জন্য বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ওয়েবসাইট)।

৭. পর্যটন নীতির অঙ্গ হিসাবে রাজ্য/কেন্দ্র-শাসিত প্রশাসনকে নিজস্ব সহায়সম্পদ থেকে চালু পর্যটন সুযোগ-সুবিধার আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৮. রাজ্যগুলিকে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জনসাধারণের সুবিধার্থে কোনও উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে সামগ্রিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান নির্মাণ ও সাইনেজ

১. রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে গবেষণা, নথিবদ্ধকরণ, মূল্য নিরূপণ, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন, সংরক্ষণ, পরিচালনা, পর্যটন পরিকাঠামো, ঝুঁকির মূল্যায়ন (বহন ক্ষমতা), অকুস্থল সংক্রান্ত মূল্যায়ন, নিরাপত্তা/প্রাথমিক চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা, সার্বজনীন প্রবেশাধিকার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা ও তাদের এই কাজে শামিল করার পরিকল্পনা, বাণিজ্যিক পরিকল্পনা ইত্যাদি-সহ একটি সর্বাত্মক সংরক্ষণ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

২. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলির জন্য (ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) বিশেষভাবে এবং অন্যান্য ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান/স্মৃতিসৌধগুলির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক বিধি এবং নির্দেশিকা/ইউনেস্কোর সনদ মেনে চলতে হবে।

৩. সাইনেজের ক্ষেত্রে ইউএনডব্লিউটিও নির্দেশিকা এবং এনএইচএআই নির্দেশিকা (পথ নির্দেশিকার ক্ষেত্রে) মেনে চলার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৪. সংরক্ষণ এবং পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের কাছে যথাযথ আর্থিক ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা থাকতে হবে।

৫. যথা সময়ে প্রকল্পগুলির কাজ সম্পন্ন করা এবং রূপায়ণের পর প্রকল্প/গন্তব্য-স্থলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

৬. চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহ দিতে হবে।

ক্রমিক নং	অঞ্চল বা রাজ্য	বিমানবন্দরের নাম	যে শহরে পরিষেবা দিচ্ছে	শ্রেণি
৩৪.	রাজস্থান	জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	জয়পুর	বহিঃশুল্ক
৩৫.	সিকিম	প্যাকিওং বিমানবন্দর	গ্যাংটক	ভবিষ্যতের
৩৬.	তামিলনাড়ু	চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	চেন্নাই	আন্তর্জাতিক
৩৭.	”	তিরুচিরাপল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	তিরুচিরাপল্লী	বহিঃশুল্ক
৩৮.	তেলেঙ্গানা	রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	হায়দরাবাদ	আন্তর্জাতিক
৩৯.	ত্রিপুরা	আগরতলা বিমানবন্দর	আগরতলা	অন্তর্দেশীয়
৪০.	উত্তরাখণ্ড	জোলি গ্র্যান্ট বিমানবন্দর	দেরাদুন	অন্তর্দেশীয়
৪১.	উত্তরপ্রদেশ	তাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	গ্রেয়েটার নয়ডা	ভবিষ্যতের
৪২.	”	বারাণসী বিমানবন্দর	বারাণসী	বহিঃশুল্ক
৪৩.	”	অ্যামিউসী বিমানবন্দর	লখনউ	বহিঃশুল্ক
৪৪.	”	আগরা বায়ুসেনা স্টেশন	আগরা	অন্তর্দেশীয়
৪৫.	পশ্চিমবঙ্গ	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কলকাতা	আন্তর্জাতিক
৪৬.	”	বাগডোগরা বিমানবন্দর	শিলিগুড়ি	বহিঃশুল্ক

তথ্যসূত্র : http://www.ibef.org/industry/roads-india.aspx

পরিবেশের পক্ষে উপযোগী এবং দেশজ স্থাপত্য

১. পরিবেশের পক্ষে উপযোগী এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের সঙ্গে মানানসই পর্যটন স্থাপত্য গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২. স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সামগ্রী ও প্রযুক্তি তথা দেশজ নকশা কাজে লাগানোর ওপর জোর দিতে হবে।

৩. স্থান, পরিবেশ ও পর্যটনস্থলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পর্যটন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

শহরের ল্যান্ডস্কেপ

১. সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রকৃতি বা ল্যান্ডস্কেপে স্থানীয় পরিবেশের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

২. বনসৃজনের সময় দেশীয় প্রজাতির গাছপালাই বেছে নিতে হবে।

৩. নির্মাণ প্রযুক্তিতে প্রথাগত পদ্ধতি কত দূর কাজে লাগানো যায় তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং তাতে উৎসাহ দিতে হবে।

৪. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে :

- মাটির কাজ যথাসম্ভব কম করে ভূ-প্রকৃতির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।
- বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জলের পুনঃসঞ্চার ও জলের অপচয় বন্ধের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- নান্দনিকতা, নিরাপত্তা ও ব্যয় সাশ্রয়ের দিকে লক্ষ রেখে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উপযুক্ত নকশা তৈরি করতে হবে।
- এই ব্যয় যেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দের মোটামুটি ২০ শতাংশের মধ্যেই থাকে।
- সৌর বাতি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারে যথাসম্ভব এগিয়ে আসতে হবে।

- হার্ডস্কেপ সামগ্রী যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে।

৫. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়ে নজর দিতে হবে :

- জলের সংকট রয়েছে এমন স্থানে ফোয়ারা বা এই ধরনের কোনও জলক্রীড়ার কাঠামো যেন নির্মাণ করা না হয়।
- বিদ্যুৎ সংকট রয়েছে এমন স্থানগুলিতে বড় মাপের আলোকসজ্জা যেন না করা হয়। তবে এর জন্য নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করার দরকার নেই।
- প্রকল্প শুরু হওয়ার আগেই যাতে জলের উৎস, প্রয়োজনের অনুপাতে জল ও সেচের ব্যবস্থা হাতের নাগালে থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- সুগম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা।
- প্রকল্পটি যে দীর্ঘমেয়াদি তা নিশ্চিত করতে ৫ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট তৈরি ও পেশ করতে হবে। রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনের তহবিল থেকে বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এই কাজে অর্থের সংস্থান হতে পারে।

জমির একটি অংশে ফুড ক্রাফ্‌ট প্রতিষ্ঠান ও হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ

১. ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য এলাকা বেছে রাখতে হবে, কিন্তু কোনও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা চলবে না।

২. পুরো কমপ্লেক্সের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা আগে থেকেই ছকে রাখতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ল্যান্ডস্কেপ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কিছু ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে হবে।

ভারতের পর্যটনশিল্প এখন যুগসন্ধিক্ষণে। এখন এই অনুকূল হাওয়ায় ভর করে উন্নয়নশীল দুনিয়ার প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতকেই এগিয়ে যেতে হবে। পর্যটক টানার ক্ষেত্রে চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের সঙ্গে এখন ভারতের তীব্র প্রতিযোগিতা। এই দেশগুলি পর্যটক টানার জন্য পরিকাঠামো নির্মাণে বিপুল খরচ করছে এবং এই প্রচেষ্টায় তারা সফলও হচ্ছে।

কিন্তু ভারত এখনও তার অগ্রাধিকারগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে পর্যটনের ক্ষেত্রে ঠিক এই কথা প্রযোজ্য নয়। নতুন নতুন এবং জনমুখী সব প্রকল্পের ঘোষণা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পরিকাঠামো খাতে বিপুল বিনিয়োগ করেছিলেন যার সুফল এখন সবাই পাচ্ছেন।

তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি মসৃণ না হয় তবে পর্যটনকেন্দ্রগুলির সমস্ত আকর্ষণ অর্থহীন হয়ে যাবে। পরিকল্পনাকারীরা এই সত্যটা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন তত ভালো। আর রেল বা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে যে শুধু পর্যটকরা লাভবান হবেন তা নয়, দেশের অর্থনীতির বিকাশের পথও তাতে প্রশস্ত হবে। ❑

[লেখক অধিকর্তা, ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম স্টাডিজ, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ, ভারত।]

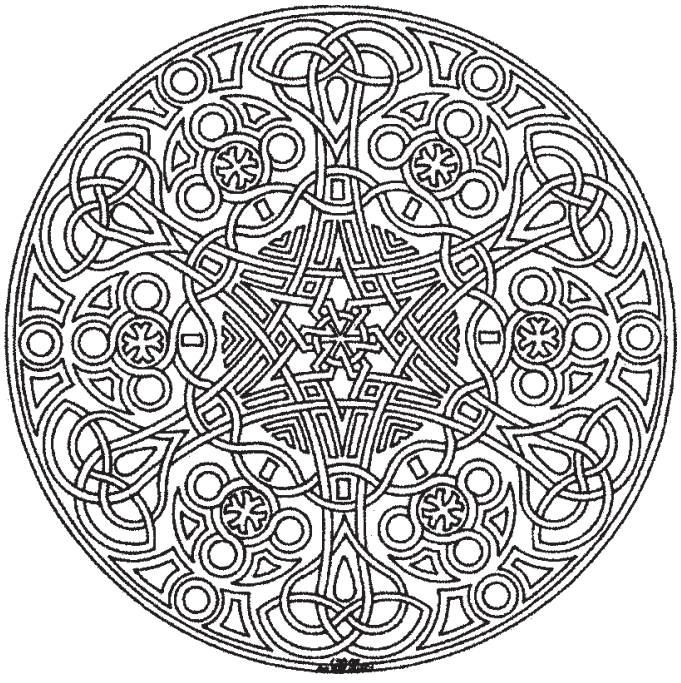

NEW HORIZON STUDY CIRCLE

(Postal & Class Coaching) For Franchise Call-9836484969

Main Office : 1/1, Shambhu Chatterjee Str. Kol-700007 (কলেজ স্ট্রিট জংশন থেকে একটু এগিয়ে গ্রেস সিনেমার পরের গলি) Class Rooms at Sealdah & College Str.
Branches - Memari (Burdwan : (M) 9883150112, 9332154924, Garia (M) 9836484969,

☞ **WBCS (Preli & Main)** এর ক্লাস হয়-যেখানে Main optional Subjects -His, Socio, Anthro, Pol. Sci. & Econ. etc. ☞ বাংলা ও ইংরাজি উভয় মাধ্যমে সব বিষয়ের Notes দেওয়া হয় । ☞ বিনাখরচে প্রতি সপ্তাহে Mock Test এর ব্যবস্থা আছে। ☞ খুবই কম খরচে Coaching দেওয়া হয়।

NHSC পড়াচ্ছে-WBCS ছাড়াও স্কুল, মাদ্রাসা ও প্রাইমারী শিক্ষক, নিয়োগের পরীক্ষার প্রস্তুতির ও যেকোন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জেনারেল কম্বাইড কোর্স

Cont : 9836484969, 9831050794
visit Website : www.newhorizonstudy.com

WBCS (Mains) এর Free Demo. Class 11th & 17th May 2015 ওই দিনে ভর্তি হলে বিশেষ ছাড় পাবেন।

আমাদের সাফল্যের কয়েকটি নিদর্শন

Kalyan Laha
Jt. BDO (WBCS 12)
R.N. 0207154

Chitra Majumder
JSWS (WBCS 12)
R.N. 0111650

Rathin Sarkar
(WBCS 12)
Group C

Dip Sankr Das
(WBCS 11) Group C
RO - R.N. 0208530

Torikul Islam
(WBCS 12) Group C
Revenue Officer

Durbar Banerjee
(WBCS 10) Group B

Mofijur Rahaman
(WBCS 11) ACTO
R.N. 0200771

Monirul Islam
(WBCS 12) R.O.
R.N. 0108605

Piyali Mandal
WBCS (Exe.)
2010

Anjan Chakravorty
(WBSSC)2013

Tonmoy Gayen
(WBSSC) 2013

Sounak Banerjee
(WBCS) 2011
Group A

Md. Saifur Rahaman
(WBCS) 2011
CTO

Surajit Mondal
(WBCS)
Group-B , 2011

Chandrani Bhattacharyay
(WBCS-2010)
Group-C, R.N. 0300061

Bishwajit Bera
(WBCS-2010)Group-C
& WB Misc. Service

বি. দ্র. এই সফল ব্যক্তিরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির কাছ থেকে উপকৃত হননি তা বলা যায় না।

New Horizon Publication of Tojammel Hossain

তুজামমেল হোসেন প্রণীত নিম্নলিখিত বইগুলি WBCS (Exe.)ও অন্যান্ন চাকরির পরীক্ষার সাফ্যল্যর শেষ কথা

1. **ভারতের অর্থনীতি-বিশেষণে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**--তুজামমেল হোসেন (নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল মে 8, 2015)
2. **Basic Concepts of Economics & Indian Economy including the Role and Functions of RBI(New Edition)--**Tojammel Hossain

বি. দ্র. উপরের বইদুটি WBCS (Exe.) পরীক্ষার নতুন সিলেবাস অনুযায়ী নতুন আদলে প্রণীত হল। এই বই দুটি একসাথে অধ্যয়ন করলে WBCS (Exe.) ও অন্যান্য যে কোন চাকরির পরীক্ষার অর্থনীতি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হবে।

3. **পাটিগণিত ও যুক্তি পরীক্ষা** (তুজামমেল হোসেন) -এর সঙ্গে পাচ্ছেন Free Supplement copy---**'Practice Sets of Arithmetic & Test of Reasoning'** (in English) for WBCS (Mains) Exam.--T. Hossain
4. **Objective Arithmentic** --T.Hossain & J. Alam. (For all examinations)
5. **WBPSC Guide & Practice**--T.Hossain (For WBCS (Preli & Mains) Exam.
6. ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস ---তুজামমেল হোসেন ও তরীকুল ইসলাম (WBCS Optional Paper)

প্রাপ্তিস্থান ঃ কলেজ স্ট্রিটসহ সারা পশ্চিম বঙ্গের নামী দোকানগুলি Cont. 9836484969, 9831050794.

পর্যটনশিল্পে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা ও সংকট

রাজ্য সরকার পর্যটন ক্ষেত্রকে 'শিল্প'-এর মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন শিল্পে কতটা উন্নয়ন ঘটেছে? পর্যটনের অগ্রগতির পথে কী কী বাধা রয়েছে এখনও? রাজ্যের সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প বর্তমান অবস্থান কীরকম? রাজ্যের পর্যটন চিত্রটি জনমানসের সামনে তুলে ধরছেন **কর অরুণ।**

পর্যটন প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তা সে বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে বিশ্বের যাবতীয় খ্যাতিসম্পন্ন জায়গাতেই যাওয়া হোক, কিংবা ঘরের পাশে আরশিনগরে একটি ঘাসের শিসের একটি শিশিরবিন্দু দেখে তৃপ্তি পাওয়াই হোক, চেনা গণ্ডির সীমানা ছাড়িয়ে অচেনার আনন্দ পাওয়ার তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন। ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেমন জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পাড়ি জমিয়েছে, তেমনি নিছক অজানাকে জানবার কৌতূহলও মানুষকে আবহমানকাল ধরে তাড়িত করেছে। আর যত দিন যাচ্ছে, বিশ্ব জুড়ে মানুষের ভ্রমণের পিপাসা ক্রমশ বাড়ছে। তাই বাড়ছে পর্যটকদের সংখ্যাও।

এবার বিষয়টিকে যদি অর্থনীতির দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, বিশ্বে যে সব শিল্প সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, পর্যটনশিল্প তার মধ্যে অন্যতম। কোনও দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পক্ষে পর্যটন হচ্ছে অন্যতম ক্ষেত্র। আগামী কয়েক দশকে যে কোনও দেশের মানব সম্পদ ও আর্থিক বিকাশ এবং সম্পদ সৃষ্টিতে পর্যটন শিল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। কারণ, আধুনিক বিশ্বে, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্যে পর্যটনকে অতি আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক অনন্যতাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারলে যে আখেরে দেশ তথা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব, পৃথিবীর পর্যটক আকৃষ্টকারী দেশগুলোর উন্নয়নের পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করার জন্যে অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

ভারতেও আর্থিক বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিগত দশক থেকেই পর্যটনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রকৃতি এবং মানব সমাজের অসীম বৈচিত্র এবং সুবিশাল বিস্তৃতির কারণে ভারত বিশ্বের ভ্রমণ মানচিত্রে ইতিমধ্যেই আকর্ষণের একটি অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

পরিকল্পনা কমিশনের ঘোষণা

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ইতিমধ্যেই পর্যটনশিল্পকে অদক্ষ এবং অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। কারণ পর্যটন-অর্থনীতির ৭৫ শতাংশ আসে অভ্যন্তরীণ পর্যটন থেকে। খুব স্বাভাবিকভাবে তাই দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (২০১২-২০১৭) পর্যটন শিল্পের প্রসার দ্বারা সামাজিক সংহতি এবং আর্থিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ ভারতে সংখ্যা এবং বৈচিত্রের নিরিখে যে বিপুল পর্যটন সম্ভাবনা, তার সদ্ব্যবহার করাই এখন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের লক্ষ্য। এ দেশের পর্যটন ক্ষেত্রগুলির প্রতি পর্যটকদের বিপুল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে যে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না, এটা উপলব্ধি করে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে জাতীয় অর্থনীতিতে এই ক্ষেত্রের আর্থিক অবদান ছিল ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আশা করা হচ্ছে, ২০১৮ সালে সেটা বার্ষিক ৯.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। ওয়ার্লড ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল বা বিশ্ব ভ্রমণ ও পর্যটন পরিষদ (WTTC)-এর একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০২ সালে বিশ্বের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি)-এর ১১ শতাংশ ছিল পর্যটন শিল্প-সঞ্জাত, আর ২০১০-এ তা বেড়ে হয়েছে ১২ শতাংশ। এই বিপুল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের জন্যে দরকার উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় সাধন, যথাযথ পর্যটন পরিকল্পনা রচনা এবং নমনীয় পর্যটন সার্কিট ঠিক করা। ভারতের অর্থনৈতিক সংকটের কথা বিবেচনা করে এ দেশের মতো করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করাটাও অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু কোনও জায়গার পর্যটন সম্ভাবনা সেখানকার পর্যটন সম্পদের অবস্থা, আকর্ষণ এবং পর্যটকের চাহিদার উপর নির্ভর করে, তাই স্থানীয় স্তরে পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগের আগে এসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়াও জরুরি।

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে একাধারে ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, অনিন্দ্যসুন্দর পত্র-পুষ্প শোভিত প্রাকৃতিক সম্ভার, বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার নাতি উচ্চ পাহাড় থেকে উত্তরের গগনচুম্বী হিমালয় পর্বতশ্রেণি, সাগরের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, গা-ছমছমে অরণ্য

এবং অজস্র বন্যপ্রাণী ও রংবেরঙের পাখির বিপুল সমাহার একসঙ্গে। ফলে এ দেশের তো বটেই সারা পৃথিবীর পর্যটকদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম আকর্ষণের স্থান। কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার বিবেচনা করে সুচিন্তিত গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা এখন পর্যটনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এর উপরেই নির্ভর করছে পর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়া। পর্যটনের নানা দিক আছে। যেমন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং আরও নানা ক্ষেত্র। হিসেব করে দেখা গেছে যে, সারা দেশে মোট কর্মসংস্থানের ১০ শতাংশ হয় হোটেল এবং ক্যাটারিং-এর মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা

পর্যটনশিল্পকে চাঙ্গা করে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় যে সব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল:

ক) পর্যটনের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন।

খ) স্থানীয় শিল্পকলা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরাগত সম্পদ এবং পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

গ) পর্যটনের নানা প্রকার, যেমন স্পোর্টস ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, ইকো ট্যুরিজম, রিভার ট্যুরিজম, ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম ইত্যাদির সংরক্ষণ ও বিকাশ।

ঘ) নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্রকে পর্যটন মানচিত্রে নিয়ে আসা, এবং

ঙ) সরকারি-অসরকারি যৌথ উদ্যোগে পর্যটনের পরিকাঠামো তৈরি করা।

রাজ্য পর্যটন উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ

ভারত সরকারের পর্যটনমন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যে পর্যটন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে আকর্ষণীয় করে তোলবার উদ্দেশ্যে আই এল অ্যান্ড এফ এস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড নামক সংস্থাকে নিয়োগ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে বিভিন্ন অসরকারি সংগঠনকে শামিল করে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের মধ্যেই এই পর্যটন সার্কিটগুলির উন্নয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি রাজ্যের চারটি করে সার্কিট চিহ্নিত করা হবে। দৈর্ঘ্য, সময়কাল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিবেচনার পর সার্কিটগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর সার্কিটগুলিকে পর্যটনের উপযোগী করে তোলার জন্যে কী ধরনের পরিকাঠামো এবং বিপণন কৌশল গ্রহণ করা দরকার, তা নিরূপণ করা হবে। প্রতিটি রাজ্যে রাজ্যস্তরের উপদেষ্টাকে দিয়ে বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট এবং উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকার হিসাব করা হবে।

এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল:

ক) পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাবনাময় পর্যটন সার্কিট বা পর্যটক গন্তব্য চিহ্নিত করা,

খ) চিহ্নিত পর্যটন সার্কিটের সম্ভাবনার নিরিখে পর্যটক রাখার ক্ষমতা নিরূপণ করে অগ্রাধিকার ধার্য করা,

গ) প্রাথমিকভাবে সেখানকার পর্যটক-সম্পর্কিত পরিকাঠামো কী আছে তা দেখে নেওয়া,

ঘ) অগ্রাধিকার ধার্য করার জন্যে পর্যটনস্থলের বুনিয়াদি পরিকাঠামোর মান এবং ব্যাপ্তি বিচার করা, এবং

ঙ) কেন্দ্র/রাজ্য/অসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে কী ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন, তা বুঝে নেওয়া।

পর্যটন সার্কিট চিহ্নিতকরণের ভিত্তি

কোনও বিশেষ পর্যটনস্থলের জনপ্রিয়তা, সেখানে পর্যটকদের ভ্রমণের প্রবণতা এবং বুনিয়াদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্য বিনিয়োগের মাত্রা বিচার করে এবং যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সার্কিটগুলির অগ্রধিকার ঠিক করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় পর্যটনের উন্নয়নের জন্যে যে সব পরিকাঠামোগত প্রয়োজনের কথা উঠে এসেছে, সেগুলি হল পর্যটনস্থানে প্রবেশ ও প্রস্থান পথে যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, যাত্রাপথে খাদ্য, পানীয় ও শৌচালয়ের সুব্যবস্থা, পর্যটক-বান্ধব সামাজিক পরিমণ্ডল এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নিত পর্যটন সার্কিট

সুসংহত উন্নয়নের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে যে চারটি পর্যটন সার্কিট চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি হল:

সার্কিট ১ : পূর্ব মেদিনীপুরের বেলাভূমি পর্যটন সার্কিট : দিঘা-শঙ্করপুর-তাজপুর-জুনপুট-মন্দারমণি।

সার্কিট ২ : তীর্থস্থান পর্যটন সার্কিট : গঙ্গাসাগর-বীরভূম-(তারাপীঠ-বক্রেশ্বর-নলহাটি-ফুল্লরা-সাঁইথিয়া-কঙ্কালিতলা)-তারকেশ্বর-ফুরফুরা শরিফ।

সার্কিট ৩ : প্রকৃতি পর্যটন সার্কিট : ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং।

সার্কিট ৪ : সুন্দরবন পর্যটন সার্কিট : গদখালি-ঝড়খালি-কৈখালি-ফ্রেজারগঞ্জ।

পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা, পর্যটনের সম্ভাবনা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে **সার্কিট ১**-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনের বর্তমান অবস্থা

যেহেতু প্রকৃতির অকৃপণ দানে পশ্চিমবঙ্গ সৌন্দর্যে অনুপম, তাই এ রাজ্য চিরদিনই পর্যটকদের স্বপ্ন। একদিকে তুষার কিরীটধারী আকাশস্পর্শী হিমালয়ের কোলে পর্বতরানি দার্জিলিং, অন্যদিকে শ্বাপদসংকুল নিবিড় ম্যানগ্রোভ ঢাকা অজস্র নদীজাল বেষ্টিত সুন্দরবন। এখানকার বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সারা বিশ্বে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়া রাজ্যের কোনায় কোনায় ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা ঐতিহ্য-সম্ভার। মুর্শিদাবাদ, মালদা, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপায় গুপ্তযুগের চন্দ্রকেতুর গড় এবং কলকাতায় আছে এমন অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন, যা আজও পর্যটকদের মনে বিস্ময় জাগায়। চন্দননগর, শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, হুগলি এবং কলকাতায় ব্রিটিশ, ফরাসি এবং ডাচ উপনিবেশের অনেক নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

এ রাজ্যের গঙ্গাসাগর, তারাপীঠ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, নলহাটি, ফুরফুরা শরিফ, হাড়োয়ার

পির গোরাচাঁদের মাজার ও আরও অজস্র তীর্থস্থান ধর্মপ্রাণ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

বিস্তীর্ণ বেলাভূমির বুকে আছড়ে পড়া সাগরের হাতছানি আর চোখ-জুড়ানো ঘন সবুজ ঝাউ-এর বন। দিঘা, শঙ্করপুর, বকখালি, মন্দারমণিতে আছে পর্যটকদের জন্যে প্রচুর ট্যুরিস্ট লজ।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি ২৭°৪৮′১৫″ এবং ২১°২৫′২৪″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪৮′২০″ ও ৮৯°৫৩′০৪″ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থান করায় এ রাজ্যের জলবায়ু কোথাও চরম নয়। এ রাজ্যের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, পশ্চিমে বিহার, ওড়িশা এবং নেপাল এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। রাজ্যের উত্তরদিক জুড়ে হিমালয় পর্বতমালা। এই রাজ্যের তিনদিকে তিনটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটান হল সীমান্তপারের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ফলে একদিকে যেমন এ রাজ্যে অভ্যন্তরীণ পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি বিদেশি পর্যটকদের কাছেও এ রাজ্য সহজ এবং সুলভ গন্তব্য। রাজ্যের মোট আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গকিমি এবং ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজ্যের জনসংখ্যা ৮০.১৮ মিলিয়ন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে এটি ভারতের চতুর্থতম জনবসতিপূর্ণ রাজ্য। বর্তমানে রাজ্যটি ২০টি জেলা এবং ৩৪১টি ব্লকে বিভক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন নীতির লক্ষ্য

১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই শিল্পকে রাজ্যের নাগরিকদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি কোষাগার সমৃদ্ধ করার কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার বিস্তারিত পর্যটন নীতি রচনা করে। যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে এই নীতি প্রণীত হয়, সেগুলি হল—

- ⇨ বিদেশি ও ভিন্ রাজ্যের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এরাজ্যের বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা;
- ⇨ সুসংহতভাবে পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নতি করে দায়িত্বশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী পর্যটন পরিমণ্ডল গড়ে তোলা;
- ⇨ রাজ্যের বাস্তুতন্ত্র, ইতিহাস, সংস্কৃতি, বন্যপ্রাণী, ক্রীড়া, বাজার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানব সম্পদের অনন্য বৈচিত্রকে কাজে লাগিয়ে দেশ তথা বিশ্বের দরবারে রাজ্য পর্যটনকে আকর্ষণীয় করে তোলা।
- ⇨ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত মানুষের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে স্বল্পব্যয়ের পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়া 'এক জানালা' পরিষেবা ব্যবস্থার সূচনা করা। যাতে করে রাজ্যের রাজধানী এবং প্রতিটি জেলা সদরে পর্যটন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং বুকিংসহ অন্যান্য সুবিধা লাভ করার জন্যে পর্যটকদের অযথা হয়রানির মধ্যে না পড়তে হয়।
- ⇨ পর্যটন শিল্পকে সম্প্রসারিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি রাজ্যের রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য পূরণ করা। পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে অসরকারি বিনিয়োগ এবং সরকারি অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে যৌথ মালিকানায় পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা জনিত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে তেমনি বেসরকারি মূলধন এবং মেধাসত্ত্বের সহযোগে পর্যটনের বিকাশ এবং জনপ্রিয়তা বাড়নোও সম্ভব হবে।
- ⇨ রাজ্যের রাজস্ববৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা।

উপর্যুক্ত পর্যটন নীতি বাস্তবায়িত করতে সরকার যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম ফলপ্রসূ উদ্যোগ হল পিপিপি মডেলে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এর ফলে যেমন একদিকে বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা বেড়েছে, অপরদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যটনশিল্পে যোগদানের ফলে পেশাদারি মানসিকতা এবং কর্পোরেট সংস্কৃতি বিদেশি ও অন্যরাজ্যের পর্যটকদের প্রত্যাশা ও চাহিদাপূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পর্যটন সার্কিটে (দিঘা-শঙ্করপুর-তাজপুর-জুনপুট-মন্দারমণি) ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ যৌথ উদ্যোগের পরিসংখ্যান সারণি-১-এ দেওয়া হল।

বেসরকারি সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে গৃহীত সরকারি উদ্যোগের ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তার পরিসংখ্যান সারণি ২-এ দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান পর্যটনস্থল ও পর্যটক গন্তব্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যকে পর্যটকদের আদর্শ গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী। তাই বিভিন্ন বিষয় বা ক্ষেত্রনির্ভর পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে পৃথক পৃথক বর্গে ভাগ করে সুসংহত পর্যটন বিকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এমন বর্গীকৃত পর্যটক গন্তব্যগুলি হল :

- ⇨ **তীর্থস্থান পর্যটন :** দক্ষিণেশ্বর, ফুরফুরা শরিফ, ব্যান্ডেল চার্চ, তারাপীঠ, ঘুটিয়ারি শরিফ, বেলুড় মঠ, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, জয় চণ্ডীপুর, তারকেশ্বর, নলহাটি, কালীঘাট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান।
- ⇨ **সমুদ্রতীর ও বেলাভূমি পর্যটন :** দিঘা, সাগরদ্বীপ।
- ⇨ **ইকো ট্যুরিজম ও বন্যপ্রাণীভিত্তিক পর্যটন :** সুন্দরবন ও ডুয়ার্স।
- ⇨ **লোক সংস্কৃতি পর্যটন :** রাজ্যের লোকনৃত্য, লোকনাটক এবং লোকসংগীত চর্চার কেন্দ্রসমূহ।
- ⇨ **শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত পর্যটন :** শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর (টেরাকোটা মন্দির)।
- ⇨ **হিমালয় পর্যটন (দার্জিলিং ও সন্নিহিত এলাকা) :** ট্রেকিং, হোয়াইট ওয়াটার র‍্যাফটিং, অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন।

সারণি-১
সরকারি-অসরকারি যৌথ উদ্যোগের বিভাজন তথা সরকারি ও অসরকারি বিনিয়োগের বিবরণ

গন্তব্য	প্রস্তাবিত প্রকল্প	ধার্য ব্যয় (কোটি টাকায়)	রূপায়ণের জন্য ভারপ্রাপ্ত সংস্থা	বর্তমান রূপরেখা	সরকারি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	অসরকারি বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)
দিঘা	বিনোদন পার্ক	৩০	পশ্চিমবঙ্গ সরকার	লার্জ রেভিন্যু জেনারেটিং প্রোজেক্ট (এল আর জি), পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার	৭.৫	২২.৫
	শিল্প এবং গ্রাম সংস্কৃতি	১০	ওই	এল আর জি	২.৫	৭.৫
	পর্যটন আবাস	৩০	ওই	ওই	৭.৫	২২.৫
	তাঁবুর আবাস	৫	ওই	ওই	১.২৫	৩.৭৫
	সস্তা হোটেল (৭০ কামরার)	১১	ওই	ওই	২.৭৫	৮.২৫
	০৪-০৫ কিমি রোপওয়ে	২৫	ওই	ওই	৬.২৫	১৮.৭৫
	জলে অ্যাডভেঞ্চার	৩	ওই	পি.আই.ডি.ডি.সি.	০.৭৫	২.২৫
শঙ্করপুর	সস্তা হোটেল (৭০ কামরার)	১১	ওই	এল.আর.জি.	২.৭৫	৮.২৫
	শপিং কিয়স্ক	০.৫	ওই	পি.আই.ডি.ডি.সি.	০.১২৫	০.৩৭৫
তাজপুর	দামি হোটেল (৪০ কামরার)	১২	ওই	এল.আর.জি.	৩	৯
	ইকো-ট্যুরিজম	২০	ওই	পি.আই.ডি.ডি.সি.	৫	১৫
	যোগ চিকিৎসা	৫	ওই	এল.আর.জি.	১.২৫	৩.৭৫
	শপিং কিয়স্ক	০.৫	ওই	পি.আই.ডি.ডি.সি.	০.১২৫	০.৩৭৫
জুনপুট	বিলাসবহুল হোটেল	৬	ওই	এল.আর.জি.	১.৫	৪.৫
	শপিং কিয়স্ক	০.৫	ওই	পি.আই.ডি.ডি.সি.	০.১২৫	০.৩৭৫
মন্দারমণি	শপিং কিয়স্ক	০.৫	ওই	ওই	০.১২৫	০.৩৭৫
	জল ক্রীড়া	৪	ওই	ওই	১	৩
				মোট	**৪৩.৫**	**১৩০.৫**

⇨ **চা বাগান পর্যটন :** দার্জিলিং ও ডুয়ার্স।

⇨ **শহরকেন্দ্রিক পর্যটন :** কলকাতা, সন্নিহিত অঞ্চল এবং রাজ্যের অন্যান্য শহর।

⇨ **বোটানিক্যাল গার্ডেন :** শিবপুর, হাওড়া।

এবার এক নজরে এ রাজ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আগত অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি পর্যটক সংখ্যা এবং সারা ভারতের নিরিখে এ রাজ্যের অবস্থান দেখে নেওয়া যাক সারণি-৩ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ২০০৬ সালের পরে ভারতে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি পর্যটক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও রাজ্যের পর্যটক সংখ্যা উভয় শ্রেণিতেই মোটামুটি স্থিতিশীল। অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক 'পর্যটন' শিল্পের স্বীকৃতিদান এবং ২০০৮ সালে বিশদ পর্যটন শিল্পনীতি ঘোষণার পরেও পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন চিত্রের বিশেষ উন্নতি হয়নি।

সারণি-২
কর্মসংস্থান ও পর্যটন

পর্যটন স্থল	কর্মসংস্থানের সুযোগ
দিঘা	১১৩৭৬৩
শঙ্করপুর	৪১৫৭৪
তাজপুর	৪৩২১২
জুনপুট	২১৭৬২
মন্দারমণি	১১৯৩৪
মোট	**২৩২২৪৫**

সূত্র : আইএল অ্যান্ড অফএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কৃত সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পর্যটন পরিকাঠামো

বিমান যোগাযোগ : কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে

সারা বিশ্বের অসংখ্য গন্তব্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু আছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি নতুন দিল্লি, কলকাতা এবং গুয়াহাটির উড়ান পরিষেবা পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকেও বিমান যোগাযোগ চালু হতে চলেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর, দুর্গাপুর এবং শান্তিনিকেতনের হেলিকপ্টার পরিষেবাও চালু হয়েছে। ফলে বিদেশি এবং অন্যরাজ্যের পর্যটকরা এই পরিষেবার মাধ্যমে অত্যন্ত কম সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

সড়ক যোগাযোগ : রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনস্থলে যাতায়াতের জন্যে এ রাজ্যে দীর্ঘ ন্যাশনাল ও স্টেট হাইওয়ে রয়েছে। রাজ্যের মোট সড়কপথের দৈর্ঘ্য ৯২০২৩ কিমি। ফলে রাজ্যের প্রায় সব পর্যটনস্থল সড়ক পথে সহজগম্য। এছাড়া সুন্দরবনে নদীপথে ভ্রমণের জন্যে আছে মোটর চালিত লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকা। রাজ্যের সড়ক ঘনত্ব প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারের ১০৩.৬৯ কিমি, যা জাতীয় গড় ৭৪.৭ কিমি প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

রেল যোগাযোগ : পশ্চিমবঙ্গের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৬৮১ কিমি। এর মধ্যে ১৭০০ কিমি বিদ্যুতায়িত। হাওড়া, শিয়ালদা এবং উত্তরবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে অনেকগুলি সুপারফাস্ট ট্রেন দেশের নানা প্রান্তের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। রাজ্যের অধিকাংশ পর্যটনকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সরাসরি রেল সংযোগ বিদ্যমান।

বন্দর যোগাযোগ : পশ্চিমবঙ্গে দুটি অত্যাধুনিক বন্দর হল কলকাতা ও হলদিয়া। ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে কার্গো পরিবহণের নিরিখে কলকাতা বন্দর ভারতীয় বন্দরগুলির মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করে।

টেলি যোগাযোগ : রাজ্যের রাজধানী কলকাতার সঙ্গে ভারত তথা সারা বিশ্বের সঙ্গে উপগ্রহের মাধ্যমে অত্যন্ত উচ্চমানের টেলি যোগাযোগ সক্রিয়। রাষ্ট্র অধিকৃত ভিএসএনএল এবং বিএসএনএল-এর পাশাপাশি বিভিন্ন অসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা সমান্তরালভাবে পরিষেবা প্রদান করে।

সরকার অনুমোদিত হোটেল : ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক সুযোগ-সুবিধার মাপকাঠিতে দেশের বিভিন্ন জায়গার হোটেলগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করেছে। ২০০৯ সালের ট্যুরিজম স্ট্যাটিসটিকস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক অনুমোদিত ৩৯টি হোটেল রয়েছে, যেগুলির মোট কামরা সংখ্যা ২৭৯৬। তদুপরি, পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড পরিচালিত অত্যন্ত উচ্চমানের ট্যুরিস্ট লজ রয়েছে এ রাজ্যের অধিকাংশ পর্যটনকেন্দ্রে। এই লজগুলি 'অনলাইন' বুকিং করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন পরিকল্পনা : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য, যেখানে মরুভূমি বাদে প্রকৃতির যত রকম অনন্য নিদর্শন, সবই দেখা যায়। এর মধ্যে চরিত্রে এবং বৈচিত্রে কতকগুলি সম্পদ একেবারে অনুপম এবং অভিনব। যেমন সুন্দরবন বদ্বীপ, দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের চা-বাগান, সমুদ্রতট, উত্তরের পাহাড় এবং অরণ্য। এই প্রাকৃতিক বদান্যতা পশ্চিমবঙ্গকে অন্যান্য রাজ্যের থেকে পর্যটনের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। সরকার

সারণি-৩
অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলক অবস্থান

বছর	রাজ্যে অন্তর্দেশীয় পর্যটক (লক্ষ)	রাজ্যে বিদেশি পর্যটক (লক্ষ)	মোট পর্যটক (লক্ষ)	ভারতে মোট অন্তর্দেশীয় পর্যটক (লক্ষ)	পশ্চিমবঙ্গের অংশ	ভারতে মোট বিদেশি পর্যটক (লক্ষ)	পশ্চিমবঙ্গের অংশ
১৯৯৬	৪৪.৪৯	১.৮৩	৪৬.৩২	১৪০১	৩.১৮%	৫০.০৩	৩.৬৬%
১৯৯৭	৪৫.৭৭	১.৯৪	৪৭.৭১	১৫৯৮	২.৮৬%	৫৫	৩.৫৩%
১৯৯৮	৪৬.৪৫	১.৯৫	৪৮.৪	১৬৮২	২.৭৬%	৫৫.৪	৩.৫২%
১৯৯৯	৪৭.০৩	১.৯৯	৪৯.০২	১৯০৬	২.৪৭%	৫৮.৩	৩.৪১%
২০০০	৪৭.৩৭	১.৯৮	৪৯.৩৫	২২০১	২.১৫%	৫৮.৯	৩.৩৬%
২০০১	৪৯.৪৩	২.৮৪	৫২.২৭	২৩৬৪	২.০৯%	৫৪.৪	৫.২২%
২০০২	৮৮.৪৪	৫.২৯	৯৩.৭৩	২৬৬৯	৩.৩১%	৫১.৬	১০.২৫%
২০০৩	১১৩.০১	৭.০৫	১২০.০৬	৩০৯০	৩.৬৬%	৬৭.১	১০.৫১%
২০০৪	১২৩.৮০	৭.৭৬	১৩১.৫৬	৩৬৬২	৩.৩৮%	৮৩.৬	৯.২৮%
২০০৫	১৩৫.৬৭	৮.৯৬	১৪৪.৬৩	৩৯১৯	৩.৪৬%	৯৯.৫	৯.০১%
২০০৬	১৫৬.০০	৮.৮৬	১৬৪.৮৬	৪৬২৩	৩.৩৭%	১১৭.৫	৭.৫৪%
২০০৭	১৮৫.৮০	১১.৫৪	১৯৭.৩৪	৫২৬৫	৩.৫৩%	১৩২.৭	৮.৭০%
২০০৮	১৯৩.১৪	১১.৩৩	২০৪.৪৭	৫৬২৯	৩.৪৩%	১৪১.১২	৮.০৩%
২০০৯	২০৫.২৮	১১.৮	২১৭.০৮	৫৬৩০	৩.৬৫%	১৪২.১২	৮.৩০%
২০১০	২১০.৭২	১১.৯২	২২২.৬৪	৫৬৩১	৩.৭৪%	১৪৩.১২	৮.৩৩%

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যেসব পর্যটনের উপর গুরুত্ব দিয়ে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নিতে চলেছে, সেগুলি হল:

ক) **প্রকৃতিকেন্দ্রিক পর্যটন :** এই বর্গে আছে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমন্বিত সুন্দরবন পর্যটন, বৃক্ষরোপণ পর্যটন, সাগর এবং সমুদ্রতট নির্ভর পর্যটন, পর্বতকেন্দ্রিক পর্যটন, ইকো ট্যুরিজম, অরণ্য পর্যটন এবং নদী পর্যটন।

খ) **সাংস্কৃতিক পর্যটন :** পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র, তাই সংস্কৃতির টানে শুধু অন্য প্রদেশ নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকেও পর্যটকরা নিয়মিত এ রাজ্যে আসেন। এই প্রবণতাকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে পর্যটককে আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তার মধ্যে মেলা, উৎসব পর্যটন, ঐতিহ্য-নির্ভর পর্যটন, শিল্প-সংস্কৃতি নির্ভর পর্যটন, রন্ধনশৈলী-নির্ভর পর্যটন, চলচ্চিত্র-নির্ভর পর্যটন এবং গ্রাম-ভিত্তিক পর্যটন উল্লেখযোগ্য।

গ) **ধর্মীয় পর্যটন :** ভারত যেহেতু বিভিন্ন ধর্ম ও লোকাচারের পীঠস্থান, তাই ধর্মীয় আবেগ জড়িত উপাসনাস্থলগুলিতে পর্যটকরা যে উৎসাহী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। পরিকল্পনায় তাই স্থান পেয়েছে তীর্থস্থান বা ধর্মীয় স্থানগুলিকে পর্যটকদের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

ঘ) **সমসাময়িক পর্যটন :** অন্যান্য রাজ্য তথা অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পর্যটনের ক্ষেত্রে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ কিছু অভিনব সমসাময়িক পর্যটনের বিকাশের পরিকল্পনা করেছে। আধুনিক পর্যটকদের মনোরঞ্জন এবং মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই পর্যটনের লক্ষ্য। এর মধ্যে আছে শপিং ট্যুরিজম, কনভেনশন ট্যুরিজম, অবসর ও বিনোদন পার্ক ট্যুরিজম, মেডিক্যাল ট্যুরিজম, হাইওয়ে ট্যুরিজম, স্পোর্টস ট্যুরিজম, 'নিজের রাজ্যকে জানুন' ট্যুরিজম ইত্যাদি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের জন্যে মঞ্জুর করা প্রকল্পের সংখ্যা এবং বরাদ্দ করা অর্থের পরিমাণ সারণি ৪-এ দেওয়া হল।

পর্যটকদের প্রকৃতি : পর্যটকরা কোথায় যাবেন, সেটা নির্ভর করে গন্তব্যের প্রকৃতি, যাতায়াতের সুযোগ, পর্যটনস্থলের সুযোগসুবিধা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর। তবে পর্যটকদের মোটামুটি দুটো শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। (১) অভ্যন্তরীণ পর্যটক এবং (২) বিদেশি পর্যটক। ২০০৮-০৯ সালে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পর্যটকরা পশ্চিমবঙ্গে যে টাকা ভ্রমণার্থে খরচ করেন তার ৬০ শতাংশ আবাসের ও ঘোরাঘুরির জন্য (বিদেশিরা ৬৬ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটকরা ৫৯ শতাংশ)। খাবার-দাবারের জন্যে খরচ করার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। স্থানীয় মানুষদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, অভ্যন্তরীণ পর্যটকরা যেখানে মাথাপিছু দৈনিক ১০০০-১৫০০ টাকা ব্যয় করেন সেখানে বিদেশি পর্যটকরা খরচ করেন মাথাপিছু দৈনিক ২০০০-৩০০০ টাকা। রাজ্যের পর্যটন পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনশিল্পে সংকটের কারণ

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনশিল্প এখনও জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে আশানুরূপ গ্রহণযোগ্যতা এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে নানা প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। কিন্তু প্রকল্প ঘোষণার সঙ্গে বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা থাকাও অত্যন্ত জরুরি। কী কী সম্ভাব্য কারণ পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনশিল্প বিকাশের অন্তরায়, সেটা দেখে নেওয়া যাক।

রাজনৈতিক কারণ :

ক) **নেতিবাচক আন্দোলন**

রাজ্যের নানা জায়গায় রাজনৈতিক কারণে 'বন্‌ধ', 'ধমর্ঘট', এ রাজ্যের ভাবমূর্তি অনেকটা ম্লান করেছে। দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স জুড়ে লাগাতার আন্দোলন, পর্যটকদের নেমে যেতে বাধ্য করা, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জুড়ে মাওবাদী সন্ত্রাস তো আছেই, এর পাশাপাশি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির কারণে অকারণে রাজ্য স্তব্ধ করে দেওয়ার ধারাবাহিকতা ভিন্ রাজ্য তথা ভিন্‌দেশি পর্যটকদের বিরূপ করেছে।

খ) **সিন্ডিকেটরাজ**

গাড়ি থেকে হোটেল, ট্র্যাভেল এজেন্ট থেকে ট্যুর অপারেটার—সর্বত্রই সিন্ডিকেট রাজ এমনভাবে শিকড় বিস্তার করেছে যে পর্যটকরা প্রতিযোগিতামূলক দামে পছন্দের অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটছে যে, পর্যটকের পছন্দের গন্তব্যকে উপেক্ষা করে সিন্ডিকেট বা ট্যুর অপারেটারদের পছন্দকে মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

এছাড়া পর্যটনশিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেও এই সিন্ডিকেটরাজ রীতিমতো আতঙ্কের। শ্রমিক নিয়োগ, কাঁচামাল সংগ্রহ, নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়, প্রয়োজনীয় জমির লিজ সর্বত্রই সিন্ডিকেটের দাপাদাপির কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই শিল্পে বিনিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছেন। গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার মতো চালু হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতেও কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের দাদাগিরি এবং অন্যায় দাবি-দাওয়ার ফলে এ রাজ্যে পর্যটনশিল্পে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন ব্যবসায়ীরা। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে বিকাশ, মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা।

সারণি-৪
রাজ্যে পরিকল্পনা-ভুক্ত পর্যটন প্রকল্প

২০০৮-২০০৯		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১	
মঞ্জুর হওয়া প্রকল্পের সংখ্যা	মঞ্জুর হওয়া অর্থ (কোটি টাকায়)	মঞ্জুর হওয়া প্রকল্পের সংখ্যা	মঞ্জুর হওয়া অর্থ (কোটি টাকায়)	মঞ্জুর হওয়া প্রকল্পের সংখ্যা	মঞ্জুর হওয়া অর্থ (কোটি টাকায়)
১০	৩৭.৯৪	০৭	২৮.৩৭	০৮	২২.০২

সূত্র : ইন্ডিয়া ট্যুরিজম স্ট্যাটিসটিকস-২০১০

গ) **সরকারি জমিনীতি**

পর্যটনশিল্পকে আকর্ষণীয় করতে যে ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন, তার জন্যে দরকার যথেষ্ট পরিমাণ জমির।

যদিও রাজ্য সরকার জমি ব্যাংকের কথা ঘোষণা করেছে, কিন্তু পর্যটন ক্ষেত্রের জন্যে উপযুক্ত প্রকৃতির ও পরিমাণের জমির প্রয়োজন এই জমি ব্যাংক মেটাতে পারবে কি না, সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

সামাজিক কারণ :

ক) **পর্যটকদের সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের মনোভাব :** পর্যটকদের আচরণের এবং খাদ্যাভ্যাসের ভিন্নতাকে উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষদের অনীহা দেখা যায়। এছাড়া 'অতিথি দেব ভব'—এই আদর্শের পরিবর্তে নিছক মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে এবং বাড়তি লাভের আশায় পর্যটকদের সঙ্গে তঞ্চকতা করার প্রবণতাও পর্যটকদের বিরূপ করে তোলে। বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের অসাধু ব্যবসায়ীরাও পর্যটকদের ঠকাচ্ছেন। ফলে পর্যটকরা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

খ) **অশিক্ষা :** বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকায় পর্যটকদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া বিদেশি ও ভিন্ রাজ্যের ভাষা, বিশেষত ইংরেজি ও হিন্দিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা না থাকায় পর্যটকদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানও বিঘ্নিত হয়। ফলে স্থানীয় ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ পর্যটকরা এ রাজ্যের কোথাও কোথাও ঠিক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না।

গ) **পেশাদারিত্বের অভাব :** পর্যটকদের আস্থা এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যে পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন, এ রাজ্যে পর্যটনশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মধ্যে তার একান্তই অভাব। ফলে প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজ্যের সাপেক্ষে এ রাজ্য অনেকটাই পিছিয়ে।

ঘ) **পরিচ্ছন্নতার অভাব :** এ রাজ্যের অধিকাংশ পর্যটনস্থলের যে কারণটি পর্যটকদের সবচেয়ে বেশি হতাশ করে, তা হল অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। একদিকে যেমন পর্যটনস্থলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, অপরদিকে নাগরিক ও পর্যটকদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতাও অত্যন্ত জরুরি। আর যেটা দরকার সেটা হল স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত নজরদারি।

নিরাপত্তাজনিত কারণ :

ক) **রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনার পুনরাবৃত্তি :** এ রাজ্যে উপর্যুপরি ঘটে যাওয়া অপরাধমূলক ঘটনাসমূহ, বিশেষত, মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনার জেরে সার্বিকভাবে রাজ্য সম্পর্কে একটা ভীতি তৈরি হয়েছে।

খ) **পর্যটকদের ওপর আক্রমণ :** রাজ্যে পর্যটকদের উপর বেশ কিছু আক্রমণের ঘটনায় এ রাজ্যে পর্যটকরা আগ্রহ হারাচ্ছেন। সুন্দরবনে একাধিকবার পর্যটকদের উপর ডাকাতের হামলা কিংবা বিদেশি পর্যটকদের উপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা এ রাজ্যের পর্যটনের উপর যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

গ) **প্রতারণা :** একশ্রেণির দালাল চক্র এবং কিছু ভুঁইফোঁড় পর্যটন সংস্থার দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে পর্যটকরা প্রতারিত হচ্ছেন। পর্যটকদের পছন্দ অনুযায়ী পর্যটনের ব্যবস্থা না করা, চুক্তির বাইরে বেশি টাকার দাবিতে পর্যটকদের হেনস্থা করা, এমনকী টাকাপয়সা নিয়ে পর্যটকদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে আকছার। এসব ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের গড়িমসি পর্যটকদের হতাশ করেছে।

অর্থনৈতিক কারণ :

রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে একদিকে যেমন পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে যথেষ্ট অর্থবরাদ্দ সম্ভব হচ্ছে না, অপরদিকে শিল্পের ব্যাপারে সরকারের নেতিবাচক মনোভাবের ধারণা সম্ভাব্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ প্রতিযোগিতামূলক পরিকাঠামো নির্মাণ পর্যটন শিল্পের বিকাশের প্রাথমিক শর্ত।

ক) **প্রভাব ও বিপণনে পেশাদারিত্বের অভাব :** রাজ্যের পর্যটনচিত্রকে জনমানসে তুলে ধরবার জন্যে যে ধরনের পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন, এ রাজ্যে তার বড়ই অভাব। একদিকে দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর সম্পর্কে লাগাতার প্রচার যেমন দরকার, অপরদিকে ওই স্থান সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, পর্যটকদের জন্য থাকার জায়গা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা যাতে অনলাইনে অতিসহজে বুকিং করা যায়, সে পরিকাঠামো নিশ্চিত করার পাশাপাশি পর্যটক সচেতনতা সৃষ্টি ও একটা বড় কাজ। বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যের পর্যটন চিত্রের পরিবেশনশৈলী দেখলে এ বিষয়ে এ রাজ্যের দীনতা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা : এ রাজ্যে বেশিরভাগ পর্যটনকেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি বিমান, রেল, এমনকী সড়ক যোগাযোগ নেই। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পর্যটক আকৃষ্টকারী জায়গাগুলোয়। ফলে ওই সব জায়গায় পর্যটকরা অনুমোদনহীন ভ্রমণ সংস্থার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। এতে একদিকে যেমন ঝুঁকি থাকে, অপরদিকে খরচও বেশি হয়। সহজলভ্য প্যাকেজ ট্যুর, অবশ্যই সরকারিভাবে বা সরকার অনুমোদিত ভ্রমণসংস্থার মাধ্যমে করা সম্ভব হলে পর্যটকরা আকৃষ্ট হবেন।

গ) দক্ষ গাইডের অভাব : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনস্থলে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত নানা ভাষায় পারদর্শী গাইডের বড়ই অভাব। ফলে অনেক সময় পর্যটক স্থানীয় অদক্ষ মানুষের দ্বারা প্রতারিত বা হয়রানির শিকার হন।

পরিশেষে যে কথা বলা প্রয়োজন, সেটা হল, উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতা বা অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করা সম্ভব হলে শুধুমাত্র পর্যটন শিল্পের মাধ্যমেই এ রাজ্যে সৃষ্টি হতে পারে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ। চাঙ্গা হতে পারে বাজার অর্থনীতি ও সরকারি কোষাগার।❑

[লেখক ফ্রিল্যান্সার।]

ঋণস্বীকার : আই এল এন্ড এফ এম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের সমীক্ষাপত্র।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা

ভারতের পর্যটন শিল্পের বর্তমান সার্বিক ছবি, সামনে থাকা নানা সমস্যা এবং তার সমাধানের দিশানির্দেশ তুলে ধরা হয়েছে **প্রেম সুব্রমানিয়াম***-এর এই নিবন্ধে। জোর দেওয়া হয়েছে দ্বাদশ পরিকল্পনার পর্যটন সংক্রান্ত সুপারিশগুলির সুসমন্বিত রূপায়ণের ওপর।*

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সর্বাত্মক বিকাশে পর্যটনের যে অমিত সম্ভাবনা আছে, ভারত এখনও তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারেনি। বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করে বিদেশি মুদ্রা অর্জনই আগে ভারতের পর্যটন নীতির মূল লক্ষ্য ছিল। দ্বাদশ পরিকল্পনায় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়ে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার ধারণা মতো পর্যটনকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নথিতে বলা হয়েছে, "সর্বাত্মক, সুস্থিত ও দ্রুত বিকাশের যে লক্ষ্য দ্বাদশ পরিকল্পনায় নেওয়া হয়েছে, তা অর্জনে পর্যটনক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দারিদ্র দূরীকরণের এ এক শক্তিশালী হাতিয়ার। একজন দরিদ্র প্রান্তিক ব্যবসায়ীর পক্ষে পণ্য ও পরিষেবার বাজারের নাগাল পাওয়া বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু পর্যটন এই অসুবিধা থেকে মুক্ত। এখানে গ্রাহক নিজেই দোরগোড়ায় চলে আসেন, ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর খরচাও বাঁচে। তবে এই সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে ভারতীয় পর্যটনক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেবার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। এজন্য চাহিদা ও জোগান—দু'দিকের প্রতিবন্ধকতাই দূর করা দরকার। বিদেশি পর্যটকরা ছাড়া, ভারতের অভ্যন্তরীণ পর্যটন বাজারও যথেষ্ট বড়। এই বাজারের জন্য বিভিন্ন দামের এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য গড়ে তুলতে হবে। বিদেশি পর্যটকদের জন্য বানানো সাধারণ প্যাকেজে এই বাজার ধরা সম্ভব নয়। উদ্ভাবনী প্রকাশ রয়েছে, এমন নতুন পর্যটন পণ্য দরকার। অর্থাৎ জোগানের দিক থেকে বললে, নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্র ও সার্কিট গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণে একটি সার্বিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। এর পরিপূরক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে দক্ষ মানবসম্পদ, যা পর্যটকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে পারবে। একইভাবে চাহিদার দিকে, দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পর্যটন-বিপণন কৌশল প্রণয়ন করা দরকার, যা তথ্যের অসম্পূর্ণতা ঘুচিয়ে 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া' নির্মাণে সহায়ক হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে গন্তব্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সকলেই খরচের কথা মাথায় রাখেন। শুল্ক ও করের বোঝা যাতে পর্যটকদের ওপর বেশি না পড়ে, তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পর্যটন সংক্রান্ত কর ধার্য করা উচিত। পর্যটন সার্কিট উন্নয়নে সার্বিক পরিকল্পনার রূপায়ণ ও 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া' নির্মাণের ভার উল্লম্বভাবে সরকারের বিভিন্ন স্তরে এবং অনুভূমিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। সেজন্য স্বচ্ছ ও কার্যকর নীতি, নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো, উৎসাহদানের যথাযথ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের কাজের মধ্যে সুসমন্বয় ঘটাতে সক্ষম সুপটু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১২-১৭) পর্যটন মন্ত্রকের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৫১৯০ কোটি টাকা। এছাড়া 'ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সট্রা বাজেটারি রিসোর্সেস' বা IEBR-এর ১৫৫ কোটি টাকাও রয়েছে।

পরিকল্পনা পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও পর্যটনের ক্ষেত্রে তার রূপায়ণ কিন্তু বরাবরই দৃষ্টিকটু রকমের দুর্বল।

সুশাসন সুনিশ্চিত করতে গেলে যে সবার আগে একটা মজবুত মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার, তা সর্বজনস্বীকৃত। 'যার মূল্যায়ন করা যায় না, তা সঠিকভাবে পরিচালনা করাও সম্ভব নয়'—এই আপ্তবাক্যকে এখনও আমরা আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলতে পারিনি।

উদাহরণ হিসাবে পর্যটন মন্ত্রকের প্রকাশ করা তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ২০১৩ সালের শেষে ভারতে অনুমোদিত ১২৪২টি হোটেলে ঘরের মোট সংখ্যা ছিল ৭৬৮৫৮টি। সুতরাং এক বছরে মোট 'রুম নাইট'-এর সংখ্যা ৭৬৮৫৮ × ৩৬৫, যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৮০ লক্ষের মতো। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ বিদেশি পর্যটক আসেন, দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা ১১৪ কোটি ৭০ লক্ষের মতো। বিদেশি পর্যটকদের ব্যয়ের পরিমাণ ৫১৫৮৭ কোটি, অর্থাৎ মাথাপিছু ৭,৩৭,০০০ টাকা (ইন্ডিয়া ট্যুরিজম স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাট এ গ্লান্স—২০১৩)। এই তথ্যের পাশাপাশি HVS FHRAI-এর বার্ষিক সমীক্ষাকে রাখলে দেখা যাবে, ভারতের সংগঠিত হোটেল ব্যবসাক্ষেত্র ২০ শতাংশেরও কম বিদেশি পর্যটককে আতিথ্য দেয়। দেশীয় পর্যটকদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ০.০৫ শতাংশ।

এই তথ্য সত্য হলে অসংগঠিত পর্যটন ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে আনা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছেই এক বড় চ্যালেঞ্জ।

অন্যান্য দেশের পর্যটন পরিসংখ্যান বিশদে দেখলে বোঝা যায়, আমাদের এখনও অনেক পথ হাঁটা বাকি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যটন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। একজন পর্যটকের ভ্রমণের বিভিন্ন পর্যায় থেকে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করি, কিন্তু সেগুলি যথাযথভাবে সংযুক্ত করে পর্যটনক্ষেত্রের একটি সঠিক প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করা হয়ে ওঠে না। আমরা যা প্রকাশ করি, তার থেকে অনেক বেশি গোপন করতে ব্যস্ত থাকি।

২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশের যে ১২০টির মতো স্মারকস্থল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (ASI) তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং টিকিট কেটে ঢুকতে হয়, সেগুলিতে প্রায় ৩০ লক্ষ বিদেশি ও ৪ কোটি ৬০ লক্ষ দেশীয় পর্যটক এসেছিলেন। বিদেশিদের কাছে সবথেকে জনপ্রিয় ১০টি স্মারকস্থলের ৭টিই দিল্লি ও আগ্রায় অবস্থিত। টিকিট বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের ৬৫ শতাংশ এগুলি থেকে এসেছে। দিল্লি ও আগ্রায় যাঁরা প্রথমবার গেছেন, তাঁরা এই ৭টির মধ্যে অন্তত ৫টি স্মারকস্থল ঘুরে দেখবেন, এমনটা ধরে নেওয়াই যায়। শুধু তাজ দেখতেই যান প্রায় ৫ লক্ষ বিদেশি পর্যটক। ঐতিহ্যশালী সৌধই যদি আমাদের বিশেষ বিপণন কৌশল হয়, তাহলে তার প্রদর্শনে এত গাফিলতি কেন? এই সব জায়গায় খাওয়া-দাওয়া, কেনাকাটা, বিনোদন, অংশগ্রহণমূলক কাজকর্মের কোনও ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ পর্যটকরা চাইলেও এখানে অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। আমাদের অনেক অসাধারণ গাইড আছেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই দোকানগুলির কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করায় পর্যটকদের অভিজ্ঞতা মধুর হয় না। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এই সৌধগুলির নিয়ন্ত্রক হিসাবে একশো বছরেরও পুরনো নীতি-নির্দেশিকা মেনে চলে। সৌধের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তাদের রীতি হল সেখানে বেড়া দেওয়া কৃত্রিম ঘাসের লন তৈরি করে ফেলা।

প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি এই প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন হতে পারে? দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালা কিংবা যোধপুরের মেহরানগড় দুর্গ এক্ষেত্রে বিরল ব্যতিক্রম।

শেষ কবে নিজের শহরে কোন সংগ্রহশালায় গেছেন—ভারতের কোনও সাধারণ নাগরিককে এই প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর কী হতে পারে? হয় তিনি বলবেন, স্কুলে পড়ার সময়ে গিয়েছিলেন অথবা বাইরে থেকে ঘুরতে আসা কাউকে সঙ্গ দিতে তাঁর সংগ্রহালয় যাওয়া। তবে একজন নাগরিক যে নিজের শহরের কোনও দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতেও আগ্রহী হতে পারেন, দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির তার নিদর্শন।

বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ খরচ হয় প্রচারে। আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলাগুলিতে যোগ দিতে হয়, যেখান থেকে পর্যটক আসার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে অফিস খুলতে হয়। কিন্তু যে খরচ করা হচ্ছে, তার যথাযথ প্রতিদান আসছে কি না, তা নিয়ে কি আমরা কখনও ভেবেছি? পর্যটন মেলাগুলিতে আমরা যোগ দিই যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই। কজন নতুন ট্যুর অপারেটর ভারতে ঘোরানোর ভ্রমণসূচি প্রকাশ করেন? তাতে যাত্রার দিনগুলি, পর্যটক গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা, গন্তব্যস্থলের সংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলি থাকে?

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে আমাদের টার্গেট গ্রুপ কারা? এটা কি কেবলই বরাদ্দ অর্থ খরচের একটা পদ্ধতি? আগ্রহী সম্ভাব্য পর্যটকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিতে চেয়ে কটা প্রশ্ন আসে? তাদের মধ্যে কতগুলো চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়?

আমাদের ওয়েবসাইটগুলো কতটা ভালো? সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা কতটা তৎপর? পর্যটন বাজার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কতটা? তার বিভাজিত স্তরগুলি সম্পর্কে আমরা কতটা ওয়াকিবহাল? কেবল সৈকত পর্যটনের সাধারণ প্রবণতার ওপর নির্ভর করে বসে না থেকে কেরালা ও গোয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের পার্থক্য একজন পর্যটকের সামনে তুলে ধরা দরকার। মূলধন নিবিড় বড় হোটেলগুলির ওপর গোয়ার স্থানীয় মানুষজন প্রসন্ন নন। কিন্তু ভরা মরশুমে স্থানাভাবে পর্যটকরা এমনকী ছোট ঝুপড়িও ভাড়া নেন। এতে সস্তার পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গোয়ার নাম যেমন ছড়িয়েছে, তেমনি অন্যদিকে অপরাধ, মাদক ও দেহব্যবসাও বেড়ে গেছে। কেরালা পর্যটন মানচিত্রে ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কেরালা ট্র্যাভেল মার্ট, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। বর্ষার সময়ে পর্যটক টানতে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে 'চ্যাসিং দ্য মনসুন' শীর্ষক যে প্রচার চালানো হয়, তাও চমৎকার।

চীনকে যদি আমাদের সবথেকে সম্ভাবনাময় পর্যটন বাজার হিসাবে ধরে নিই, তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে, এই বাজার ধরতে আমরা সুনির্দিষ্ট কী পদক্ষেপ নিয়েছি? অন্যান্য দেশগুলি কিন্তু পরিকল্পিত লক্ষ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে। রামায়ণকে ভিত্তি করে শ্রীলঙ্কা যে সুপরিকল্পিত পর্যটন নীতি নিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সে দেশ সফরের সময়ে সম্প্রতি তা ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা কতটা, সে বিষয়ে সাধারণ ধারণা গত কয়েক বছরে বেশ খারাপ হয়েছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (NCR) পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমা তারই প্রতিফলন। নিকাশি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়েও অনেকের মতে আশঙ্কা রয়েছে। দ্বাদশ পরিকল্পনাতেও এই বিষয়গুলির ওপর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে পুর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ফুয়াদ লোখান্ডওয়ালার অক্লান্ত প্রয়াসে সর্বজনীন শৌচাগারগুলির চমকপ্রদ উন্নতি হয়েছে। পর্যটকদের প্রতি ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আমির খানের টিভি-তে করা প্রচারাভিযান বেশ কাজ দিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত প্রচার চালানো যেতে পারে। পর্যটন কীভাবে কৃষিক্ষেত্রের সুবিধায় আসতে পারে, তা স্পষ্ট করে দেখানো হলে সরবরাহ শৃঙ্খল আরও মজবুত হবে। কেরালায় কুদুমবাশ্রী, রজার ল্যাঙবোরের ফরাসি সংস্থা, সুরিন্দার ভু-এর তরফে এই কাজটাই করা হয়েছে। এমন আরও উদ্যোগ প্রয়োজন।

পর্যটন, প্রত্যন্ত এলাকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরিকাঠামোতেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা

করে বিভিন্ন দক্ষতার অসংখ্য সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটি নিয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনার নথিপত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ কীভাবে পাওয়া যেতে পারে, তাও সেখানে বলা হয়েছে। 'হুনার যে রোজগার' শীর্ষক প্রকল্পে সরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। এটি সঠিকভাবে রূপায়িত হলে কৃষকরা একে কৃষি আয়ের অতিরিক্ত হিসাবে গ্রহণ করবেন। পর্যটন মন্ত্রক একবার রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কার্যক্রম UNDP-র আওতায় ৩৯টি গ্রামীণ এলাকায় এমন একটা প্রয়াস নিয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি।

পর্যটন, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এক ব্যবসা। এখানে সঠিক পর্যটককে পেতে মূল্য সংক্রান্ত ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটনকে বলা হয় দারিদ্রের সমুদ্রের মধ্যে বিলাসিতার এক দ্বীপ। প্রতিটি স্তরেই এর ওপর অত্যন্ত উঁচু হারে কর বসানো হয়। যেমন ধরুন, পাঁচতারা হোটেলে খাবারের মূল্যের ৪০ শতাংশই কর ও অন্যান্য শুল্ক। তবুও অনেক ক্ষেত্রেই পর্যটকরা বিদ্যুৎ, জল ও বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার সুবিধা পান না। একইভাবে পর্যটকবাহী গাড়িগুলিকে মহাসড়কে চড়া হারে আন্তঃরাজ্য কর দিতে হলেও প্রাপ্ত সুবিধা যথেষ্ট নয়। জাপানের মহিলাদের ভারতে গিয়ে বেশি জল না খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতে সর্বজনীন শৌচাগারে যাবার থেকেও জল না খেয়ে থাকার শারীরিক কষ্ট ভোগ করা শ্রেয় বলে তাঁদের বোঝানো হয়।

নতুন পর্যটকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে গেলে আমাদের মানের আমূল উন্নয়ন ঘটাতে হবে। শহুরে উচ্চবিত্ত নাগরিকরা দেশের কোথাও ঘোরার বদলে বিদেশে যেতে পছন্দ করেন। এজন্যই বিদেশ ভ্রমণের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মান সুনিশ্চিতকরণ কর্মসূচি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় ও বিদেশি লগ্নিকারীদের আকর্ষণের জন্য পরিবেশ আরও বিনিয়োগ-অনুকূল করে তোলা দরকার। বর্তমানে কেবলমাত্র বাছাই করা শহরগুলিতে হোটেল ব্যবসায় লগ্নিকারীদের আগ্রহ রয়েছে। অধিকাংশ সুপরিকল্পিত শহরে ক্যাম্পাসের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে সংস্কৃতি, খাদ্য ও হস্তশিল্পের সংযুক্তিকরণের চেষ্টা চালানো হয়। দেওয়া হয় পার্কিং, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিস্রুত পানীয় জলের মতো বিভিন্ন পরিষেবা। এগুলির ফলে কর ধার্যের যৌক্তিকতা নাগরিকদের সামনে তুলে ধরা যায়। প্রাক্-সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন দ্রুত প্রস্তুত হয়, নানা আইনি সংস্থান পূরণে পাওয়া যায় আগাম অনুমোদন। সব মিলিয়ে প্রকল্প সম্পাদনের সময় অন্তত ২৫ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

যেকোনও নীতিকৌশলের সার্থক রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো থাকা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতে এর অভাব চোখে পড়ে। কেন্দ্র ও রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকলেও জেলাস্তরে পর্যটন পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে স্বচ্ছতার একান্ত অভাব। যে সামান্য কয়েকটি দেশে পেশাদারদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কার্যকর কাঠামো নেই, ভারত তাদের অন্যতম। যেসব আমলা অন্যান্য মন্ত্রক থেকে বদলি হয়ে আসেন, তাঁরা করদাতাদের টাকায় বিশ্বভ্রমণের সুযোগ হিসাবে পর্যটন মন্ত্রককে দেখেন। তাঁদের কাজে দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতার বালাই থাকে না। পর্যটকরা ভিসা, বিমানযাত্রা, স্বাস্থ্যবিধি, আমদানি নিয়ন্ত্রণ সহ নানা কারণে স্বরাষ্ট্র, অসামরিক বিমান পরিবহণ, স্বাস্থ্য, অর্থ, পরিবেশ, বাণিজ্য প্রভৃতি মন্ত্রকের ওপর নির্ভরশীল। তাই পর্যটনের ক্ষেত্রে মজবুত আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয় অপরিহার্য।

পৌঁছনোমাত্র ভিসা (ভিসা অন অ্যারাইভাল) পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে এক সুসমন্বিত পদক্ষেপ। জঙ্গি মোকাবিলার সঙ্গে আপস না করেও পর্যটকদের এই সুবিধা দেওয়া যায়। মজার কথা হল, ইংরাজি 'terrorist' শব্দ থেকে 'error' বর্ণগুলি বাদ দিয়ে 'our' যোগ করলে 'tourist' শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্মীরে আমরা এর উলটোটা করেছি। যার দরুন আমাদের অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই নতুন থিম আনা হচ্ছে, বাজার সমীক্ষা ঠিকমতো করা হচ্ছে না, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে পর্যটকের কাছে পৌঁছনোর খরচ নিরূপণে শৈথিল্য থাকছে। অথচ এগুলিই বিপণনের মূল ভিত্তি। সচেতনতা প্রসারে সুসমন্বিত কৌশল, দ্রুত কার্য সম্পাদন এবং পর্যটকদের কাছে বারবার পর্যটনস্থলগুলি তুলে ধরা দরকার। 'অতুল্য ভারত' প্রচারাভিযান, সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। এই অভিযান যাতে অর্থপূর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে, সেদিকে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। পুরস্কার জেতা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ব্যবসা পাওয়া। ক্রিকেট এবং সিনেমার মতো ভারতে অনেক স্বঘোষিত পর্যটন বিশেষজ্ঞ আছেন, যাদের উঁচু গলার জোরে বিশেষজ্ঞ পেশাদারদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। দ্বাদশ পরিকল্পনার সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময় এবং এগুলির কার্যকর রূপায়ণের একটি মঞ্চ অবিলম্বে প্রস্তুত হওয়া দরকার।❑

[লেখক বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের "স্বর্ণ অন্ধ্র ২০২৯" প্রকল্পের সঙ্গে উপদেষ্টা রূপে যুক্ত আছেন।

emial : premsubramaniam@yahoo.com]

পর্যটনশিল্পের বিকাশে কিছু সরকারি পদক্ষেপ

ভারত নানাভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রকৃতি একে অকৃপণভাবে ঢেলে সাজিয়েছে নানা উপকরণ দিয়ে। ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছে ভারতকে নানা পর্বে আর একাধিক ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট তীর্থস্থান দর্শনে যুগ যুগ ধরে এসেছে বহু মানুষ। অর্থাৎ দর্শনীয় এক দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ, পর্যটকদের পরম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু ভারতে পর্যটনের বিকাশ সেভাবে হয়নি। অথচ পর্যটনক্ষেত্র দেশের আর্থিক পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি ঘটাতে পারে। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে সরকার নড়ে-চড়ে বসেছে, নেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখছেন **শান্তনু পালধি।**

যে কোনও দেশে, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশ ও রাজ্যে যেখানে নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের এত সমাহার, পর্যটন ও পর্যটন বিকাশের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পর্যটন হচ্ছে এমন একটি শিল্পক্ষেত্র, যার বিকাশ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমাজের সব অংশকেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এটা সম্ভব হয় প্রধানত দুটি কারণে। একদিকে এই ক্ষেত্র কর্মসংস্থানের চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে এই ক্ষেত্র পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পর্যটন এমন একটি শিল্প যার প্রগত সংযোগ (backward linkage) ও পরাগত সংযোগ (forward linkage) অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে। খুব সহজেই আমরা বুঝি, পর্যটনের বিকাশে পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই কাজে কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ তৈরি হয়। একইভাবে পরিকাঠামো উন্নত হওয়ার পর পর্যটনের যে সুবিধা বা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকে কেন্দ্র করেও বিভিন্নভাবে পরিষেবা-সহ অর্থনীতির নানান ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির ওপর পর্যটনক্ষেত্রের প্রভাব বহুগুণ ও বহুমাত্রিক। আমাদের দেশে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) পর্যটনের অবদান বা অংশ প্রায় ৭ শতাংশ। ২০০৯-১০-এর দ্বিতীয় 'ট্যুরিজম স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট অব ইন্ডিয়া' (TSA) ও তৎপরবর্তী হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে, পর্যটনের অংশ ছিল ৬.৭৬ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৮৮ শতাংশে।

পর্যটনক্ষেত্রের বিকাশ, প্রসার ও গুরুত্ববৃদ্ধির পক্ষে একটি অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। বিদেশি পর্যটকদের আগমনের বিষয়টির ওপর যদি লক্ষ রাখি, তবে দেখতে পাব ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ পর্যন্ত সাধারণভাবে এদেশে বিদেশি পর্যটকদের আসা বেড়েছে। শুধু ২০০১ ও ২০০২ সালে এবং সাম্প্রতিক কালে ২০০৯ সালে, এদেশে আগত বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা, তার আগের বছরের তুলনায় কম হয়েছিল। ২০০৯ সালে এর অন্যতম কারণ যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, এমনটা মনে করা যেতেই পারে।

একইভাবে ওই বছরগুলিতে (২০০১, ২০০২, ২০০৯), পর্যটনক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রা উপার্জনও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় (২০০০, ২০০১, ২০০৮) কমেছে। ২০০১ ও ২০০২ সালে ভারতীয় টাকা ও মার্কিন ডলার এই দুয়ের অঙ্কেই বিদেশি মুদ্রার উপার্জন হ্রাস পেয়েছিল। ২০০৯ সালে ভারতীয় টাকার অঙ্কে ওই আয় ৪.৭ শতাংশ বাড়লেও মার্কিন ডলারের অঙ্কে ৫.৯ শতাংশ হ্রাস পায়।

আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমনের (ITA) নিরিখে সারা বিশ্বে ভারতের অংশ ১ শতাংশেরও কম (০.৬৪ শতাংশ) এবং ক্রমিকস্থান ৪২তম (২০১৩)। এমনকী এক্ষেত্রে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও ভারতের অংশ মাত্র ২.৮১ শতাংশ, ক্রমিক স্থান একাদশ (২০১৩)।

ভারতে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভৌগোলিক বৈচিত্র ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, যা তার ভাষা, রন্ধনশৈলী, ঐতিহ্য, পরম্পরা, সংগীত, নৃত্য, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিল্পকলার মধ্যে প্রতিফলিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিদেশি পর্যটকদের আগমন বাড়লেও পর্যটনক্ষেত্রে এদেশের অনেক সম্ভাবনাই এখনও বিকশিত হয়নি, সেটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্বে এবং এশীয় ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও সেই অনুমানকে যাথার্থ্য দেয়।

বিশ্বের দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক পর্যটকরা যান। এই সব দেশের প্রথম দশটির মধ্যেও ভারত নেই। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক পর্যটনবাবদ উপার্জনকারী দেশগুলির মধ্যেও ভারতের স্থান প্রথম দশটির মধ্যে নেই। ডলারের অঙ্কে আন্তর্জাতিক পর্যটন বাবদ বিশ্বের দেশগুলি যা উপার্জন করে তাতে ভারতের অংশ ২ শতাংশেরও কম (১.৫৯ শতাংশ)। আরও অস্বস্তিদায়ক যে চিত্রটা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা হল যে দশটি দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটক ভারতে আসেন, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় ও শ্রীলঙ্কা চতুর্থস্থানে

রয়েছে। প্রতিবেশী অন্য কোনও দেশ, সার্কভুক্ত বা সার্কের বাইরে, এই প্রথম দশটি দেশের মধ্যে নেই। বিষয়টি গভীরতর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এদেশে পৌঁছানো মাত্র বিদেশিদের ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা ৪৪টি দেশের নাগরিকদের জন্য চালু করা হয়েছে। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান বলছে এ ধরনের ভিসা যাদের মঞ্জুর করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ২০২৯৪। বিদেশি পর্যটকদের ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণের ব্যাপারে দেখা যাবে যে এক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকেরা যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সফর করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র ও দশম স্থানে গোয়া (সারণি-১)। কিন্তু লক্ষণীয় হল যেখানে এই বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের ২০.৮ শতাংশ হয়েছে মহারাষ্ট্রে, সেখানে গোয়ার ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা মাত্র ২.৫ শতাংশ (২০১৩)। পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষষ্ঠ এবং শতাংশের হিসাবে ওই রাজ্যের অনুপাত মাত্র ৬.২। অথচ সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা রয়েছে বিদেশি পর্যটকদের সফর গোয়ার মতো রাজ্যে অনেক বেশি হয়, পশ্চিমবঙ্গে হয় কম। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে থাকার একটি কারণ অবশ্যই শহর হিসাবে, বিদেশি পর্যটকদের প্রবেশদ্বার হিসাবে মুম্বই-এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। কিন্তু এই পর্যটকদের একটা বড় অংশের সফর কেন প্রতিবেশী গোয়াতে হল না এই বিষয়টি আমাদের যথেষ্ট কৌতূহলী করে।

দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণের ব্যাপারেও দেখা যাবে শতাংশের অনুপাতে প্রথম ১০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু (২১.৩ শতাংশ) ও দশম স্থানে ছত্তিশগড় (২ শতাংশ) (সারণি-২)। পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম (২.২ শতাংশ)। ওই প্রথম দশটির মধ্যে প্রথম চারটি রাজ্য, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের ভাগেই রয়েছে ৬৩ শতাংশ। আবার যে মহারাষ্ট্র বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ছিল, দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে তার স্থান পঞ্চম। তবে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ, আগ্রহ ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্নতার কথা মনে রাখলে, এতে অস্বাভাবিকতা হয়তো নেই। কিন্তু দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণের নিরিখে একটা বিষয় স্পষ্ট যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশ সব রাজ্যে সমানভাবে হয়নি।

উন্নত পরিকাঠামো পর্যটনের বিকাশে একটা বড় ভূমিকা নেয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি পর্যটকদের থাকা ও ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা সমান জরুরি। অথচ দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণের যে পরিসংখ্যান আমরা পেয়েছি, তাতে দেখা যাচ্ছে উন্নত পরিকাঠামো

সারণি-১
২০১৩ সালে বিদেশি পর্যটকদের সফরে প্রথম ১০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অংশ

ক্রমিক স্থান	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	২০১৩ সালে বিদেশি পর্যটকদের সফর (আনুমানিক)	
		সংখ্যা	শতাংশের হারে অংশ
১.	মহারাষ্ট্র	৪১৫৬৩৪৩	২০.৮
২.	তামিলনাড়ু	৩৯৯০৪৯০	২০.০
৩.	দিল্লি	২৩০১৩৯৫	১১.৫
৪.	উত্তরপ্রদেশ	২০৫৪৪২০	১০.৩
৫.	রাজস্থান	১৪৩৭১৬২	৭.২
৬.	পশ্চিমবঙ্গ	১২৪৫২৩০	৬.২
৭.	কেরালা	৮৫৮১৪৩	৪.৩
৮.	বিহার	৭৬৫৮৩৫	৩.৮
৯.	কর্ণাটক	৬৩৬৩৭৮	৩.২
১০.	গোয়া	৪৯২৩২২	২.৫
	প্রথম ১০টি রাজ্যের যোগফল	১৭৯৩৭৭১৮	৮৯.৯
	অন্যান্য	২০১৩৩০৮	১০.১
	মোট	১৯৯৫১০২৬	১০০.০

সূত্র : রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পর্যটন বিভাগ

সারণি-২
২০১৩ সালে দেশীয় পর্যটকদের সফরে প্রথম ১০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অংশ

ক্রমিক স্থান	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	২০১৩ সালে দেশীয় পর্যটকদের সফর (আনুমানিক)	
		সংখ্যা	শতাংশের হারে অংশ
১.	তামিলনাড়ু	২৪৪২৩২৪৮৭	২১.৩
২.	উত্তরপ্রদেশ	২২৬৫৩১০৯১	১৯.৮
৩.	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৫২১০২১৫০	১৩.৩
৪.	কর্ণাটক	৯৮০১০১৪০	৮.৬
৫.	মহারাষ্ট্র	৮২৭০০৫৫৬	৭.২
৬.	মধ্যপ্রদেশ	৬৩১১০৭০৯	৫.৫
৭.	রাজস্থান	৩০২৯৮১৫০	২.৬
৮.	গুজরাত	২৭৪১২৫১৭	২.৪
৯.	পশ্চিমবঙ্গ	২৫৫৪৭৩০০	২.২
১০.	ছত্তিশগড়	২২৮০১০৩১	২.০
	প্রথম ১০টি রাজ্যের যোগফল	৯৭২৭৪৬১৩১	৮৪.৯
	অন্যান্য	১৭২৫৩৪৩১২	১৫.১
	মোট	১১৪৫২৮০৪৪৩	১০০.০

সূত্র : রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পর্যটন বিভাগ

সম্পন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও পর্যটকদের ভ্রমণ আশানুরূপ ও সম্ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে বাড়েনি একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না।

আতিথেয়তা ও পর্যটনক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মানবসম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। পর্যটকরা যাতে উন্নত মানের পরিষেবা পান তার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। 'হুনার সে রোজগার তক্' প্রকল্পে প্রতি বছর ন্যূনতম সংখ্যক মানুষকে স্বল্পকালীন দক্ষতা বিকাশ পাঠক্রমে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যটন ও আতিথেয়তার ক্ষেত্রে মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগে অংশগ্রহণ হোটেলগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক। প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতা বিকাশ মিশন অনুযায়ী ২০২২ সালে এ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সংখ্যা ৫০ লক্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও রয়েছে।

'হুনার সে রোজগার তক্' কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল ২০০৯ সালে, উদ্দেশ্য ছিল আতিথেয়তামূলক কিছু কাজে ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা গড়ে তোলা। এই উদ্যোগের শুরু থেকে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। প্রথম বছর এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ৫৬১০ জনকে। আর ২০১৩-১৪ সালে এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৬৭৬৪৬ জন। স্বল্পকালীন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সি ব্যক্তিদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নভোজন, ইউনিফর্ম ও স্টাইপেন্ডও তাদের দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের সব খরচই পর্যটন মন্ত্রক বহন করে।

এই উদ্যোগ, পর্যটনক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও আরও অনেক কাজকর্ম সংক্রান্ত এক ব্যাপক কর্মসূচি হলেও এ পর্যন্ত আতিথেয়তামূলক ৪টি কাজ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই চারটি কাজ হল খাবার তৈরি, খাবার ও পানীয় পরিবেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা (হাউস-কিপিং) ও বেকারির কাজ। বর্তমানে গাড়ি চালানোর কাজে দক্ষতা অর্জন ও অন্য কয়েকটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুবিধাও এই কর্মসূচিতে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক অনুমোদিত হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন, রাজ্য পর্যটন বিকাশ নিগম, কেরালা ইনস্টিটিউট অব ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম স্টাডিস, IRCTC এবং স্টার চিহ্নিত হোটেলগুলি বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালাতে পারে। তবে পর্যটন মন্ত্রকের সাহায্যে যেসব সরকারি ITI কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের সুবিধা গড়ে তুলেছে তাদেরও 'হুনার সে রোজগার তক্' কর্মসূচি চালানোর অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। AICTE, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (NSDA) ও সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি হসপিটালিটি ইনস্টিটিউট-সহ আরও কয়েকটি সংস্থাকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালানোর অনুমতি দেবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। আশা করা যেতে পারে ওই সব সিদ্ধান্তের ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে 'হুনার সে রোজগার তক্' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নিজেদের দক্ষতা গড়ে তোলা এবং হোটেল, পর্যটক আবাসসহ সামগ্রিকভাবে পর্যটন ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োগযোগ্য করে তোলার সুযোগ আসবে।

'হুনার সে রোজগার তক্' দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। প্রথমত পরিষেবা প্রদানকারীদের একেবারে নীচের ধাপে যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ এই কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যটনক্ষেত্রের কাছে আসছে। দ্বিতীয়ত দারিদ্র লাঘবে এই কর্মসূচি সহায়ক।

আরও একটি এ ধরনের কর্মসূচির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। ভারতের ফেরিওয়ালাদের জাতীয় সমিতি-র সঙ্গে যৌথভাবে পর্যটন মন্ত্রক রাস্তায় যাঁরা খাবার-দাবার বিক্রি করেন তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করে তোলা, দক্ষতা যাচাই ও শংসাপত্র প্রদানের এক কর্মসূচিও শুরু করেছে। এই কর্মসূচিতে ৫ দিন অভিমুখীকরণের পর ষষ্ঠ দিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের দক্ষতা যাচাই করা হয়। এই কর্মসূচিটি খুব গুরত্বপূর্ণ কারণ 'দক্ষ ভারত' এবং 'পরিচ্ছন্ন ভারত' এই দুটি উদ্যোগই এই কর্মসূচির আওতায় আসে। এই কর্মসূচিও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষদের মধ্যে দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি তাদের পেশাগত কর্মকুশলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও বেশি উপার্জনের পথ প্রশস্ত করে।

পর্যটনশিল্পকে এমন একটি ক্ষেত্র হিসাবে ধরা হয়, যা সমাজের সব অংশের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। পর্যটকদের প্রয়োজন শুধু থাকার ভালো জায়গাই নয় একেবারে গ্রামের মানুষদের জীবন, শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়াও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। গ্রামাঞ্চলে মানুষদের এই সমস্ত দিক পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে ২০০২-০৩ সালে পর্যটন মন্ত্রক গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প শুরু করে। যে সব গ্রামে কলা ও হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত ও বয়ন শিল্পে অত্যন্ত মৌলিক দক্ষতা রয়েছে এবং যেসব গ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশ আকর্ষণীয়, সেই সব গ্রামকে এই কর্মসূচির আওতায় বেছে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য দ্বিবিধ। ওই সব গ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সহায়তাদান এবং তাদের সঙ্গে পর্যটকদের আদানপ্রদান ঘটানো, যা উভয়পক্ষকেই সমৃদ্ধ করবে। এছাড়াও গ্রামীণ পর্যটন বিকাশের আর একটি লক্ষ্য পর্যটকদের সফরের সুবাদে গ্রামের মানুষের আয় বাড়ানো। এই কর্মসূচির আওতায় চিহ্নিত প্রতিটি গ্রামীণ পর্যটনস্থলে পরিকাঠামোর বিকাশ হেতু ৫০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

এই কর্মসূচির সুবিধা নিয়ে একে কাজে লাগানো এবং তার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারগুলির আরও উদ্যোগ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। এই কর্মসূচির সুবিধা ঠিকভাবে নেওয়া গেলে তা দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের আরও উৎসাহিত করতে পারে এবং পর্যটনক্ষেত্রে আমাদের দেশের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত করতে সহায়ক হতে পারে।❑

[লেখক পি. আই. বি.-কলকাতার প্রাক্তন ADG।]

ভারতে চিকিৎসা পর্যটন

উদীয়মান শিল্প

চিকিৎসার জন্য ভারতীয় বিশেষত উচ্চবিত্ত ও ধনীরা বিলেত-আমেরিকায় যায়। দিনবদলের পালায় এখন উলটপুরাণ। ভিন দেশ থেকে রুগিরা আসছে ভারতে। শুধুমাত্র তৃতীয় বিশ্ব থেকে নয়। পাশ্চাত্যের লোকজনও আসছেন। নিবন্ধকার হিসেবনিকেশ কষে দেখিয়েছেন খুব অল্প খরচে চিকিৎসার সুযোগ মেলাটা এর মোদ্দা কারণ। মেডিক্যাল ট্যুরিজম বা চিকিৎসা পর্যটন ইদানীং এদেশে এক উদীয়মান শিল্প। খেয়াল রাখা জরুরি চিকিৎসা পর্যটকদের যেন কটু অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে না হয়। অন্যথায় এই উদীয়মান শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে। হাতছাড়া হবে এক অসীম সুযোগ-সম্ভাবনা। লিখছেন **ড. হরিহরণ।**

একটু-আধটু অবকাশ যাপন, নিত্যিদিনকার চাপ থেকে নিজেকে ক্ষণেক চাঙ্গা করতে ইতিউতি গুটিকয়েক দিন ঘরের বাইরে কাটিয়ে আসা— এই তো পর্যটন। ঘুরেফিরে আসার আরও অবশ্য কিছু হেতু আছে বইকি! পর্যটন নিয়ে এই সাবেক ধ্যানধারণা বদলাচ্ছে। পর্যটন ইদানীং আর নিছক অবকাশ-যাপন ও বিনোদন সর্বস্ব নয়। ছোট্ট এই গণ্ডি ছাড়িয়ে সে ডানা মেলেছে বিপুল ব্যাপ্তির পানে। গত ক'দশক জুড়ে স্বাস্থ্য সচেতনা, পরিকাঠামো ও চিকিৎসাশাস্ত্রে কুশলতা ক্রমাগত বাড়ার সুবাদে 'মেডিক্যাল ট্যুরিজম'-এর বিকাশ ঘটেছে। স্বাস্থ্য ও পর্যটনশিল্পের এই চটজলদি রমরমাকে বোঝাতে পর্যটন সংস্থা ও গণমাধ্যম 'মেডিক্যাল ট্যুরিজম' শব্দজুটি চালু করেছে। চিকিৎসার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন পাড়ি জমাচ্ছে ভিন দেশে (এখানে ভারতে)। সেইসঙ্গে, বাড়তি পাওনা এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে বেড়ানো ও ছুটি কাটানো তো আছেই। এদেশে বেড়ানোর জায়গা কম নয়। ভারতে মেডিক্যাল ট্যুরিজম এর কয়েকটি দিক—

আধুনিক/অ্যালোপাথি চিকিৎসা : ওষুধপত্তর দিয়ে চিকিৎসা ছাড়াও এর আওতায় পড়ে অস্ত্রোপচার যেমন জয়েন্ট বা সন্ধিস্থল পালটানো, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, রূপবর্ধক অস্ত্রোপচার বা কসমেটিক সার্জারি। রোগ নির্ণয় পরীক্ষা, বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা, রক্ত সংক্রান্ত অসুখবিসুখ বা হেমাটলজিও বাদ যায় না। কৃত্রিম দাঁত বসানো, লেজার দিয়ে অবাঞ্ছিত লোম নির্মূল, টাকে চুল বসানো বা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টও আছে। স্পা আর রূপটান চিকিৎসারও এখন মহা ধুমধাম।

আয়ুর্বেদ : আমাদের দেশের একান্ত নিজস্ব এই চিকিৎসা ব্যবস্থা। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সাল থেকে এই লোক চিকিৎসা প্রণালী চলে আসছে। রোগবালাই সারানো ও শরীর চাঙ্গা করতে ইদানীং আয়ুর্বেদ বেশ জনপ্রিয়।

যোগ : যোগ এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ সংযুক্তি, ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে মিলন। শারীরবৃত্তীয় ও আধ্যাত্মিকতার এক মিশেল। মন-শরীর-আত্মা একীভূত করার এক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। যোগ ও ধ্যান ভারতে জীবনযাত্রার এক অঙ্গ।

অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে আছে **হোমিওপ্যাথি, নেচারোপ্যাথি, মিউজিক থেরাপি, ধ্যান, অ্যারোমা থেরাপি, প্রাণিক হিলিং ও রেইকি।**

আমাদের দেশ এবং সেইসঙ্গে বিশ্বেও মেডিক্যাল ট্যুরিজম অন্যতম দ্রুত বৃদ্ধিশীল শিল্প। চিকিৎসাপত্তরের জন্য মোটা অঙ্কের বিমার টাকা জোগানোর ক্ষমতা সবার থাকে না। এদের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। কম ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য এঁরা অনেকে পাড়ি জমান ভিন দেশে। ভারতে চিকিৎসার খরচপাতি তুলনায় কম। চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় না। দক্ষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও মেলে সহজেই। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য আছে অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম। এদেশে মেডিক্যাল ট্যুরিস্ট আসা তাই বেড়ে চলেছে। আফ্রিকা, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার দেশগুলি, পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশের রুগি বেশি। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলো থেকেও যথেষ্ট মেডিক্যাল ট্যুরিস্ট আসে।

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, হৃৎপিণ্ড অস্ত্রোপচার, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, চোখ অপারেশন, লিভার ও কিডনি-সহ বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন, বন্ধ্যাত্ব ও ক্যানসার চিকিৎসা করাতে আসে বহু বিদেশি। এছাড়া অন্যান্য জটিল অসুখের রুগি তো আছেই। অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত নামীদামি হাসপাতাল, চিকিৎসা বিমা আর ওষুধ কারখানা থাকায় উচ্চমানের চিকিৎসা মেলে। মেডিক্যাল ট্যুরিস্টদের সুবিধে-অসুবিধে দেখতে আছে স্বাস্থ্য ও পর্যটনের মতো সরকারি মন্ত্রক।

উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মেলবন্ধনে ভারত মেডিক্যাল পর্যটকদের কাছে স্বর্গ। সফটওয়্যারের পর মেডিক্যাল ট্যুরিজম এক বড় সাফল্যের কাহিনি হতে চলেছে।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) ও ম্যাকিনসে বলেছে মেডিক্যাল ট্যুরিজম শিল্পে আয় বাড়বে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা বাজারের মোট আয়ের ৩-৫ শতাংশ আসবে এই পর্যটকদের কাছ থেকে। এখন ভারতে মেডিক্যাল ট্যুরিজম শিল্পে বিকাশ হার ৩০ শতাংশ। দেশে এ শিল্পের আবির্ভাব বেশিদিন না হলেও ইতিমধ্যে তা গ্রিস, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান, মালেশিয়া, ফিলিপিন্স ও সিঙ্গাপুরের মতো রাষ্ট্রের সঙ্গে রীতিমতো টক্কর দিচ্ছে।

ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি বলেছে বিদেশি রুগির চিকিৎসা আইনত এক ধরনের 'রপ্তানি'। রপ্তানির জন্য যাবতীয় 'ইনসেনটিভ' পাওয়ার যোগ্য এই মেডিক্যাল পর্যটনশিল্প। সরকারি ও বেসরকারি সমীক্ষার হিসেবে এ শিল্প থেকে দেশের আয় হতে পারে ১২৫-২৫০ কোটি ইউরো। আমাদের উঁচু মানের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র কমপিউটার প্রোগ্রামিং আর ইনজিনিয়ারিং পড়ানো হয় না। ফি বছর কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার ডাক্তারও পাশ করে। মেডিক্যাল পর্যটনে সিঙ্গাপুর ও তাইল্যান্ড-এর মতো দেশ নামডাকওয়ালা। বছরে ৩০ শতাংশ বিকাশ হার নিয়ে ভারতও এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চলেছে। আগামী কয়েক বছরে মেডিক্যাল পর্যটনশিল্পে কাজ পাবে আরও ৪ কোটি লোক।

আগামী বছরগুলিতে যেসব ক্ষেত্রে বাড়বাড়ান্ত হবে:

১। **বিপণন** : মেডিক্যাল ট্যুরিজম শিল্পে নামজাদা হাসপাতালগুলি রুগি টানতে ইন্টারনেট কাজে লাগায়। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সহায়কদের মাধ্যমেও বাজার ধরার চেষ্টা করে। কখনওসখনও প্রতিনিধি পাঠায় বিদেশে। এসব কাজের জন্য বিপণনে দক্ষ কর্মী দরকার।

২। **বিদেশি ভাষা জানা লোক** : আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আসা রুগি ও তাদের সঙ্গীসাথীদের অনেকে ইংরেজি জানে না। ইউরোপের অনেক দেশের রুগিরাও ইংরেজিতে তেমন সড়গড় নয়। এদের জন্য দোভাষীর চাহিদা বাড়বে।

৩। **ব্যাক অফিস কর্মী** : অন্যান্য পরিষেবার মতো এ শিল্পেও ব্যাক অফিস চালানোর জন্য দক্ষ কর্মী দরকার। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে তারা হবে সাবলীল।

৪। **হসপিটালিটি বা আতিথেয়তা পেশাদার** : স্বাস্থ্য পরিচর্যায় দক্ষ চিকিৎসক থাকাটা একটা প্রাথমিক শর্ত। সেইসঙ্গে, পরিষেবা ও ব্যবস্থাপনায় কুশলী কর্মীর চাহিদাও যথেষ্ট।

মেডিক্যাল ট্যুরিজমে ভারত পছন্দের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে তার অন্যতম হেতু স্বাস্থ্যপরিচর্যা শিল্পে এ দেশের স্বাভাবিক সুযোগসুবিধে। ভারতে চিকিৎসার মান বিশ্বপর্যায়ের। প্রথম সারির হাসপাতাল ও ডাক্তাররা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। আর মোদ্দা কথাটা হচ্ছে বিদেশি রুগিরা চায় কম খরচে চিকিৎসার সুযোগ। এরা ভারতে আসে 'তৃতীয় বিশ্বের খরচে উন্নত জগতের পরিষেবা' পাওয়ার জন্য।

মেডিক্যাল পর্যটনে লাভ

- বিদেশি মুদ্রা রোজগার
- তথ্য ভাগাভাগি করে নেওয়া
- উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য ক্ষুরধার প্রতিযোগিতা
- দেশিবিদেশি ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে গাঁটছড়া
- প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তর
- কাজের সুযোগ
- পরিকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদের সদ্ব্যবহার
- স্বাস্থ্য, পর্যটন ও ভ্রমণ পরিকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ
- মাথাপিছু সম্পদ বৃদ্ধি
- গবেষণা ও বিকাশের সুযোগ
- বিশ্বমানের স্বাস্থ্যপরিচর্যায় ভারতের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়
- বিশ্বমানের চিকিৎসায় দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি (ব্র্যান্ড ইমেজ)
- হাসপাতাল ও আতিথেয়তা (হোটেল) শিল্পের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব
- রুগিদের সন্তুষ্টি

খামতি ও চ্যালেঞ্জ

- মেডিক্যাল পর্যটন প্রসারে সরকারের তরফে জোরালো উদ্যোগের অভাব
- শিল্পে বিমান সংস্থা, হোটেল ও হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি
- গ্রাহকদের চোখে ভারত এক অপরিচ্ছন্ন দেশ
- হাসপাতালগুলিতে অভিন্ন দাম নীতি না থাকা
- তাইল্যান্ড, মালেশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশের কড়া প্রতিযোগিতা
- আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতিপত্র (অ্যাক্রিডিটেশন) না থাকা এক বড় বাধা
- স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় যথেষ্ট লগ্নির অভাব
- এ শিল্পে উপযুক্ত বিমা পলিসি নেই
- রুগি ব্যবস্থাপনায় দু'একজন বাদে আদৌ কোনও জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ না থাকা ফড়ে বা দালালদের উৎপাত। এদের দাপাদাপিতে সর্বনাশ হচ্ছে শিল্পের।

মুশকিল আসান

- পর্যটন মন্ত্রকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রকের এক টাস্ক ফোর্স গড়া উচিত।
- ফাঁকফোকর দূর করা ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় প্রধান আধিকারিকদের নিয়ে এক পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক ডাকা দরকার।
- দেশের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য টাস্ক ফোর্সের উচিত একটি নীতি প্রণয়ন করা।
- হাসপাতাল বাছাই করার জন্য বিদেশি রুগিদের সাহায্য করা।
- আন্তর্জাতিক অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে।
- তুলনামূলক সুবিধায় এগিয়ে থাকতে চিকিৎসা শুরুর জন্য অপেক্ষা করার সময় কমিয়ে আনা দরকার।
- নিজের দেশের সঙ্গে রুগির সহজে যোগাযোগ করার আরও ভালো বন্দোবস্ত।
- ভারতে মেডিক্যাল ট্যুরিস্টের গন্তব্যস্থলগুলির মানচিত্র বানানো।
- মেডিক্যাল পর্যটকদের সমস্যাদি বোঝা।
- ভিনদেশি রুগিদের সাংস্কৃতিক

সংবেদনশীলতার বিষয়ে আধা-চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

- বেশি রুগি আসা দেশগুলির ভাষা শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণে গুরুত্ব।

পরিশেষ

রোগবালাই-এর চিকিৎসা আর সেইসঙ্গে বিনোদনের জন্য ঘুরেফিরে বেড়াতে এক দেশ থেকে অন্যত্র পাড়ি জমানোকে বলা হচ্ছে মেডিক্যাল ট্যুরিজম—চিকিৎসা পর্যটন। অসুখ সারাতে ক্রমশ আরও বেশি লোকজন স্বদেশের বাইরে পা বাড়াচ্ছে। রূপবর্ধক অস্ত্রোপচার বা কসমেটিক সার্জারির সঙ্গে অসুখবিসুখের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। এই অপারেশন করার জন্য ভিন দেশ সফরও চিকিৎসা পর্যটনের আওতায় পড়ে।

চিকিৎসা পর্যটন বিদেশি মুদ্রা আয়ের একটা বড় উৎস। অনেক অসুখে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়াও কিছুদিন হাসপাতালের বাইরেও থাকতে হয়। পরীক্ষানিরীক্ষা বা আউটডোরে দেখানোর জন্য। এতে আয় বাড়ে হোটেল-রেস্তোরাঁর। ফিরে যাওয়ার আগে রুগি ও তার সঙ্গীসাথীরা বেশ কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে যায়। লাভ হয় স্থানীয় অর্থনীতির।

এক কথায় বিদেশি মুদ্রা রোজগার ছাড়াও, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে দেশের বাজারকে তুলে ধরার জন্য চিকিৎসা পর্যটন এক মোক্ষম উপায়। রুগি ও তার সঙ্গীর অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হলে অন্যরা এদেশে আসতে উৎসাহিত হবে।

ন্যূনতম খরচে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার সৌজন্যে মেডিক্যাল ট্যুরিজম-এ ভারত একটা জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্বমানের অনেক হাসপাতাল আছে এদেশে। ডাক্তাররাও খুব দক্ষ। সহায়ক কর্মীরা যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও রুগিদের সেবাযত্নের দিকে খেয়াল রাখে। ইউরোপ বা আমেরিকার তুলনায় এক-চতুর্থাংশ খরচে এদেশে সেরা চিকিৎসাটি মেলে। ইদানীং কর্পোরেট হাসপাতালে ১৫ শতাংশের বেশি রুগি আসে বিদেশ থেকে। এহেন কয়েক লাখ রুগি বাবদ আয় হচ্ছে কয়েকশো কোটি ডলার।

অ্যাপোলো, ফর্টিস, ম্যাক্স, নারায়ণ হৃদালয়, সেভেন হিলস, ওকহার্ট, বি এল কে-এর মতো হাসপাতাল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রুগিদের চিকিৎসা করে দেশের মস্ত উপকার করছে।

ভারতে চিকিৎসা পর্যটন বাড়ছে দ্রুতগতিতে। খেদের কথা, এ সত্ত্বেও মেডিক্যাল ট্যুরিজম এদেশে এখনও খুব অসংগঠিত। রুগি ব্যবস্থাপনায় জ্ঞানগম্যিহীন দালালদের দাপটে ক্ষতি হচ্ছে ভয়ংকর। রুগি ও তার সঙ্গীদের ঠকিয়ে এরা টাকাকড়ি হাতিয়ে নিচ্ছে। শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, পর্যটকরা মানসিকভাবেও এতে বিপর্যস্ত। হাসপাতালে সেরা চিকিৎসাটি মিললেও পর্যটকরা এদেশ থেকে ফিরে যাচ্ছে কটু অভিজ্ঞতা নিয়ে।

সবশেষে বলতে হয় চিকিৎসা পর্যটনকে ভারতে এক শিল্প হিসেবে ঘোষণা করার সময় এসেছে। সেইসঙ্গে এদেশে আসাটা 'লাভজনক অভিজ্ঞতা'—এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিনির্দেশিকা তৈরি করা দরকার। অন্যথায় এই উদীয়মান শিল্পের (সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রি) পরিণতি দাঁড়াবে 'সুযোগ হাতছাড়া'-র। আর সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে মেডিক্যাল ট্যুরিজম দশ হাজার কোটি ডলারের শিল্প হয়ে উঠবে। এতে কাজ জুটবে লাখ লাখ লোকের। বাড়বে দেশের সুনাম।❑

[লেখক ৩৪ বছর ধরে চিকিৎসাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এবং জনস্বাস্থ্যে উপদেষ্টা হিসাবেও তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ।
email : hariharandr56@gmail.com]

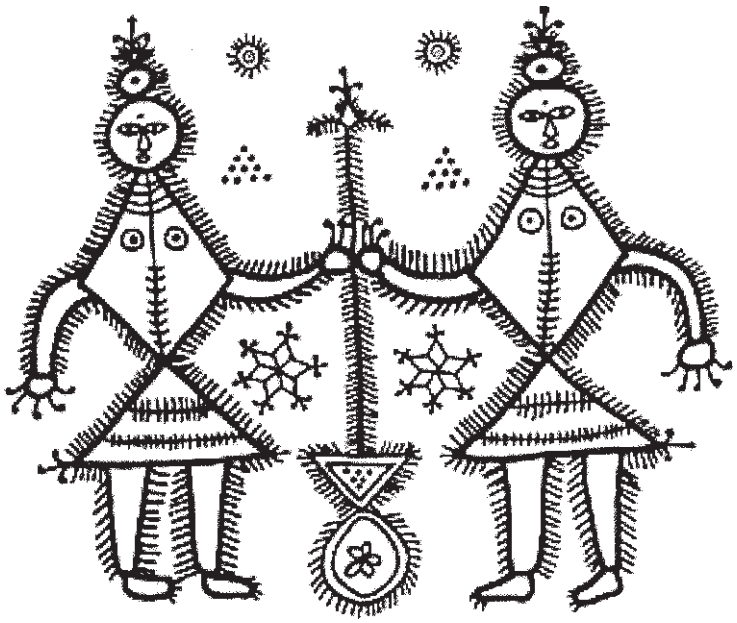

ভারতের পর্যটনশিল্প ও অর্থনীতি

একটি পর্যালোচনা

ভারতে পর্যটনশিল্পের বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তা সেভাবে প্রসারলাভ করেনি। আগামী দিনে এর পরিকল্পনামাফিক উন্নতি ঘটাতে পারলে জিডিপি-র এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে থাকবে পর্যটনশিল্প। এবারের বাজেটে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে অনেকটাই। এবার দেখা যাক এর ফলাফল কী হয়—লিখছেন **ভব রায়।**

ভ্রমণ বা পর্যটনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মানুষের কাছে দেশে-বিদেশে নানা ধরনের ভ্রমণের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভ্রমণ বা পর্যটন কি নিছকই পর্যটকের মনের তৃপ্তি বা এক ধরনের বিনোদন? দেশ-দেশান্তর-পাহাড়-সমুদ্র-বনানী পরিক্রমা করে মানুষ যে তৃপ্তি অনুভব করে, শুধু তারই মধ্যে কি পর্যটনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সীমাবদ্ধ? বর্তমানে পর্যটন এক অন্য রকম গুরুত্ব লাভ করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ এই শিল্প প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে বহুমুখী প্রভাব ফেলে চলেছে। এর প্রকৃত মূল্যায়ন সচরাচর করা হয় না। বিশেষত, পর্যটনশিল্প ও অর্থনীতির বিশদ পর্যালোচনা এক অত্যাবশ্যক বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

সারা পৃথিবীর 'বৃহত্তম শিল্প' রূপে যে ক্ষেত্রগুলি সাধারণভাবে পরিচিত, সেগুলি হল—লৌহ-ইস্পাত-কয়লা-খনন-বিদ্যুৎশিল্প ইত্যাদি। কিন্তু, এ তথ্য সম্ভবত অনেকেরই অজানা যে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্প তথা অর্থনীতির নাম—পর্যটন (ট্যুরিজম ইকোনমি)। ২০১৩-১৪ সালে সমগ্র পৃথিবীর মোট জিডিপি-র (৭ ট্রিলিয়ন ডলার) ৯.৫ শতাংশ এসেছিল ভ্রমণ ও পর্যটনক্ষেত্র থেকে। তার পাশাপাশি, এই একই সময়ে গোটা পৃথিবীর মোট কর্মরত মানুষদের প্রায় ৯ শতাংশ যুক্ত ছিল পর্যটনশিল্প ও অর্থনীতির সঙ্গে। এই সূত্রে, পর্যটনের সামগ্রিক চৌহদ্দিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পার্থক্যটিকে স্পষ্টভাবে চিনে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কে 'ওয়ার্লড ট্র্যাভেল অ্যাণ্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল' বা 'বিশ্ব ভ্রমণ ও পর্যটন পরিষদ' (WTTC) কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংজ্ঞা রয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে, "পর্যটনশিল্প এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যা পর্যটক-উপভোক্তাদের জন্য উৎপাদন ও পরিষেবা সৃষ্টি করে, আর পর্যটন-অর্থনীতিতে এ ধরনের উৎপাদনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিল্পের চাহিদা-মোতাবেক পণ্য ও পরিষেবাও তৈরি করে।"

আন্তর্জাতিক স্তরে এই ক্ষেত্রটির সম্ভাবনার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পেশ করা যাক। তবে, এ-ও বলা প্রয়োজন, উন্নততর পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পর্যটন অর্থনীতি যতটা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে, বাকি পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা হয়নি। তা সত্ত্বেও, পৃথিবীর সব ধরনের দেশেই পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধি অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের তুলনায় দ্রুততম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বার্ষিক হিসাবে এই বৃদ্ধির হার যে কোনও দেশের অন্যান্য প্রধান ক্ষেত্রগুলির (যেমন, উৎপাদনশিল্প, অর্থনৈতিক পরিষেবা তথা বাণিজ্যিক ক্ষেত্র, পরিবহণ ইত্যাদি) তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি দেশের প্রধান ৫টি রপ্তানি পণ্যের অন্যতম উৎস পর্যটনক্ষেত্র এবং পৃথিবীর প্রায় ৫০ শতাংশ দেশের বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডারের প্রধানতম উৎস হল—পর্যটন-ক্ষেত্র। আশ্চর্যের কথা এই যে পর্যটনক্ষেত্রের এহেন বিকাশ সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের পর্যটন সম্ভাবনাযুক্ত সামান্য অংশই সক্রিয় ও পেশাদারি পর্যটনের আওতায় এসেছে।

আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ভারতের পর্যটন-অর্থনীতি

পর্যটন-অর্থনীতির পটভূমির দিক থেকেও ভারত চিরকালই এক অফুরান সমৃদ্ধির ভাণ্ডার, যদিও তার এক ছোট্ট অংশকেই এখনও পর্যন্ত পর্যটন-উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এখন দেখা যাক—পরিসংখ্যানের নিরিখে, ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটন-ক্ষেত্রের অবস্থান ঠিক কোথায়। ভারতের পটভূমিতে এই ক্ষেত্রটির বিকাশ ও সমৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি জানার জন্য সাম্প্রতিক ১০ বছরের একটি সময়সীমাকে (২০০২-০৩ থেকে ২০১২-১৩) বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সাম্প্রতিকতম অবস্থাটি বোঝা সম্ভব হবে। পর্যটন-অর্থনীতির বহুবিচিত্র এই তুলনামূলক বিচারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই ভারতেরও স্থান (ক্রম) সুনির্দিষ্ট বা অভিন্ন নয়। তাই, বিভিন্ন মাপকাঠি-ভিত্তিক এই বিচারে ভারতের অবস্থান '২' (দ্বিতীয়) থেকে শুরু করে '১৪০' (১৪০-তম) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সব আর্থ-সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষায় মূলত যে দুটি বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি হল : (১) বিভিন্ন দেশের পর্যটন-সূত্রে প্রাপ্ত ক্রমভিত্তিক

সারণি-১
ভ্রমণ ও পর্যটন-অর্থনীতি-সূত্রে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ও সংশ্লিষ্ট ক্রম এবং নিজ-দেশের মোট জিডিপিতে পর্যটন-জিডিপির অনুপাত ও সংশ্লিষ্ট ক্রম, (২০০২-০৩)

দেশ	পর্যটন-অর্থনীতি-সূত্রে জিডিপি-র পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)	ক্রম	নিজ-দেশের মোট জিডিপি-তে পর্যটন-জিডিপি-র অনুপাত (শতাংশে)	ক্রম
চীন	১১৯,০৪১	৭	৯.৭	৮৬
ভারত	২৭,৪২৮	১৭	৫.২	১৪০
থাইল্যান্ড	১৬,৯৩৪	২৯	১৩.১	৪৯
ইন্দোনেশিয়া	১২,৬৪০	৩৪	৮.৫	১০৫
মিশর	৯,৯১৪	৩৮	১০.৩	৭৯
মালয়েশিয়া	৯,৩৩৩	৪১	৯.৫	৮৮

সূত্র : WTTC

মোট পরিমাণগত তথা আপেক্ষিক তুলনামূলক হিসাব। (২) ক্রমানুসারে শতাংশভিত্তিক হিসাব।

সারণি-১-এর সংযোজনী হিসাবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল—২০০২-০৩ সালে ভারতের পর্যটন অর্থনীতিতে মোট কর্মরত মানুষের সংখ্যা ছিল ২.৫ কোটির কাছাকাছি এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান (ক্রম) ছিল '২' (দ্বিতীয়) এবং এই ক্ষেত্রটিতে ১ নম্বর স্থানটি ছিল চীনের (পর্যটনে মোট কর্মরত মানুষের সংখ্যা ৫.২ কোটি)। তবে, সারণি-১-এর পরিসংখ্যানগুলিকে খুঁটিয়ে দেখলে পর্যটন অর্থনীতিতে ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি মিশ্র ছবি ফুটে ওঠে। সংশ্লিষ্ট পর্বে (২০০২-০৩) একদিকে যেমন এই ক্ষেত্রটিতে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি কিছুটা সন্তোষজনক, অন্যদিকে আবার দেশের সামগ্রিক জিডিপি-তে পর্যটনের অবদান এখনও নামমাত্র। সারণি-১-এ আরও কিছু আপাত-বিপরীত ও কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন—ওই সময়ে পর্যটন-সুবাদে সৃষ্ট মোট জিডিপি-র পরিমাণগত মাপকাঠিতে ভারতের অনেক পিছনে ছিল ইন্দোনেশিয়া, মিশর, থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলি, কিন্তু নিজ নিজ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের শতাংশ বা আনুপাতিক অবদানে এই দেশগুলির অনেক নীচে ছিল ভারতের অবস্থান। এই বৈপরীত্যের কারণ—ভারতের মতো বিশাল দেশের বৃহৎ অঙ্কের জিডিপি-র তুলনায় পর্যটন ক্ষেত্রের সৃষ্ট আর্থিক অঙ্কটি আনুপাতিক মানদণ্ডে অনিবার্য কারণেই যেমন ক্ষুদ্রাংশ হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক বিপরীতভাবে, থাইল্যান্ড বা মিশরের মতো ছোট দেশের স্বল্পাঙ্কের জিডিপির তুলনায় পর্যটন-অর্থনীতির শতাংশের হিসাবটি খুব স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলক বৃহত্তর অঙ্কে প্রতীয়মান হয়।

এবার আসা যাক, অতি-সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পর্যটন-অর্থনীতির পর্যালোচনায়। বলা বাহুল্য, এই মধ্যবর্তী ১০ বছরে ভারতের পর্যটনশিল্প তথা অর্থনীতি নানাদিকে, নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে, অবশ্য এই একই সময়ে উন্নততর বিভিন্ন দেশের পর্যটন-অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে ভারতের তুলনায় অনেক দ্রুততর গতিতে। পরবর্তী সারণি-২ থেকে ভারতে পর্যটন অর্থনীতির সাম্প্রতিকতম অবস্থার (২০১৩-১৪) বহুমুখী ও বিস্তারিত খুঁটিনাটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

সারণি-২-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় WTTC-সূত্রে—আন্তর্জাতিক পর্যটন-অর্থনীতির প্রেক্ষিতে, ২০১৩ সালে বিভিন্ন মাপকাঠিতে ভারতের ক্রমিক অবস্থান কীরকম ছিল। পৃথিবীর ১৮৪টি দেশের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের মোট জিডিপিতে পর্যটন-অর্থনীতির সমগ্র আনুপাতিক জিডিপি অবাধ বা অনপেক্ষ আয়তনে ভারতের 'ক্রম' ছিল ১৩ নম্বরে, আর এই একই ক্ষেত্রে আপেক্ষিক আয়তনে ভারতের 'ক্রম' ছিল ১৩৫ নম্বরে (সারণি-২ অনুযায়ী ১০ বছর আগে, অর্থাৎ ২০০২-০৩ সালে ভারতের এই ক্রম-দুটি ছিল যথাক্রমে ১৭ এবং ১৪০)। পর্যটন ক্ষেত্রে জিডিপি-বৃদ্ধির হারে, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ভারতের প্রত্যাশিত ক্রম ছিল যথাক্রমে ২৮ এবং ৮। সারণি-১ ও সারণি-২-কে এক সঙ্গে খুঁটিয়ে বিচার করলে খুব স্পষ্টতই বোঝা যাবে, এই ১০ বছরে ভারতের পর্যটন অর্থনীতিতে খুব আহামরি না হলেও অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে।

ভারতের পর্যটন পটভূমির আরও কিছু উৎসাহজনক এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি-অভিমুখী তথ্যের মধ্যে উল্লেখ্য ২০১১ সালে ভারতে আসা বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৬.২৯ মিলিয়ন, যা ২০১০ সালে ছিল ৫.৭৮ মিলিয়ন। বিদেশি পর্যটকের আগমনের ক্রমে ভারতের স্থান ছিল ৩৮ নম্বরে। ২০১২ সালে সারা ভারত জুড়ে ঘরোয়া পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ১,০৩৬.৩৫ মিলিয়ন, যা ২০১১-এর চেয়ে ১৬.৫ শতাংশ বেশি। সবচেয়ে বেশি বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৬ শতাংশ) ও ইংল্যান্ড (১২.৬ শতাংশ) থেকে। বিদেশি পর্যটকদের কাছে দ্রষ্টব্য হিসাবে ভারতের সর্বাধিক আকর্ষণীয় রাজ্য—মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং দিল্লি, আর দেশের পর্যটকদের কাছে—উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু। আন্তর্জাতিক পর্যটন-মানচিত্রে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ৫টি ভারতীয় শহর হল—চেন্নাই (ক্রম-৩৮), মুম্বই (৫০), দিল্লি (৫২), আগরা (৬৬), কলকাতা (৯৯)।

অন্য আর একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন-প্রতিবেদন সূত্রে (দ্য ট্র্যাভেল অ্যাণ্ড ট্যুরিজম কমপিটিটিভনেস রিপোর্ট, ২০১৩) ভারতের পর্যটন-পরিকাঠামোর মান মাঝারি-মানের চেয়ে সামান্য উঁচুতে (১৪৪টি দেশের মধ্যে ৬৫-ক্রম)। এই প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতের বিমান-চলাচল-ব্যবস্থা ও ভূমি পরিবহণ-পরিকাঠামো মোটামুটি সন্তোষজনক, যেগুলির

সারণি-২
ভারতের পর্যটনশিল্প ও পর্যটন-অর্থনীতি-জিডিপি, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও আনুষঙ্গিক তথ্যাবলি, ২০১৩-১৪

বিষয়	২০১৩	২০১৪	২০২৪ (সম্ভাব্য)
সামগ্রিক পর্যটন-জিডিপি	৬,৬৩১.৬ বিলিয়ন টাকা	তথ্য নেই (N.A.)	১৩,৯৮৩.০ বিলিয়ন টাকা
মোট জিডিপিতে পর্যটন-অনুপাত	৬.২ শতাংশ	”	৬.৮ শতাংশ
পর্যটন জিডিপি-র বৃদ্ধির হার	—	৭.৩ শতাংশ	৭.০ শতাংশ
সামগ্রিক পর্যটন কর্মসংস্থান	৩৫,৪৩৮,৫০০	৩৬,৪০৯,০০০	৪৩,৮৩৭,০০০
মোট কর্মসংস্থানে পর্যটন-অনুপাত	৭.৭ শতাংশ	তথ্য নেই (N.A.)	৭.৯ শতাংশ
পর্যটন-কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার	—	২.৭ শতাংশ	১.৯ শতাংশ
সামগ্রিক পর্যটন বিনিয়োগ	১,৯৩৮.৭	তথ্য নেই (N.A.)	৩,৯৮১.৩
মোট বিনিয়োগে পর্যটন-বিনিয়োগের অনুপাত	৬.২ শতাংশ	”	৬.৪ শতাংশ
পর্যটন-বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার	—	৯.৮ শতাংশ	৬.৫ শতাংশ

সূত্র : WTTC ট্র্যাভেল অ্যাণ্ড ট্যুরিজম ইমপ্যাক্ট ২০১৪।

উৎকর্ষগত ‘ক্রম’ যথাক্রমে ৩৯ ও ৪২। তবে, কিছু পরিকাঠামো-উপকরণের দুর্বলতাও চিহ্নিত করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে—যেমন, আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের অপ্রতুলতা, নিম্ন-হারে এটিএম-পরিষেবা-বিনিময়ের প্রবণতা ইত্যাদি। যাইহোক, ভালো-মন্দ পরিকাঠামো নিয়েও যেটা উল্লেখযোগ্য, তা হল—২০১২ সালে পর্যটন-সূত্রে অর্জিত আয়ের মাপকাঠিতে পৃথিবীতে ভারতের স্থান ছিল ১৬ নম্বরে, এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ-সমূহের মধ্যে সপ্তম (সূত্র : বিশ্ব পর্যটন সংস্থা)।

পর্যটন-সূত্রে ভারতের আনুপাতিক জিডিপি ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে জানা যাবে, সারণি-২-এ। তারই পরিপূরকরূপে একটি বিশেষ ধরনের অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটি হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে পূর্বোক্ত বিষয়দুটির স্তর-ভিত্তিক (যেমন, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-প্রভাবিত ইত্যাদি শাখা-উৎস) তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এই চিত্রগুলি থেকে ভারতের পর্যটন-শিল্প ও পর্যটন-অর্থনীতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, বিগত এক-দেড় দশকে ভারতের এই ক্ষেত্রটিতে অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে, তবে এক্ষেত্রের উন্নয়ন-সম্ভাবনা এখনও অনেক।

ভারতের পর্যটন অর্থনীতি ভবিষ্যৎ দিনে

ভারতের বিপুল পর্যটন-সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে এই শিল্প তথা অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই সরকারি ও বে-সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) প্রথমেই বলতে হয়, দেশের পর্যটন-অর্থনীতির প্রসারের জন্য চলতি বছরে ঘোষিত

ভারতে মোট জিডিপি ও কর্মসংস্থানে পর্যটন-অর্থনীতির অবদান

জিডিপি-তে পর্যটন-অর্থনীতির সামগ্রিক অবদান ২০১৩ (ভারতীয় টাকায় বিলিয়ন)

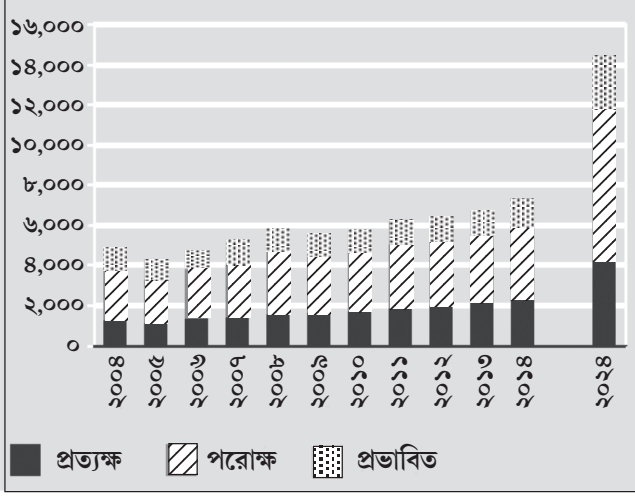

জিডিপি ও কর্মসংস্থানে পর্যটন-অর্থনীতির সামগ্রিক অবদানের বিভাজন ২০১৩ (ভারতীয় টাকায় বিলিয়ন)

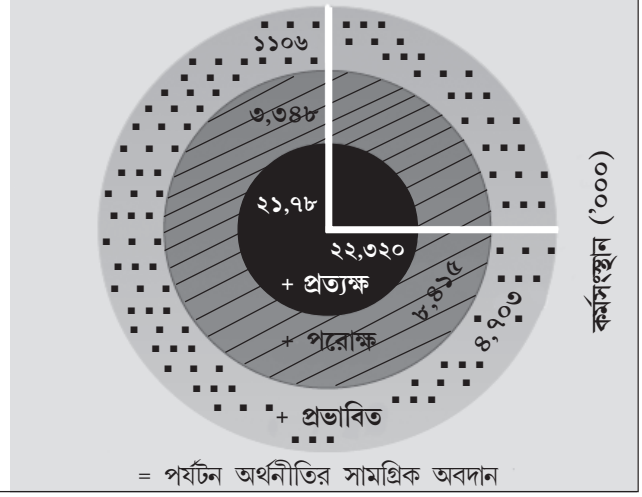

সূত্র : WTTC ট্র্যাভেল অ্যাণ্ড ট্যুরিজম ইমপ্যাক্ট ২০১৪।

একগুচ্ছ বাজেট-প্রস্তাব, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পর্যটনের অনুকূলে এক নজিরবিহীন, প্রকৃতই অত্যুৎসাহী দৃষ্টান্ত, যেমন :

(ক) এবারের বাজেটে পর্যটন-বিভাগের জন্য এক লাফে ৩৩ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গত বছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১১৮৩ কোটি টাকা, এবারে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৭৭৩ কোটি টাকা। এই বর্ধিত বরাদ্দের সূত্রে যে নতুন পর্যটন-প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি রূপায়িত হলে নিশ্চিতভাবেই দেশের পর্যটন-অর্থনীতিতে তার সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

(খ) দেশের ২৫টি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর সংস্কার, সৌন্দর্যায়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও উচ্চমানের পরিকাঠামো-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(গ) এবারের বাজেটে একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন-বান্ধব পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে। সেটি হল—পৃথিবীর ১৫০টি দেশের জন্য 'পৌঁছানো-মাত্র ভিসার ব্যবস্থা' ('ভিসা অন অ্যারাইভাল')। বর্তমানে মাত্র ৪৪টি দেশের জন্য এই ব্যবস্থা চালু আছে। আরো বেশি দেশের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হলে ভারতে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যাবে। পর্যটন শিল্পে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থাগুলির মতে, "...এই পরিষেবার কারণে চলতি বছরে ভারতে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ছাড়াতে পারে।... এই পরিষেবা দক্ষিণ এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় ভারতকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে এগিয়ে রাখবে।" (সূত্র : এই সময় ১.৩.১৫)। এখানে উল্লেখ্য, ২০১১ সালে ভারতে আসা বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ৬৩ লক্ষের কাছাকাছি।

(২) ভ্রমণ বা পর্যটন মানে এখন আর সেই গতানুগতিক পাহাড়-সমুদ্র-বনানী-মন্দির-মসজিদ-দর্শন নয়। ভারত-সহ প্রতিটি দেশেই নিরন্তর চেষ্টা চলেছে পর্যটনে নানা বৈচিত্র-আনার। ভারতেও এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন বে-সরকারি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় ও সমন্বয়ে। বৈচিত্র-সাধনে যে সব ক্ষেত্রগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—চিকিৎসাজনিত পর্যটন (মেডিক্যাল ট্যুরিজম), ইকো-ট্যুরিজম, জাহাজে সমুদ্র-পরিভ্রমণ, গ্রামীণ পর্যটন ইত্যাদি।

(৩) চিকিৎসা পর্যটনে বৃদ্ধি ঘটেছে বার্ষিক ৩০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ২০১৫ সালের মধ্যে এই খাতে ভারতের প্রাপ্তি ৯৫ বিলিয়নে পৌঁছতে পারে।

(৪) এই পর্যায়ে আরও একটি অভিনব পর্যটন-প্রকল্প ভারতে, বিশেষভাবে পূর্বভারতে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেটি হল—'স্পোর্টস ফিশিং' বা মাছ ধরার সূত্রে পর্যটন। আসলে, এটি আধুনিক 'রোমাঞ্চ-পর্যটন' ঘরানার অন্তর্ভুক্ত, যা গত কয়েক দশক ধরে আমেরিকা ও ইউরোপে প্রবলভাবে জনপ্রিয়। ভারতেও বিগত কয়েক বছর ধরে এই ধরনের 'অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম' ক্রমশ প্রসার লাভ করে চলেছে।

এই পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে মনে রেখে ভারতের বিভিন্ন বে-সরকারি পর্যটন-সংগঠক দার্জিলিং ও মিরিককে কেন্দ্র করে উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে সিকিম, অসম, অরুণাচলকে নিয়ে একটি সু-প্রসারিত ফিশিং-ট্যুরিজম-বৃত্ত গড়ে তোলার আশু-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পর্যটনশিল্প, পর্যটন অর্থনীতি ও পশ্চিমবঙ্গ

প্রায় দুই দশক আগে (১৯৯৬) পর্যটনকে 'শিল্প' হিসাবে ঘোষণা করলেও পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন অর্থনীতি সেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। সে কারণে, এক্ষেত্রে কোনও সুসংহত, নিয়মিত বা উল্লেখযোগ্য তথ্য-পরিসংখ্যানের খোঁজখবরও বিশেষ মেলে না। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনক্ষেত্র আজও যথেষ্ট অনগ্রসর। প্রাকৃতিক বৈচিত্র, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমাহার সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন বহুকাল পর্যন্ত যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ১০-১২ বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। সেই সময়ে, সমগ্র ভারতের মোট অন্তর্দেশীয় ও বিদেশি পর্যটকদের যথাক্রমে মাত্র ৩.৫ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ আসতেন পশ্চিমবঙ্গে।

তবে, অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছোতে না পারলেও অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে, যদিও অনেক পথ এখনও বাকি। ২০০০-০১ থেকে ২০১২-১৩ মোটামুটি এই ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন-অগ্রগতির কিছু তথ্য পাওয়া যায় সরকারি ও বে-সরকারি সূত্র থেকে। ২০০০-০১ সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ৫৫ লক্ষ অন্তর্দেশীয় ও ২ লক্ষ বিদেশি পর্যটক আসতেন। ২০১০-১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে অন্য-প্রদেশবাসী পর্যটক এসেছিলেন ২ কোটি এবং এই একই সময়ে এ রাজ্যে আসা বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ। রাজ্য পর্যটন সূত্রের দাবি, ২০১৪ সালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে হয়েছিল যথাক্রমে ৫ কোটি এবং ১৪ লক্ষ।

ভারতের পর্যটনশিল্প ও পর্যটন-অর্থনীতি—শেষের কথা

গত দেড়-দুই দশকে ভারতের সামগ্রিক পর্যটন অর্থনীতির বেশ অগ্রগতি ঘটেছে। তবে পাশ্চাত্যের ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এক্ষেত্রে এখনও অনেক এগিয়ে। পর্যটন-বিশেষজ্ঞরাও এই প্রবণতা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন ভারতের পর্যটন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বড়ই বিক্ষিপ্ত, শ্লথ-গতির এবং বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল জুড়েই সীমাবদ্ধ।

তবে, আশার কথা একটাই। দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন পর্যটন-বিশেষজ্ঞ তথা আন্তর্জাতিক সংস্থার অভিমতে, এখনও সারা পৃথিবীতে পর্যটন-সম্ভাবনার অন্যতম শীর্ষ বিন্দুতে রয়েছে ভারত, যা অদূর ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হবে।❑

[লেখক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ের প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।]

পর্যটনশিল্পে ভারতীয় রেলের ভূমিকা

উপমহাদেশীয় আয়তন ও বৈচিত্রের সমহারে সমৃদ্ধ এই দেশে পর্যটনশিল্পে রেল-যোগাযোগ যে অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে, এ কথা বলা বাহুল্য। শুধুমাত্র দেশীয় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পর্যটকই নয়, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতে বিদেশি পর্যটকদেরও বিশেষ পরিষেবার মাধ্যমে আকৃষ্ট করছে রেল। বিশ্বায়িত দুনিয়ায় কীভাবে ভারতীয় রেল পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে জানাচ্ছেন **সমীর গোস্বামী।**

বেড়াতে যাবার কথা বললেই শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার মনই আনন্দে নেচে ওঠে। কথায় বলে, 'পঙ্গুম্ লঙ্ঘতে গিরি', অর্থাৎ শারীরিক প্রতিবন্ধীও গিরি লঙ্ঘনের অভিযানে বেরিয়ে পড়ার সাহস দেখাতে পারেন। কিন্তু কেউই অস্বীকার করতে পারেন না, বেড়াতে যাবার বাড়তি আকর্ষণ হচ্ছে রেলভ্রমণ। ট্রেনের প্রতি মানুষের জীবনের যে তীব্র আগ্রহ তা বোধ হয় প্রতীক হয়ে আছে 'পথের পাঁচালি'র অপু-দুর্গার ছুটে ট্রেন দেখতে যাওয়ায়।

রেলভ্রমণের প্রতি মানুষের শুধু আগ্রহ মেটানোই নয়, রেল প্রশাসন অজস্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাতে আপামর জনসাধারণ সারা বছর গোটা ভারতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন। এই জন্যই কাশ্মীর থেক কন্যাকুমারী, অর্থাৎ আসমুদ্র হিমাচল লৌহজালে বেষ্টিত। অরুণাচলপ্রদেশও এখন রেল মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত—ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি অরুণাচলপ্রদেশ থেকে ট্রেন চলার শুভ উদ্বোধন করেছেন।

সাধারণ মানুষ যাতে অভিপ্রেত গন্তব্যস্থলে সহজে ভ্রমণে যেতে পারেন, তার জন্য গোটা রেল পরিবারের প্রায় ১৩ লক্ষ নিয়মিত কর্মী দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা উপেক্ষা করে সারা বছর নিয়োজিত আছেন, যাতে দৈনিক বিভিন্ন ধরনের ১২,৬১৭টি যাত্রীবাহী ট্রেন ছুটে চলে ৭০০০ বেশি স্টেশন স্পর্শ করে।

এছাড়া, সারা বছর বিভিন্ন উৎসব, ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাড়তি ভিড় সামাল দিতে চালানো হয় বিশেষ (স্পেশাল) ট্রেন। ২০১৩-১৪ সালে চালানো হয়েছিল মোট ৪১৩৮টি বিশেষ (স্পেশাল) ট্রেন। এই বিশেষ বা 'স্পেশাল' ট্রেনের মধ্যে কিন্তু বছরে দু'বার অর্থাৎ গরমের ও পূজার ছুটিতে যে অসংখ্য বিশেষ বা স্পেশাল ট্রেন চলে, তা কিন্তু ধরা নেই। এবারের অর্থাৎ ২০১৫ সালের গরমের ছুটিতে সারা দেশে ৮৯৩২টি 'গ্রীষ্মকালীন বিশেষ' বা 'সামার স্পেশাল' ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুজোর ছুটিতেও অনুরূপ সংখ্যক 'স্পেশাল' ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা আছে।

বলা বাহুল্য, সকল শ্রেণির যাত্রীর কথা চিন্তা করে ট্রেনে প্রবর্তন করা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির। যেমন রয়েছে, এসি ফার্স্ট ক্লাস, এসি টু ও থ্রি টায়ার, এসি চেয়ার কার এবং স্লিপার ক্লাস। এই শ্রেণিগুলিতে বার্থ সংরক্ষণ করে যাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে, অসংরক্ষিত কামরাও। বর্তমানে, সরকার দূরপাল্লার ট্রেগুলিতেও অসংরক্ষিত কামরা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে যে সকল ভ্রমণার্থীর আর্থিক অসংগতি রয়েছে, তাঁরাও যাতে ইচ্ছে করলে বেড়িয়ে আসতে পারেন।

যে বিপুল সংখ্যক নিয়মিত যাত্রীবাহী ট্রেন দৈনিক চলে, তার মধ্যেও গুরুত্বের বিচারে তারতম্য রয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে, রাজধানী এক্সপ্রেস, দুরন্ত এক্সপ্রেস, শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ, দ্রুতগামী 'সুপার ফাস্ট' ট্রেন, তেমনই রয়েছে, অন্যান্য এক্সপ্রেস, ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, প্যাসেঞ্জার ও লোকাল ট্রেন।

প্রতি বছর কিন্তু নতুন ট্রেনের ব্যবস্থা করলেও, ইতিমধ্যেই অসংখ্য ট্রেন হয়ে যাওয়ায়, রেল প্রশাসন পর্যটকদের সুবিধার্থে বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন। দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকে চাহিদার বিচারে এবং ক্রমানুসারে সর্বাধিক ২৪ কামরার করা হচ্ছে। স্বভাবতই, আসন সংখ্যা বাড়ছে। ইএমইউ লোকাল ট্রেনগুলিকেও ৯ বা ১০ কামরার পরিবর্তে সর্বাধিক ১২ কামরার করা হচ্ছে। এটা কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। সুদীর্ঘ ওই ট্রেন চালানোর জন্য যেমন বাড়তি কামরার ব্যবস্থা করতে হবে, তেমনই দরকার শক্তিশালী ইঞ্জিনের। আরও বিশাল সমস্যা রয়েছে। প্রতিটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দীর্ঘায়িত করতে হবে। রেল-লাইন (বা রেল ট্র্যাকের) 'লে আউট' পালটাতে হবে এবং সিগন্যাল দূরে সরাতে হবে। ২৪ কামরার দূরপাল্লার ট্রেন এবং ১২ কামরার ইএমইউ লোকাল ট্রেন—দুই ক্ষেত্রেই একই ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ট্রেনের গল্পের নটে গাছ মুড়োতে কিন্তু এখনও দেরি আছে।

বিদেশি ও উচ্চবিত্ত পর্যটকদের জন্য। কিছু বিলাসবহুল ট্রেনের ব্যবস্থাও ট্রেনের তালিকায় রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'প্যালেস অন হুইলস্', 'রয়াল রাজস্থান অন হুইলস্', 'ডেকান ওডিসি', (মুম্বই থেকে গোয়া, আওরাঙ্গাবাদ ইত্যাদি পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে আবার মুম্বই ফিরে আসে), 'গোল্ডেন চ্যারিঅট' (দক্ষিণ ভারতের পর্যটন-কেন্দ্রগুলিতে ভ্রমণ করে) এবং 'মহারাজা এক্সপ্রেস' (দেশের দর্শনীয় ও পর্যটনকেন্দ্রকে স্পর্শ করে বিভিন্ন রুটে চলে)। এই

ট্রেনগুলিকে ভ্রমণের জন্য ভারতের পর্যটন দফতর ও 'ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজ্‌ম কর্পোরেশন' (IRCTC)-র সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তবে 'রয়াল রাজস্থান অন হুইলস্' ট্রেনটির জন্য যোগাযোগ করতে হবে রাজস্থান পর্যটন উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে।

এবার আসা যাক পাহাড়ি রেলের কথায়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যখন হুইসল্ বাজিয়ে এই ট্রেনগুলি ছুটে চলে, তখন মনে হয় যেন পাহাড়িয়া বাঁশিই বেজে উঠল। এগুলি হল, কালকা-সিমলা রেলওয়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ('ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসাবে স্বীকৃত), নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে, কাংড়া ভ্যালি রেলওয়ে (পাঠানকোট-যোগিন্দরনগর শাখা) এবং মাথেরান লাইট রেলওয়ে (নেরাল থেকে মাথেরানের মধ্যে যোগাযোগকারী)।

এছাড়া IRCTC বিভিন্ন সময়ে, 'প্যাকেজ ট্যুর' হিসাবে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ও তীর্থস্থানগুলির মধ্যে ট্রেন চালায়। উল্লেখ্য, রেলযোগে পর্যটনের বিশদ তথ্যাদি জানার জন্য www.railtourismindia.com পোর্টাল দেখা যেতে পারে।

এছাড়া রয়েছে 'সার্কুলার' টিকিটের ব্যবস্থা। প্রতিটি টাইম টেবিলের পেছনে 'সার্কুলার টিকিটের জন্য বিভিন্ন রুটের কথা লেখা আছে। রিজার্ভেশন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইচ্ছেমতো 'সার্কুলার রুটে'-এর হেরফেরও করা যায়।

এবার একটু বিদেশি পর্যটকদের জন্য রেল কী ব্যবস্থা রেখেছে দেখে নেওয়া যাক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গেদে-দর্শনা হয়ে চলাচলকারী 'মৈত্রী এক্সপ্রেস'। কলকাতা স্টেশন থেকে সপ্তাহে ২ দিন ছেড়ে ওইদিন সন্ধ্যাবেলায় ঢাকা পৌঁছায়। একইরকম ভাবে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসে।

বিদেশিরা যাতে ট্রেনযোগে ভারতভ্রমণ করতে পারেন তার জন্য 'ইন্ডরেল পাস'-এর ব্যবস্থা আছে। বিদেশ থেকেই বিভিন্ন মেয়াদের টিকিট আগাম কেটে রাখা যায়। পরে ইচ্ছেমতো পর্যটন স্থান নির্বাচন করা চলবে।

বিদেশি পর্যটকদের জন্য সীমিত সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট করা থাকে। বড় শহরের রিজার্ভেশন অফিসগুলির নির্ধারিত কাউন্টার থেকে 'ফরেন ট্যুরিস্ট কোটা' থেকে পাসপোর্ট দেখিয়ে বিদেশি মুদ্রায়, যাত্রার ১২০ দিন আগে টিকিট কেটে আসন সংরক্ষণ করা সম্ভব।

আসন সংরক্ষণের কথা যখন উঠলই, তখন, পর্যটকদের জানিয়ে রাখা ভালো, বর্তমানে যাত্রার দিনের ১২০ দিন আগে রিজার্ভেশন করার নিয়ম বলবৎ হয়েছে।

কিন্তু তারও আগে আরও কিছু জানার থাকে। যেমন কোন ট্রেনে গিয়ে, কখন কোন স্টেশনে নামব ইত্যাদি। তার জন্য টাইম টেবিল দরকার। বলে রাখা ভালো, এখন প্রতি বছর একবার, ১ জুলাই টাইম টেবিল প্রকাশিত হয়। স্টেশনগুলিতে দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য টাইম টেবিল ৪০ টাকার বিনিময়ে কিনতে পাওয়া যাবে। শহরতলির ট্রেনের জন্য, শহরতলির টাইম টেবিল নগদ ১২ টাকার বিনিময়ে কিনতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, টাইম টেবিল সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানলে রেলভ্রমণ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য ঘরে বসে অনায়াসে জানা যায়।

ট্রেনে যাতে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা না হয়, রেল কর্তৃপক্ষ সেদিকেও নজর দিয়েছে। স্টেশনে তো 'রিফ্রেশমেন্ট রুম' বা ক্যাটারিং ব্যবস্থা থাকেই, ট্রেনে ভ্রমণকালে যাতে খাবারের অসুবিধা না হয়, তার জন্য দূরপাল্লার বেশিরভাগ ট্রেনে 'প্যান্ট্রি কার' লাগাবার ব্যবস্থা আছে। যে সকল ট্রেনে 'প্যান্ট্রি কার' নেই, সেই সব ট্রেনে আগে থেকে ক্যাটারিং-এর লোকেরা এসে অর্ডার নিয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট স্টেশনে খাবার সরবরাহ করে। এ বছরের রেল বাজেটে ভারতের রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভাকর প্রভু ঘোষণা করেছেন, এখন থেকে যাত্রীরা নিজেদের পছন্দমতো খাবার আগে থেকে 'অর্ডার' দিতে পারবেন। রাজধানী, দুরন্ত ও শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনে খাবারের দাম টিকিটের সঙ্গে ধার্য করা থাকে এবং যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাবার সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

রাতের রেলগাড়ি'তে বিছানা লাগে। তার জন্যও ব্যবস্থা আছে। উচ্চ শ্রেণিতে বিছানা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রেলমন্ত্রী এবারের বাজেটে একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আগাম অর্ডার এবং মূল্য দিলে অন্যান্য শ্রেণিতেও বিছানা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে।

বয়স্ক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী ভ্রমণার্থীদের সুবিধার্থে স্টেশনগুলিতে পাওয়া যায় ব্যাটারিচালিত ছোট গাড়ি এবং 'হুইল চেয়ার'।

ট্রেনে ভ্রমণকালে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে না হয় গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাওয়া গেল, কিন্তু থাকার জায়গা? রেল কর্তৃপক্ষ সে কথা ভেবেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সকলেই জানি, রাঁচি ও পুরী-তে রেলের হোটেল রয়েছে। এছাড়া, হাওড়া ও নয়াদিল্লিতে রয়েছে 'যাত্রী নিবাস'। আর বড় ও মাঝারি সব স্টেশনে রয়েছে 'রিটায়ারিং রুম' বা 'ডর্মিটরি'তে থাকার ব্যবস্থা। টিকিট কাটার সময় বা 'অন লাইনে' আগাম থাকার জায়গা 'বুক' করা যায়।

আর যদি কোনও স্থানে রাত না কাটিয়ে ট্রেন থেকে নেমে, স্থানটি ঘুরে, আবার ট্রেনযোগে অন্যত্র চলে যেতে চাই, তাহলে কী করা যাবে? তার জন্যও চিন্তা নেই। স্টেশনে 'ক্লোক রুমে' নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে মাল রেখে, ঝাড়া হাত-পায়ে অনায়াসে পর্যটন স্থলটি ঘুরে এসে, মাল নিয়ে, আবার ট্রেনে উঠে পড়া যায়।

বয়স্ক মানুষেরা, যাঁদের বয়স ৬০ বা তার বেশি, তাঁদের তো আরও সুবিধা। ট্রেন ভাড়ায় ভালো ছাড় দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ ভ্রমণের জন্য যখন এত সুব্যবস্থা করেছে, তখন আর চিন্তা কীসের? দেশের পর্যটনকেন্দ্রগুলো তো যেন রয়েছে দেশি-বিদেশি পর্যটকদেরই অপেক্ষায়।❑

[লেখক পূর্ব রেলের প্রাক্তন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক।]

পর্যটন বিকাশের প্রাথমিক পাঠ

পর্যটনশিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের বহুমুখী পর্যটনশিল্পের প্রসার ঘটাতে ভারত সরকার হাতে নিয়েছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো বিষয়গুলি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন **রত্নদীপ ব্যানার্জি।**

ভারতের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো এবং এর বহুমুখী সাংস্কৃতিক আবহ দেশকে সারা পৃথিবী জুড়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতবাসীর খরচ করার মতো আয় বেড়ে যাওয়ায় তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে এবং ফলে পর্যটনের প্রতি তাদের আগ্রহও বেড়েছে। অবশ্য আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশে তীর্থযাত্রার জন্য ভ্রমণ বরাবরই ছিল। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ভ্রমণ ও পর্যটন সংক্রান্ত ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে ভারতকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে ১১তম স্থানে বসানো হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদের নিরিখে ৯ম স্থান দেওয়া হয়েছে, সংস্কৃতির নিরিখে দেওয়া হয়েছে ২৪তম স্থান এবং সমস্ত অর্থনীতির মধ্যে সামগ্রিকভাবে দেওয়া হয়েছে ৬৫তম স্থান।

পর্যটনের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে সেখান থেকে কীভাবে সর্বোত্তম সুবিধা নেওয়া যেতে পারে? এ ব্যাপারে অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল পর্যটনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে এই শিল্পের অংশীদারিত্বগুলিকে ঢেলে সাজানো। সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে পর্যটনের যে আকাঙ্ক্ষাটা দ্রুত বেরিয়ে আসছে, প্রয়োজন সেই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পর্যটন-পরিষেবাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া।

২০১২-১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ২০০৯-১০ সালের পর্যটন সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে জানা যায় দেশের জাতীয় আয়ের ৬.৮ শতাংশ আসে পর্যটন থেকে। এর মধ্যে ৩.৭ শতাংশ হল প্রত্যক্ষ এবং ৩.১ শতাংশ পরোক্ষ আয়। তাছাড়া পর্যটনে বিপুল কর্মসংস্থানেরও সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ঘটেছে ৪.৪ শতাংশ এবং পরোক্ষ ৫.৮ শতাংশ। পর্যটন মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ভারতে ভ্রমণ ও পর্যটন ক্ষেত্রে প্রতি দশ লক্ষ টাকা (মিলিয়ন রুপি) বিনিয়োগের মাধ্যমে ৭৮ জনের কর্মসংস্থান হতে পারে, যেখানে উৎপাদন শিল্পে এই সংখ্যা ৪৫ জন। এর মধ্যে অদক্ষ শ্রমিক থেকে বিশেষজ্ঞ সকলকেই ধরা হয়েছে। এছাড়া পর্যটন সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা থেকে মহিলারাও উপকৃত হচ্ছেন, যেমন কাজকর্ম এবং ছোটখাট ব্যবসার সুযোগ।

২০১৩ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৯৭ মিলিয়ন যা ২০১২ সালে ছিল ৬.৫৮ মিলিয়ন। ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে বৃদ্ধি ৫.৯ শতাংশ, অন্য দিকে ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে এই বৃদ্ধি ছিল ৪.৩ শতাংশ। বিদেশি পর্যটকের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের ভারতের ৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি ওই বছর সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকের ৫ শতাংশ বৃদ্ধির চেয়ে উপরেই রয়েছে। ভারতে বিদেশি পর্যটকের ৯১ শতাংশ এসেছেন আকাশপথে, এর পরেই রয়েছে স্থলপথ এবং সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথে এসেছেন ০.৫ শতাংশ বিদেশি পর্যটক। বেশিরভাগ বিদেশি পর্যটক দিল্লি এবং মুম্বই বিমানবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং শতকরা হিসেবে এই সংখ্যা ৫২.৮ শতাংশ। যে ১৫টি দেশ থেকে বেশি সংখ্যক পর্যটক ভারতে এসেছেন সেগুলি হল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়ান ফেডারেশন, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং নেপাল। ২০১৩ সালে এই ১৫টি দেশ থেকে এসেছেন ৭০.৭২ শতাংশ বিদেশি পর্যটক। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বিদেশি পর্যটক আগমনের যে আগাম হিসাব প্রকাশ করেছে সেখানে দেখানো হয়েছে ভারতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পর্যটক-সংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৮ শতাংশ।

২০১৩ সালে দেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১১৪৫.২৮ মিলিয়ন, যেখানে ২০১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০৪৫.০৫ মিলিয়ন, বৃদ্ধি ৯.৬ শতাংশ।

বিদেশি মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও পর্যটন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০১৩ সালে পর্যটনক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ছিল ১৮.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে ২০১২ সালে এই পরিমাণটা ছিল ১৭.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বৃদ্ধি ৪ শতাংশ। অগ্রিম হিসাবের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়াবে ১১.২৪ মিলিয়ন, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ১৪৫১.৪৬ মিলিয়ন, বিদেশি মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট কর্মসংস্থান হবে ২৪.৫ মিলিয়ন।

কর্মদক্ষতার বিকাশ

দক্ষ মানবসম্পদের বিপুল ঘাটতি রয়েছে দেশের পর্যটনশিল্পে। সুতরাং এই শিল্পের জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তুলতে প্রয়োজন কর্মদক্ষতার বিকাশের জন্য

গঠনমূলক পদক্ষেপ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং বর্তমান কাঠামোগুলির মানোন্নয়ন ঘটানো জরুরি। বেশি জোর দেওয়া হয়েছে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর, যেমন ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ফুড ক্রাফ্‌ট ইনস্টিটিউট। ২০১১ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ১৬টি হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং ১৩টি ফুড ক্রাফ্‌ট ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান পরিষেবা প্রদানকারীদের সুবিধার্থে ১৫টি হোটেল ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা যাচাই এবং শংসাপত্র অর্জনের সুবিধা রাখা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী এই স্কিমে ইতিমধ্যে ৯৮৬৯টি পরিষেবা প্রদানকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫০০।

ভারত সরকারের একটি বড় প্রকল্প হল 'হুনার সে রোজগার', অর্থাৎ নিজের দক্ষতা দিয়ে রোজগার। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল অষ্টম শ্রেণি পাশ করা এবং বয়স ২৮ বছরের বেশি নয়—এদের খাদ্য প্রস্তুত এবং খাদ্য ও পানীয় (বেভারেজ) পরিবেশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। পর্যটন মন্ত্রকের অনুমোদিত হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, রাজ্যস্তরের নির্বাচিত ফুড ক্রাফ্‌ট ইনস্টিটিউট এবং কতিপয় তারকাখচিত হোটেলকে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ৫৫০০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হলেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৬৯৮১ জন যুবককে। এই প্রকল্পে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ অর্থের ১০০ শতাংশই একাদশ পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে খরচ করা সম্ভব হয়েছে। দ্বাদশ পরিকল্পনায় ধর্মীয় সার্কিটগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং পর্যটনকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র মোচনের কথাও বলা হয়েছে।

সমবায়ভিত্তিক পর্যটন

সহযোগিতামূলক বা সমবায়ভিত্তিক পর্যটন হল পর্যটনক্ষেত্রের সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে পর্যটনকেন্দ্রিক উদ্যোগ গড়ে তোলা। এর ফলে মানুষের অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান হবে, স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পথ প্রশস্ত হবে এবং এলাকার কলা, সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য, রন্ধনশৈলী, পোশাক-পরিচ্ছদ—এগুলি রক্ষা করার ক্ষেত্রেও এলাকাবাসীরা উৎসাহিত হবে।

সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক (নিশে ট্যুরিজম) পর্যটনের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক-অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধাগুলি সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সমাজের বৃহৎ অংশের কাছে পৌঁছচ্ছে না। এর ফলে পর্যটনক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ গ্রামীণ উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজন সমবায়ভিত্তিক পর্যটন গড়ে তোলা। এক হাতে সমস্ত কিছু সামলানোর চেয়ে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন এই শিল্পের সমস্ত অনুষঙ্গগুলিকে একটি যৌথ কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসে। এই সহযোগিতামূলক সংগঠন কেবলমাত্র পর্যটনের কাঠামো এবং এর বিস্তারকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, একইসঙ্গে নিশ্চয়তা দেয় যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সংস্থার চেয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার একটি উদ্যোগ এখানে রয়েছে।

স্কটল্যান্ড সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিলের যে অর্থ ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে পর্যটন উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, ইয়েস ব্যাংক সেই তহবিলের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত হয়েছে। দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া যেসব জেলাগুলো রয়েছে সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের সক্ষমতা গড়ে তুলে এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হাতিয়ার করে সমবায়ভিত্তিতে পর্যটন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য এই প্রকল্প। যে মডেলে প্রকল্পটি কাজ করবে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'কো-অপারেটিভ ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন মডেল'। ইতিমধ্যে উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য হল সারা দেশে সমবায়ভিত্তিক এই মডেল গড়ে তোলা। কোনও একটি অঞ্চলে এই মডেলের মাধ্যমে যে দক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে সেটি অন্যান্য অঞ্চলে কতটা সুচারুভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

পরিকাঠামোর উন্নয়ন

পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। সুতরাং পর্যটন মন্ত্রক

সারণি-১
বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে ভারতের অবস্থান

১	আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে ভারতের অংশ	০.৬৪ শতাংশ
২	আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান	৪২
৩	আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যটন আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের অংশ	১.৫৪ শতাংশ
৪	আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যটন আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান (রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী)	১৬

সূত্র : 'প্রগতি, সংহতি ও উন্নয়ন' (PHD) চেম্বার; চতুর্থ ভারত ঐতিহ্য-পর্যটন আলোচনাচক্র

সারণি-২
এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পর্যটন মানচিত্রে ভারতের অবস্থান

১	পর্যটন আগমনের ক্ষেত্রে ভারতের অংশ	২.৮১ শতাংশ
২	পর্যটন আগমনের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান	১২
৩	পর্যটন আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের অংশ	৫.১৪ শতাংশ (মার্কিন ডলার)
৪	পর্যটন আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান (রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী)	৮

সূত্র : 'প্রগতি, সংহতি ও উন্নয়ন' (PHD) চেম্বার; চতুর্থ ভারত ঐতিহ্য-পর্যটন আলোচনাচক্র

বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে এবং পর্যটন সার্কিটগুলিতে উন্নত মানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রক একটি স্কিমেরও সূচনা করেছে যার লক্ষ্য হল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান এবং পর্যটন সার্কিটগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন 'অতি বৃহৎ প্রকল্প' (মেগা প্রজেক্ট) হাতে নেওয়া। তাছাড়া পর্যটনের উন্নয়নে পর্যটন মন্ত্রক অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে একযোগে কাজও শুরু করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে রেল, বিমান পরিবহণ, সড়ক পরিবহণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নগর উন্নয়ন প্রভৃতি মন্ত্রক এবং রয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি। এখনও পর্যন্ত ৫৩টি অতি বৃহৎ প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে ৩৫টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই অতি বৃহৎ প্রকল্পগুলিতে বিচক্ষণতার সঙ্গে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা এবং পরিবেশ পর্যটনের (ইকো-ট্যুরিজম) মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

ঐতিহ্যকেন্দ্রিক পর্যটন

পর্যটনক্ষেত্রে ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং এই সব ঐতিহ্য পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ভারতের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে ফুটিয়ে তুলেছে। জমকালো কাঠামো, বিশালকায় অট্টালিকা, ব্যক্তিগত আকর্ষণের কতিপয় ধর্মীয় স্থান এগুলি এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে কাছে টেনে আনছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে পর্যটন সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছে। বর্তমানে তারা ঐতিহ্যের বিষয়টি নতুন করে অনুধাবন করতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষে ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য সংক্রান্ত (ওয়ার্লড হেরিটেজ) ২৮টি স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলি ভ্রমণ করা চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে। আলো আর শব্দের অনুষ্ঠানের (সন্-এট-লুমিয়ের) সাহায্যে যেসব পুরোনো ইতিহাস তুলে ধরা হয় তাতে এর সফলতা প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে প্রাচীন সমাজের চিত্র তুলে ধরলে সেটা বিনোদনমূলক হতে পারে। ত্রিমাত্রিক প্রদর্শন (3D) বা ডায়োরামা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। পর্যটকদের কাছে বিশেষ করে শিশুদের আধিক্য যেখানে রয়েছে সেসব জায়গায় এই প্রদর্শন যথেষ্টই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই সব কাজের জন্য যথেষ্ট দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। সুতরাং এক বিরাট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, নকশাকার এবং প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজন যাঁরা এক সঙ্গে কাজ করে এই সব প্রযুক্তি গড়ে তুলবেন।

সংগীত এবং নৃত্য উৎসব এবং সাহিত্য উৎসব-পর্যটনের বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই সব উৎসব যাতে পর্যটক আগমনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। সারা দেশ জুড়ে প্রতি বছর ৩০০ মেলা সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সব মেলায় সমাগত মানুষদের মধ্যে আনন্দের যে স্ফুরণ দেখা যায় তার ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই সব জায়গায় আসতে উৎসাহ বোধ করে। তাছাড়া আমাদের ঐতিহ্যবাহী যেসব খেলাধুলা রয়েছে যেমন, মণিপুরের হর্স পোলো, পশু বা পশুবাহিত গাড়ি বা রথের দৌড় প্রতিযোগিতা, এগুলি পর্যটকদের বিনোদনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক উপকরণ হয়ে উঠতে পারে। আর নৌচালন প্রতিযোগিতা তো পর্যটকদের ভীষণভাবেই উদ্দীপ্ত করে এবং প্রতিযোগিতার স্থলে টেনে নিয়ে যায়।

রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তরফে পর্যটনের ক্ষেত্রে যে গবেষণা চালানো হয়েছে সেই প্রেক্ষিতে তাদের পরামর্শ :

★ গোষ্ঠীগুলির ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার যেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে অথবা পরিবর্তিত হচ্ছে সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ডকুমেন্টেশনের (নথি সংরক্ষণের) প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টগোষ্ঠী, 'হেরিটেজ' পরিচালন কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদের সহযোগিতায় প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে।

★ স্থানীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহ জোগাতে হবে এবং মৌলিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সম্মান বজায় রাখতে হবে।

★ গোষ্ঠীর বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেগুলি পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে (যেমন, গান-বাজনার সিডি, খাবার-দাবার, প্রসাধনী এবং ওষুধপত্র) সেগুলিকে রক্ষা করতে হবে।

★ সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নিয়ে একযোগে কাজ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে নতুন ধরনের পর্যটনক্ষেত্র গড়ে তোলা যায় এবং বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলির সঙ্গে আধুনিক পর্যটনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সেগুলি দায়িত্বর সঙ্গে বিপণন করা যায়।

গ্রামীণ পর্যটন

ভারতের গ্রামীণ উত্তরাধিকার বহুমুখী বৈচিত্র এবং নানান ঐতিহ্যে ভরপুর এবং এই সব সম্ভার দেশ-বিদেশের আকর্ষণ সহজেই বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই সব এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে হবে, যেমন, কলা ও কারুশিল্প, তাঁতশিল্প, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি। অবশ্য এটা যথেষ্টই জটিল পদ্ধতি। পর্যটকদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনের মেলামেশা উভয়ের কাছেই একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হতে পারে। বিমূর্ত ঐতিহ্য (ইনট্যানজেবল হেরিটেজ) সম্পর্কে প্রচার চালাতে হবে এবং এগুলি রক্ষা করতে হবে।

কেরালা এবং হিমাচলপ্রদেশের কয়েকটি অংশে গ্রামীণ পর্যটন তাদের নিজস্বতা তুলে ধরেছে। গুজরাতে তাদের ১৬ রকমের সূচিশিল্প নিয়ে তারা গর্ববোধ করতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন কারুশিল্পগোষ্ঠীর জন্য গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান, অসরকারি প্রতিষ্ঠান—এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যটন সংস্থা এবং এলাকার কারুশিল্পীদের নিজেদের লোককাহিনি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজন। এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে এদের কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা পর্যটকদের কাছে এই সব কাহিনি তুলে ধরতে পারে। পর্যটকরা কোনও গ্রামীণ আবাসে অবস্থান করলে গৃহকর্তার উচিত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকলে সেগুলিকে দূর করা এবং অতিথির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ

করা। এলাকায় মশার সমস্যা থাকলে স্বাস্থ্য বিভাগকে অবিলম্বে মশা মারার কাজে উদ্যোগী হতে হবে। বাড়াতে হবে এলাকার পরিচ্ছন্নতা। তাছাড়া এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স-সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এলাকায় দুষ্কৃতী থাকলে এবং তারা পর্যটকদের হয়রান করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্যটকের উপর সবচেয়ে বেশি আঘাতটা আসে যখন তাদের জিনিসপত্র লুঠ করা হয়। তাছাড়া আবাসের কর্তা যদি লোভী প্রকৃতির হন এবং পর্যটকদের সঙ্গে প্রতারণা করেন সেটাও অবশ্যই তারা ভালো চোখে দেখে না। তাছাড়া নিজেদের দরিদ্রতা তুলে ধরে তাদের কাছ থেকে পারিতোষিক পাবার আকাঙ্ক্ষাও পর্যটকদের অনীহা বাড়িয়ে তোলে। প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে নোডাল এজেন্সি গড়ে তোলা যারা পর্যটকদের সুবিধা-অসুবিধা ওপর সমীক্ষার কাজ চালাবে। যেসব গ্রামীণ পরিবার পর্যটকদের নিজেদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করবে তাদের এজেন্সির কাছে অতিথি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলির কাছে আর্থ-সামাজিক সুবিধাগুলি পৌঁছালে তাদের শহরমুখী হবার প্রবণতা কম হবে। এখনও পর্যন্ত ২৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পর্যটন মন্ত্রক ১৫৩টি গ্রামীণ পর্যটন প্রকল্প অনুমোদন করেছে এবং এগুলির মধ্যে রয়েছে ৩৬টি কেন্দ্র যেগুলি 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং'-এর লক্ষ্যে ইউএনডিপি-র অনুমোদন পেয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন যেমন ট্রাইবাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন এবং এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল অব হ্যানডিক্রাফ্টস পর্যটনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

রোমাঞ্চমূলক পর্যটন

বর্তমানে রোমাঞ্চ ও অভিযানমূলক (অ্যাডভেঞ্চার) পর্যটন এক বড় আকার নিয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ১৯৯২ সালের আর্থিক সংস্কারের পর দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিশেষত নতুন সহস্রাব্দে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রের দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। এর ফলে মানুষের হাতে, বিশেষ করে যুবকদের হাতে বাড়তি অর্থ এসেছে এবং বেশি অর্থ ব্যয় করে তাঁরা এই সব অভিনব যাত্রায় বেরিয়ে পড়ছেন।

সরকারি উদ্যোগ : পর্যটন মন্ত্রকও এ ধরনের পর্যটনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে, কারণ এটি হল এক স্থিতিশীল এবং দায়িত্বশীল পর্যটন। অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনে স্থানীয় শ্রমিকশ্রেণির ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে। ফলে স্থানীয়গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতামূলক আবহ তৈরি হয়। পর্যটক ও পরিবেশের মধ্যে চমৎকার মেলবন্ধনও সূচিত হয়।

সরকারের নীতি হল পর্যটন পরিষেবাকে বহুমুখী করে তোলা এবং এই নীতির অঙ্গ হিসেবে রোমাঞ্চ ও অভিযানমূলক পর্যটনের বিষয়ে তারা বিশেষ মনোযোগী হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রক এ ধরনের সফর (ট্যুর) পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুমোদনের ব্যাপারে নির্দেশিকাও জারি করেছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে (যার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনও শামিল) কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রকের তরফে দেশের পর্যটন ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিতে যে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যটনের স্থায়িত্ব সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রাখা হয়েছে। বিপণনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন 'অতুল্য ভারত' বা 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পেরেছে এবং এ ব্যাপারে পর্যটক আকর্ষণ করতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে রোড শো-ও করা হয়েছে।

পর্যটন মন্ত্রকের তরফে কিছু কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে পর্যটন পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা রয়েছে। পর্যটন সংক্রান্ত আবেদন এবং অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়গুলি খুবই সহজ-সরল করা হয়েছে। পরিষেবা প্রদানকারীদের তালিকাও জনসমক্ষে প্রকাশ করা (পাবলিক ডোমেন) হয়েছে। পরিষেবা প্রদানকারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পর্যটন মন্ত্রকের যে 'হুনার সে রোজগার' স্কিমটি রয়েছে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের জোগান বাড়াতে কর্মসূচি নেবার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে।

২০০৯ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জম্মু এবং কাশ্মীরের লে অঞ্চলে ১০৪টি অতিরিক্ত পর্বতশৃঙ্গের যাত্রাপথ অভিযানমূলক ভ্রমণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে হিমাচলপ্রদেশ সরকার অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে ভারত সরকার বিভিন্ন পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত লাগিয়েছে। এই কাজে তারা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৪৮২.২২ কোটি টাকা সহায়তাও পেয়েছে। সরকারের লক্ষ্য দেশের অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা। দ্য গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ককে 'ওয়ার্লড ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইট' (বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থল)-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

চলচ্চিত্র পর্যটন

চলচ্চিত্র পর্যটনের মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণ, শ্যুটিং প্রভৃতি সম্পর্কিত পর্যটন। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ভ্রমণের যেমন প্রয়োজন হয়, সে রকম অনেক সংখ্যক মানুষকেই ভ্রমণ করতে হয়। সুতরাং ফিল্ম প্রোমোশন বোর্ড এবং ট্যুরিজম প্রোমোশন বোর্ড সাহায্যের ডালি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছে এগিয়ে এসেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের মতো উন্নত অর্থনীতিতে এ ব্যাপারে গড়ে ওঠা পরিচালন সংগঠনগুলি ফিল্ম শ্যুট করা এবং সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপ্রয়োজনীয় খরচ যতটা সম্ভব কম হয় সেদিকেও তারা লক্ষ রাখছে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সামাজিক পরিকাঠামোর পরিচালন ও প্রশাসনিক দিকগুলি তুলে ধরা হয়। এই চলচ্চিত্র উৎসবগুলি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

চলচ্চিত্র প্রযোজনায় যৌথ উদ্যোগ : যখন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুকে দুটি দেশেরই জাতীয় সম্পদ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়

তখন দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করা হয়। সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ওপর করছাড় এবং অন্যান্য আর্থিক ছাড়েরও সুবিধা দেওয়া হয়। ভারতের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি রয়েছে জার্মানি, ইতালি, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল এবং ফ্রান্সের। সুতরাং চিত্রনাট্য হাতে নিয়ে কোনও দেশে পাড়ি জমানো যায় এবং শ্যুটিং সমাপ্ত করে ফিল্ম বাক্স বন্দি করে দেশে নিয়ে আসা যায়। তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে এই ফিল্ম জনসমক্ষে আনার অনুমোদন দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে রয়েছে উন্নত পরিকাঠামো এবং সহায়ক ব্যবস্থা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পোস্ট-প্রোডাকশান ব্যবহার্য সর্বশেষ প্রযুক্তিযুক্ত ১০টি পরীক্ষাগার। পোস্ট-প্রোডাকশান এই সব কাজের জন্য ভারত যথেষ্টই পছন্দের স্থান, কারণ দেশে রয়েছে এক বিরাট সংখ্যক ইংরাজি জানা মানুষ। তাছাড়া আউটসোর্সিং-এর ক্ষেত্রেও ভারত পছন্দের জায়গা করে নিয়েছে। তুলনামূলক এই সব সুবিধা ছাড়াও শ্যুটিং এবং পোস্ট-প্রোডাকশানের ক্ষেত্রে ভারত কম খরচের জন্য পরিচিতি পেয়েছে। গুণী শিল্পী এবং প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের কল্পনাকে রূপ দেবার কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। ভারতে প্রতি বছর নির্মাণ হয় ১,০০০টি চলচ্চিত্র এবং এখানে রয়েছে এক সুদৃঢ় আইনি ব্যবস্থা। সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা কোনও স্থানীয় কোম্পানির সহায়তায় এখানে কাজ করা সম্ভব। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠন যেমন, পিএইচডি চেম্বার, অ্যাসোচেম অথবা ফিকি (এফআইসিসিআই) ভারতের সহায়ক কোম্পানিগুলির একটি মূল্যায়ন তালিকা তৈরি করতে পারে এবং বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনে এই তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সরকারি সহায়তা এবং নীতি ঘোষণা : আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার চলচ্চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। অনেকগুলি রাজ্য সরকার এই শিল্পকে করছাড় এবং অন্যান্য সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করেছে। 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' প্রচারকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সিনেমাকে 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'-র সাব-ব্র্যান্ড হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ব্যবহার করতে এবং বিদেশের বাজারে বিপণন বাড়াতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং পর্যটন মন্ত্রক চলচ্চিত্র পর্যটনকে সহায়তার লক্ষ্যে ২০১২ সালে একটি চুক্তি পত্রে (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) স্বাক্ষর করেছে।

পর্যটন মন্ত্রক কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা স্কিমের আওতায় চলচ্চিত্র পর্যটনকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। তাছাড়া রাজ্য সরকারগুলি তাদের রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রসারণ ঘটাতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে যেমন কেরালা, চেন্নাই, কলকাতা এবং মুম্বইয়ের চলচ্চিত্র উৎসব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে দেশের ভূভাগের ৭.৯ শতাংশ এবং এখানকার জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৩.৮ শতাংশ। এখানে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য ভাণ্ডার থাকলেও পর্যটক আগমন নামমাত্র। আসাম অবশ্য ব্যতিক্রম। মানুষের এই অনীহার ব্যাপারটা দূর করতে প্রচার চালাতে হবে এবং একাধিক জনপ্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২০১৬ সালের জন্য যে আগাম হিসাব ধরা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে বিদেশি পর্যটকের আগমন দাঁড়াবে ১১.২৪ মিলিয়ন, অভ্যন্তরীণ পর্যটকের ভ্রমণ দাঁড়াবে ১৪৫১.৪৬ মিলিয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৩০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট কর্মসংস্থান হবে ২৪.৫ মিলিয়ন। প্রয়োজন সমন্বয় গড়ো তোলা এবং বহুমুখী প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতায় বিভিন্ন পরিষেবার চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নের কাজ করা। এই কাজে পর্যটন মন্ত্রক, সাংস্কৃতিক মন্ত্রক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং ঐতিহ্যকেই দেশের পর্যটন শিল্পের প্রধান অভিমুখ করে এগিয়ে চলার সময় এসেছে।❑

[লেখক খবরের কাগজ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম উভয় ক্ষেত্রেরই ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তিনি শিল্প, সংস্কৃতি এবং ভারত ও ভারতের বাইরে পর্যটন সম্পর্কে লিখে থাকেন এবং সম্প্রচার করেন।]

তথ্যসূত্র :

হেরিটেজ ট্যুরিজম—অ স্ট্র্যাটেজিক পার্সপেকটিভ, আইসিএআই-সিএমএ এবং পিএইচডি চেম্বার অব কমার্স নলেজ স্ট্যাডি সিরিস।

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ইন ইন্ডিয়া—এটিওএআই এবং ইয়েস ব্যাংকের অনুসন্ধান।

ফিল্ম ট্যুরিজম—এফআইসিসিআই এবং ইয়েস ব্যাংকের অনুসন্ধান।

ডোমেস্টিক ট্যুরিজম ইন ইন্ডিয়া—এফআইসিসিআই এবং আরআরসি-র অনুসন্ধান।

ডোমেস্টিক ট্যুরিজম, ইভলিউশন, ট্রেন্ডস অ্যান্ড গ্রোথ—এফআইসিসিআই এবং ইয়েস ব্যাংকের অনুসন্ধান।

ইন্ডিয়া ২০১৩, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি—অ্যাসোচেম এবং ইয়েস ব্যাংকের অনুসন্ধান।

ইন্ডিয়া : দ্য আইডিয়াল শ্যুটিং ডেস্টিনেশন—হ্যান্ড বুক ফ্রম অ্যাসোচেম।

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে হিমাচলপ্রদেশের প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী এবং বর্তমানে এইচপিএসটিডিসি-র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর ভিএস মানকোটিয়া-র সাক্ষাৎকার।